মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ঃ জীবন ও কর্ম

মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ঃ জীবন ও কর্ম

মোহাম্মদ আতীকুর রহমান
এম. ফিল (গবেষক)

382754

তত্ত্বাবধানে

ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা,
বাংলাদেশ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ঃ জীবন ও কর্ম

এম, ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

রেজিষ্ট্রেশন নম্বর-৮০ (৯৫-৯৬)

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা,

বাংলাদেশ।

তারিখ	ঃ	৭ই শাওয়াল/১৫ই জানুয়ারী
সন	ঃ	হিঃ ১৪২০/২০০০ ইংরেজী

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **মোহাম্মদ আতীকুর রহমান**-এর এম, ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভটি তার নিজস্ব গবেষণার ফল। আরও প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এই অভিসন্দর্ভটি জমা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্ত সে পূরণ করেছে।

তত্ত্বাবধায়ক

১৫/১২/০০

ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা,
বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র জন্য। দরূদ ও সালাম জনাই বিশ্ব মানবতার পথ প্রদর্শক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর উপর।

পরম করুনাময় আল্লাহ্‌ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে **"মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ঃ জীবন ও কর্ম"** শিরোনামে আমার লেখা এই অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করা গেল। সর্ব প্রথমে আমার এই গবেষনা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **জনাব ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন** কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেননা আমার রচিত অভিসন্দর্ভের গবেষনা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ও মূল্যবান পরামর্শ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর এই নিরলস ও আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা গবেষনা কর্মটি মান-সম্মত করে তুলেছে। তাঁর ঋণ অপ্রতিশোধ্য।

আমার এই গবেষণা কর্ম চালাতে গিয়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার হতে উপাত্ত, উপকরণ সংগ্রহ করেছি তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, চরমোনাই রশীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী অন্যতম। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার এই গবেষনা কর্ম চালিয়ে যাবার জন্য যারা আমাকে উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত প্রফেসর ও চেয়ারম্যান জনাব ড. আ,র,ম আলী হায়াদার, ড. মুহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

মুজতবা হুসাইন, ড. আ,ব,ম হাবীবুর রহমান চৌধুরী, ড. আ, ন, ম রইছ উদ্দীন, ড. মুহম্মদ রুহুল আমীন ও আব্দুল লতীফ। তাঁদের ঋণ পরিশোধ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

আরো অনেক সুধী ও পন্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ, সহানুভূতি ও অনূপ্রেরণা পেয়েছি তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এ ক্ষেত্রে পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্জ মাওলানা মোঃ বেলায়েত হুসাইন, পরম শ্রদ্ধেয়া মা, চরমোনাই - এর বর্তমান পীর সাহেব আলহাজ্জ সৈয়দ মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুল করীম, শাহতলীর পীর সাহেব আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল বাশার, চরমোনাই রশীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জনাব আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ জহিরুল হক, বর্তমান ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব, মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী খান, কাতারস্থ পোর্ট অফিসার জনাব, মাওলানা মোহাম্মদ ওয়াছিক বিল্লাহ, চরমোনাই - এর মরহুম পীর সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া আমেনা বেগম, বিশিষ্ট শিল্পপতি মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আব্দুল কাদের ও আব্দুর রব, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ডাঃ গাজী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ ছানা উল্যাহ, মাওলানা মোহাম্মদ আহমদ উল্যাহ, জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মুহাম্মদ সাইদুল হক, মুফ্তি মাওলানা মোহাম্মদ ফয়জুল করীম, রেজাউল করীম ও মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান। ছোট ভাই মোহাম্মদ আরিফুর রহমান ও মামুন, এ ছাড়াও নানা বিধ প্রতিকুলতার মাঝে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার সময় যেসব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয় জন সাহায্য যুগিয়েছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

দি এনিয়াক কম্পিউটার্স এর পরিচালকদ্বয় জনাব মাওলানা মোহাম্মদ কবির আহমদ ও মুহম্মদ মনজুর আলম ভূঁইয়া এবং আল-এছহাক প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জনাব মোহাম্মদ তারেক যে সহযোগিতা করেছেন তা ভুলবার নয়। তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

সাংকেতিক সূচী ঃ

(সাঃ)	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(আঃ)	আলাইহিস-সালাম
(রাঃ)	রাযিয়াল্লাহু আনহু বা আনহুম
(রঃ)	রহমাতুল্লাহি আলাইহি বা আলাইহিম
(বা)	বাংলা
(হিঃ)	হিজরী
(খ্রী)	খ্রীষ্টাব্দ
(ড.)	ডক্টর
(পৃঃ)	পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ঃ জীবন ও কর্ম

ভূমিকা ঃ

ইংরেজ ঐতিহাসিক ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার এর উক্তি ''একশ বছর পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে যেখানে কোন গরীব বা অশিক্ষিত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল অসম্ভব একশ বছর পরে সেই মুসলমানদের মধ্যে কোন বিত্তবান ও বিদ্বান ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর।'' এ উক্তিটি ছিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত যাওয়ার পর। কিন্তু এর রেশ ছিল দীর্ঘদিন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজ যখন শিক্ষা, দীক্ষা, আমল-আখলাক ইত্যাদি সকল দিক থেকে চরম ভাবে অবহেলিত ছিল, বিশেষভাবে বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত ও সংশয়, সন্দেহের উর্দ্ধে রচিত পবিত্র কুরআনকে সহীহ শুদ্ধভাবে পাঠ করে মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানকে পূর্ণভাবে পালনে ব্যর্থ ছিল এমনি এক মুহূর্তে উনবিংশ শতাব্দির সু-বিখ্যাত ক্বারী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর খিলাফত লাভে ধন্য হয়ে আত্ম-প্রকাশ করেন চরমোনাই-এর মরহুম পীর হিসেবে খ্যাত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংস্কারক। মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম পবিত্র ইসলামের প্রচার ও মানব সেবায় আত্মোৎসর্গ এ সংস্কারক উজানীর ক্বারী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর খিলাফত লাভ উত্তর আপামর জনসাধারণের মধ্যে দ্বীনের

Dhaka University Institutional Repository

দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে জীবনের শেষ পর্যন্ত যেমন বাংলার আনাচে কানাচে ইসলাম ধর্মের প্রচার করে গেছেন, তেমনি দ্বীন ইসলামকে কিয়ামত অবধি জীবন্ত রাখার প্রয়াসে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চরমোনাই রশীদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা। সর্বপরি ইসলামী সাহিত্য ভান্ডার কে পূর্ণতা দিতে যেয়ে রচনা করে গেছেন প্রাঞ্জল ভাষায় এমন ২৭ খানা যুগোপযোগী গ্রন্থ যা লক্ষ কোটি মানুষকে দিচ্ছে সহজ পথের সন্ধান আর দিয়ে যাবে কিয়ামত অবধি।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক একটি জীবন্ত ইতিহাস। প্রাতঃস্মরনীয় মহান এ সংস্কারকের কর্ম বহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সূক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনা করে গবেষণা ধর্মী একখানা গ্রন্থ রচনা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। মহান আল্লাহর সীমাহীন রহমতের উপর ভরসা করেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষণজন্মা মহান এ সংস্কারকের জীবন ও কর্ম কে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার জন্যে আমার গবেষণা সন্দর্ভের জন্য নির্বাচন করেছি এই তথ্যবহুল বিষয় বস্তুটি।

তাঁর পবিত্র জীবন ও কর্ম সম্পর্কে রচনা করতে যেয়ে আমি সাহায্য সহায়তা নিয়েছি যেমন বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে তেমনি দেশ বরেণ্য অনেক পীর মাশায়েখ, ইমাম ও সমাজ সেবক থেকে ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় সূচী

প্রথম অধ্যায়

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ঃ জীবন ও কর্ম ২-৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর
গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনা। ৪৯-৯৯

তৃতীয় অধ্যায়

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সম্পর্কে
মনীষীদের অভিমত ১০০-১১১

চতুর্থ অধ্যায়

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক - এর
অমূল্য বয়ান ১১২-১৫১

উপহার ও গ্রন্থ সূত্র ১৫২-১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ঃ জীবন ও কর্ম

মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর জীবন ও কর্ম

নাম ঃ

মহান স্রষ্টা আল্লাহ মানব ও জ্বীন জাতিকে মূলতঃ তাঁর ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ''আমি মানব এবং জ্বীন জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।[১] মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র ইবাদত পদ্ধতি জানিয়ে দেবার জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেকেই বিশ্বমানবতাকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত

[১] আল-কুরআন, সুরা যারিয়াত, আয়াত নং ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ (সাঃ) এর উপর রিসালাতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হবার পর নবী রাসূলদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ন্যাস্ত হয় নবী রাসূলদের ওয়ারিশ আলেম সমাজের উপর। হাদীস শরীফে এসেছে ''আলেম সমাজ আম্বিয়াদের ওয়ারিশ।''[২] বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ইন্তিকালের পর দ্বীন ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য আলেম উলামা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আর এ আলেম সমাজেরই অন্যতম আলেম ছিলেন মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক।[৩]

বংশ পরিচয় ঃ

দুনিয়ার ওলী-আওলিয়াদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যাদের পূণ্যস্পর্শে লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহ্‌র ভালবাসায় জেগে উঠেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র রক্ত ধারা বা আহ্‌লে বাইতের পবিত্র উত্তরাধিকার বহন করে জন্ম গ্রহণ করেছেন। সমকালীন বাংলার হাদী মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর রক্তধারার মধ্যেও মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র রক্তধারার উত্তরাধিকার দেখা যায়। যেমন, তাঁর পিতা সৈয়দ আমজাদ আলী, তাঁর পিতা সৈয়দ উমার আলী, তাঁর পিতা সৈয়দ আলী আকবর। উল্লেখ্য, তাঁর পিতামহ বাগদাদ হতে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচার

---

[২] ওলি উদ্দিন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, ১ম খন্ড, প্রকাশনায় মেরাজ বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া। পৃঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

করার মহান প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আব্বাসীয় শাসন আমলে এ দেশে আগমন করেছিলেন। তাঁরও দুই পুরুষ পুর্ববর্তী আহলে বাইতের এক সম্মানীত সদস্য পবিত্র মক্কা নগরী হতে বাগদাদ এসে বসতী স্থাপন করেছিলেন।[৪]

শাজরা নামা ঃ

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকার[৫] প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকার যে ছেল

---

[৩] মোঃ আতিকুর রহমান, দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত আউলিয়াদের জীবনাংশ, প্রকাশকাল ২৮-০৮-৯৭ইং।

[৪] বাংলার হাদী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, প্রকাশক-মাওলানা আবুল বাশার, প্রকশনা-আল হক প্রকাশনী, পৃঃ ৩, ৪।

[৫] উপমহাদেশের সর্বাধিক জন প্রিয় ও প্রভাবশালী সুফী তরীকা সমূহের একটি। হারাতের নিকটবর্তী গ্রাম চিশ্‌ত হতে এই তরীকার নাম গৃহিত হয়েছে। এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সিরিয়ার খাজা শরাফুদদীন আবু ইসহাক শামী। তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষক দিনাওয়ারের (হামাদান ও বাগদাদের মাঝখানে অবস্থিত কুহিস্থানের একটি স্থান) খাজা কারীমুদদীন মামশাদ উল দিনাওয়ারী এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই সিলসিলাটিকে রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর সাথে নিম্ন লিখিত ভাবে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আবু ইসহাক মামশাদ উল দিনাওয়ারী, আমিনুদদীন, (আবু) হুরায়রা আল বাসরী, সাদীদুদ হুযায়ফা আল মারআশী, ইবরাহীম ইবন আদহাম আল বালখী, আবুল ফদল আবদুল ওয়াহিদ ইবন যায়দ, হাসান আল বাসরী, আলী ইবনে আবী তালিব, রাসূলে করীম হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। চিশ্‌তীয়া তরিকার প্রাক-ভারতীয় ইতিহাস কোন প্রামান্য ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে রচনা সম্ভব নহে। খাজা মুঈনুদদীন সিজযী চিশ্‌তী দ্বাদশ শতাব্দীতে এই সিলসিলাটি উপমহাদেশে আনয়ন করেন এবং চিশ্‌তী সুফী বাদের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থান হতে এই তরীকাটি উপমহাদেশে ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করে এবং এ

Dhaka University Institutional Repository

ছেলায় তিনি রুহানিয়াতের তালিম প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার বিবরণ হল, হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, তাঁর পীর মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম, তাঁর পীর মাওলানা রশীদ আহ'মদ গাঙ্গুহী এমনি ভাবে হাজী এমদাদুল্লাহ্, নূর মোহাম্মদ উলুভী, আব্দুর রহিম ফাতেমী, আব্দুল বারী, আব্দুল হাদী সিদ্দিকী, সৈয়দ অজদুদ্দীন, শাহ্ মোহাম্মদ মক্কী জাফরী, মোহেব্বুল্লাহ্ সিদ্দিকী, আবু সাঈদ নো'মানী, নেজামুদ্দীন বলখী, জালাল উদ্দীন থানেশ্বরী, আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী, মোহাম্মদ ফারুকী, আব্দুল হক ফারুকী, জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ ওসমানী, শামছউদ্দীন তুরক পানি পথি, আলা উদ্দীন ছাবের হোছাইনী, ফরিদ উদ্দিন মাসউদ গাঞ্জেশকর ফারুকী, খাজা বখতিয়ার কাকী হোছাইনী, খাজা মঈনুদ্দীন হাছান চিশ্তী, খাজা ওসামন হারুনী, খাজা কুতুবুদ্দীন মওদুদ হোছাইনী, খাজা আবু ইউসুফ চিশ্তী, খাজা আবু মোহাম্মদ চিশ্তী, খাজা ইসহাক শামী, খাজা মামশাদ, শায়েখ আমিনুদ্দীন, শায়েখ আবু হোজাইফা মারআশী, আবুল কাসেম সুলতান ইব্রাহীম ইবনে আদহাম ফারুকী, আবুল ফয়েজ কোজায়েল, শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ, ইমাম হাসান বস্রী, হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)।[৬]

অঞ্চলের মুসলিমদের এবং এই অঞ্চলের মুসলিম আধ্যাত্মিক জীবনে একটি শক্তিরূপ পরিগ্রহ করে। (ইসলামী বিশ্বকোষ, দশম খন্ড, পৃঃ ৭১৯)

[৬] বাংলার হাদী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত-ঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম ও জন্মস্থান ঃ

আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অনুগত উম্মতদেরকে ইসলামের বাণী পৃথিবীর সকল মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দেয়ার যে মহান দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন, সেই পবিত্র দায়িত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই আল্লাহ্‌র ওলী গণ সুদুর আরব-ইরান-তোরান হতে একের পর এক ছুটে এসেছিলেন বাংলার সবুজ প্রতিটি জনপদে।[৭]

আরবের পবিত্র মাটি হতে আগত ওলী দরবেশদের সেই কল্যাণশ্রয়ী কাফেলারই সুমহান রক্তধারার উত্তরাধিকার লয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সমকালীন বাংলার অন্যতম মহাপুরুষ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক।[৮] তিনি বরিশাল জেলার প্রধান শহর বরিশালের উপকণ্ঠ কীর্তন খোলা নদীর পূর্ব পাড়ে পশুরীকাঠি গ্রামের সুবিখ্যাত সৈয়দ পরিবারের সৈয়দ আমজাদ আলীর ঔরসে এবং মুহাতারিমা ফাতেমা খাতুনের গর্ভে ১৯০৫ খ্রী /১৩১২বা সনে জন্ম গ্রহণ করেন।[৯]

---

[৭] বাংলার হাদী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত-পৃঃ ৬।

[৮] বাংলার হাদী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত-পৃঃ ৭।

[৯] ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রকাশনা-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। প্রকাশকাল-জুন ১৯৮৯, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর

পূর্ব পুরুষদের বাংলায় আগমন ঃ

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, ভারত মহাসাগরকে আলিঙ্গন করে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরকে কোলে নিয়ে একটি বিস্তৃত অঞ্চল দাড়িয়ে আছে। এই জনপদের একটি অংশ আমাদের বাংলাদেশ।[১০]

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশের জাতীয়তা ছিল ভূখন্ড কেন্দ্রিক, গোত্র ভিত্তিক। দেশ প্রেম অর্থে দেশের মাটির পূজা করা হত। মানুষ মানুষের আদর্শ, ধর্মীয় চেতনা কিংবা ঐশী শিক্ষা ছাপিয়ে জড় প্রকৃতির কাছে আত্ম সমর্পণ করেছিল। এহেন সন্ধিক্ষণে পবিত্র আরব ভূমিতে ইসলাম বিকাশের সাথে সাথে বাংলাদেশে সাহাবী গণের এবং হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফত আমলে তাবয়ীগণের আগমন ঘটে। আধুনিক গবেষনার যে সকল সাহাবী ও তাবয়ীগণের নাম পাওয়া গেছে তাদের নামের তালিকা নিম্ন রূপ ঃ

---

[১০] আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম, প্রকাশনা-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। প্রকাশকাল-জুন ১৯৯৪, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীদের নাম ঃ হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওয়াহাব (রাঃ)

হযরত তামীম আনসারী (রাঃ)

হযরত কায়েস ইবন ছায়রফী (রাঃ)

হযরত উরওয়াহ ইবন আছাছা (রাঃ)

হযরত আবু কায়েস ইবন হারিসা (রাঃ)

তাবয়ীদের নাম ঃ হযরত মোহাম্মদ মামূন (রঃ)

হযরত মোহাম্মদ মোহায়মেন (রঃ)

হযরত মোহাম্মদ আবু তালিব (রঃ)

হযরত মোহাম্মদ মোর্তাজা (রঃ)

হযরত মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ (রঃ)

হযরত হামিদ উদ্দীন (রঃ)

হযরত হোসেন উদ্দীন (রঃ)[১১]

সহ অন্যান্য ইসলাম প্রচারকগণ বিশ্বাস ও কর্মে, চিন্তা ও দায়িত্বে পরিপূর্ণতার পরিচ য় দিয়ে ইসলাম নামের তরীকে সফলজনক ভাবে পরিচালনা করে আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিকতায় মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর পরদাদার বাপ-চাচা সৈয়দ আলী আকবর ও সৈয়দ আলী আজগর আব্বাসীয় রাজত্বের শেষ ভাগে বাগদাদ হতে বাংলাদেশে এসে বরিশাল জেলার পশুরীকাঠি গ্রামে সর্বসাধারণের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। ভ্রাতৃদ্বয় স্থানীয় দ্বীনী পরিবারে বিয়ে করে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। সেই হতে অদ্যবধি তাঁর বংশের লোকেরা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করে আসছেন।[১২]

বাল্যকাল ঃ

জন্মলগ্ন হতেই তিনি এক অপূর্ব চরিত্র বৈশিষ্টের অধিকারী হয়ে জন্ম গ্রহন করেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর স্বভাব ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে। তাঁর দৈনন্দিন প্রতিটি কাজে সুরুচি ও পবিত্রতার ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। গ্রাম বাসী তাঁর নির্মল চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। অতি অল্প বয়সেও তিনি কখনো ছল চাতুরী বা মিথ্যা কথা বলতেন না। পিতা মাতার নিকট কোন অন্যায় কিংবা অশোভন আবদার রাখতেন না। সম বয়সী ছেলেদের সাথে কখনো নিজেও যেমন অযথা গল্প করতেন না তেমনি কারো মুখে তা শুনতেও ভালবাসতেন না। নির্জনে বসে চিন্তা চেতনায় সময় কাটাতে

---

[১১] এ,কে,এম মহিউদ্দিন, চট্রগ্রামে ইসলাম, প্রকাশনা-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। প্রকাশকাল-জুন ১৯৯৬, পৃঃ ২১, ২২।

[১২] মাওলানা মোঃ ইউসুফ আলী খান, চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেব্লার সংক্ষিপ্ত জীবনী, সংশোধিত সংস্করন, ভাদ্র ১৩৯৩ বা , পৃঃ ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসতেন। স্বীয় পিতা মাতার নিকট ইসলাম ধর্মের অতীত ঐতিহ্য শুনে আশ্চর্য হয়ে পড়তেন।[১৩]

শিক্ষা জীবন ঃ

অতি অল্প বয়সেই মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক পিতৃ হারা হয়ে পড়লে তাঁর বিদূষী মাতা এতিম সন্তানের লালন পালন এবং যোগ্য শিক্ষার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।[১৪]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাঁর মামা ও শ্বশুর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার[১৫] এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর উজানীর সু-বিখ্যাত ক্বারী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম[১৬] এর নিকট সাত ক্বিরাত কাওয়ায়েদ সহ পবিত্র কুরআন

---

[১৩] মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া দরবেশ, সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রথম মুদ্রন-১লা অগ্র হায়ন, ১৩৮৪বা , পৃঃ ৯, ১০।

[১৪] বাংলার হাদী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫।

[১৫] উজানীর ক্বারী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর প্রথম খলীফা ছিলেন মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর চাচাত মামা, মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার ওরফে আহসান উল্লাহ। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর একজন খাছ বান্দা ও খাটি আলেম। আরবী ও ফার্সি ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী আব্দুল জাব্বার সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা রাখতেন। ইসলাম প্রচারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।(চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী। পৃঃ ১২-১৪)

[১৬] বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ক্বারী, আলিম, ওয়াইজ ও চিশতিয়া তরিকার পীর। জন্ম নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার নলয়া গ্রামে। তারিখ অজ্ঞাত। পিতার নাম পানাহ মিয়া। শৈশবে স্থানীয় মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। কিছু দিন কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি মক্কা-মুয়াজ্জামার সাওলাতিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এ মাদ্রাসার সু-বিখ্যাত ক্বারী

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা শেষে ভোলা দারুল হাদীস আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাস করেন।[১৭] অতঃপর তিনি ইলমে হাদীসের উচ্চতর জ্ঞান লাভ করার জন্য তদানিন্তন বাংলার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্রগ্রামের হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায়

বরকসুস এর নিকট তিনি এলমে ক্বিরাআত শিক্ষা লাভ করেন এবং সপ্ত ক্বিরাআতের সনদ প্রাপ্ত হন। তৎকালীন একজন বাঙ্গালী মুসলিম ছাত্রের পক্ষে ইহা ছিল অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। এ সময়টি ছিল শরীফ হুসায়নের রাজত্ব কাল। ঘটনাক্রমে একদিন বাদশা হুসায়ন তাঁকে সাওলাতিয়া মাদ্রাসার এলমে ক্বিরাতের শিক্ষক নিযুক্ত করার আদেশ প্রদান করেন। দীর্ঘ দশ বছর ক্বারী ইব্রাহীম ঐ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ঐ সময় তিনি এক শিক্ষিতা আরব কন্যাকে বিবাহ করেন।

আনুমানিক ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সস্ত্রীক দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু নদীর ভাঙ্গনে তাঁর গ্রাম বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত হওয়ায় বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার মাহিমপুর গ্রামে তিনি জনৈক বন্ধুর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামগঞ্জ থানার দৌলত পুর গ্রামের নিকটস্থ দশ ঘরিয়া বাজারে এক মাহফিলে তাঁর মধুর ক্বিরাত শ্রবণ করে নিকটস্থ দেগনর গ্রামের তিতুখান নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁর এক কন্যাকে ক্বারী সাহেবের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর বসবাসের জন্য একটি বাড়ির ব্যবস্থার আশ্বাস দেন। ক্বারী সাহেব দৌলতপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তিনি তখন মসজিদ, মাদ্রাসা এবং বহিরাগত ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। ক্বারী সাহেব মাক্কী, মাদানী, নাজদী এবং মিসরী লাহাজায় ক্বিরাত শিক্ষা দিতেন। অনতি কালের মধ্যে তাঁর মাদ্রাসার সুখ্যাতি দুর দুরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় যুবক দের মধ্যে তার ক্বিরাত অভুতপূর্ব আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ক্বারী সাহেবের এগার পুত্র এবং সাত কন্যা জন্ম লাভ করে। দৌলতপুরে ছোট্ট বাড়ীতে স্থান সংকুলান হয়না বলে তিনি এ বাড়ি বিক্রয় করে তদান্তীন ত্রিপুরা জেলার উজানী গ্রামে একটি বৃহৎ বাগান বাড়ী ক্রয় করেন। এ বাড়ীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন, যাতে দুর দুরান্ত হতে আগত ছাত্রগণ ইলমে ক্বিরাত শিক্ষা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে যত খ্যাতনামা ক্বারী আছেন তাদের অধিকাংশই ক্বারী ইব্রাহীমের ছাত্রের ছাত্র।

আশি বছর বয়সে ১৯৪৩ খ্রী /বা ১৩৫০ সনে ২৭ ফাল্গুণ তিনি উজানীর বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ------রাজেউন)(ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশিত, পৃঃ ৪১১)

[১৭] চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

গমন করে সেখানকার যোগ্য উস্তাদদের তত্ত্বাবধানে দাওরায়ে হাদীস এর সনদ লাভ করেন।[১৮]

উল্লেখ্য, তিনি সর্বদা লেখা পড়ার ভিতর নিমগ্ন থাকতেন, বাজে গল্প ও বেহুদা কথায় সময় নষ্ট করা তাঁর স্বভাবের বিপরীত ছিল। তিনি লেখা পড়ায় অতি উৎসাহী ছিলেন।[১৯]

খিলাফত লাভ ঃ

পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের উপর বিশেষ জ্ঞান অর্জন শেষে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর হাতে বায়াত হন এবং পরবর্তী কালে তাযকিয়ায়ে নফস হাসিল করে খিলাফত লাভ করেন।[২০] মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর সাথেই কাটিয়ে ছিলেন।[২১] এ সময়কার কিছু উল্লেখ যোগ্য ঘটনা -

১. একদা ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর সাথে নৌকায় উঠে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীমকে লক্ষ্য করে

[১৮] বাংলার হাদী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত পৃঃ ৬, ৭।
[১৯] সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২, ১৩।
[২০] ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড,প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০।
[২১] সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক : হযরত ক্বারী ইব্রাহীম সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সংশোধিত সংস্করণ,মাঘ ১৩৯৫ বা, পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

বললেন, হুজুর আমার মধ্যে বহু রিয়া আছে। ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম কোন ধরনের রিয়া হয় জানতে চাইলে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বললেন, ইবাদাতে মাখছুদার মধ্যে কোন রিয়া না হলেও ওয়াজ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ কথা শুনে ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম তাঁর ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলি দ্বারা মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর ছিনার উপর টান দিয়ে বললেন, আপনার মধ্যে আল্লাহ্‌র ফজলে আর কোন রিয়া নেই। বাস্তবিকই সেদিন থেকে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর মধ্যে কোন রিয়া ছিল না।[২২]

২. মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বলেন, কোন একদিন আমি ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম এর নিকট একাকী একান্ত সান্নিধ্যে ছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, খাটি মুরীদ হয়ে আপন পীরকেও শরীয়তের কাজে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া যেতে পারে, তবে তা অবশ্যই আদবের সাথে হতে হবে।[২৩]

৩. মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর একান্ত সান্নিধ্যে থেকেই তাঁর আন্তরিক দু'আ নিয়ে জগতকে আলোকিত করতে পেরেছিলেন। একদা ভোলা নিবাসী ধুনিয়া গ্রামের খন্দকার বাড়ী ওয়াজ মাহফিলের অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতে তাঁর তরীকা হতে প্রকৃত অলী বের হবে কিনা এ চিন্তা করে কান্নাকাটি করছিলেন। কিছু সময় পরই তিনি বলে উঠলেন, বরিশাল নদীর

---

[২২] চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ- ১৭।

[২৩] . হযরত ক্বারী ইব্রাহীম সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ- ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাড়ে(মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক) আল্লাহ্ এমন একজন গুনবান লোক সৃষ্টি করেছেন, যার উছিলায় আমার এই তরীকা জীবিত রাখবেন। আল্লাহ তার মধ্য হতে রিয়া উঠিয়ে নিয়েছেন।[২৪]

মনীষীদের দু'আ লাভ ঃ

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক প্রায়ই বলতেন, মহান আল্লাহ আমাকে যতটুকু সম্মান দিয়েছেন, তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের খাছ দয়া, পিতা-মাতা, উস্তাদ, মুরুব্বী এবং স্বীয় পীর ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর দু'আর বরকতেই হয়েছি।[২৫] যেমন-

* মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর মাতা অনেক সময় তাঁর সন্তান মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক- এর জন্য রাতে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতেন।[২৬]

* মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর পীর ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন এবং তাঁকে 'বাবা এছহাক' বলে ডাকতেন। একদা ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর নিকট মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বললেন, বাংলাদেশে বহু খান্দানী

---

[২৪] . হযরত ক্বারী ইব্রাহীম সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত - পৃঃ ৪০-৪১

[২৫] . চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত - পৃঃ - ১৬।

[২৬] . চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত - পৃঃ - ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

এবং নামধারী মশহুর পীর সাহেব আছেন, তাদের মোকাবেলায় আমি অধম কি করব? তখন ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম নিজের শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা তাঁর মাথার উপর দিয়ে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে বললেন, বাবা মৌলভী এছহাক! যান, কুতুবে আলম হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী[২৭]

---

[২৭] . প্রখ্যাত মুহাদ্দীছ, ফকীহ্ ও বুযুর্গ; মাওলানা হেদায়াত আহ্‌মদ আনছারী গাঙ্গুহী (র:) এর সন্তান। ৬ যীকাদাহ্, ১২৪৪/১৮২৯, সোমবার চাশতের সময় সাহারানপুর গাঙ্গুহ নামক পল্লীতে শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহ্ আব্দুল কুদ্দুছ গাঙ্গুহী(র:)-এর খানকা সংলগ্ন গৃহে জন্মগ্রহন করেন। তার বংশ তালিকা পিতার দিক দিয়ে হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী পর্যন্ত এবং পিতামহীর দিক দিয়ে একাদ্বশতম পুরুষে কুতুবই আলম শায়খ আব্দুল কুদ্দুছ গাঙ্গুহী (র:) তে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

তার পিতা মাওলানা হেদায়াত আহ্‌মদ একজন বুযুর্গ আলেম ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে হযরত শাহ গোলাম আলী মুজাদ্দিদী নাক্‌শা বান্দী দিহ্‌লাবীর সংগে সম্পর্কিত ছিলেন। হিজরী ১২৫৩ সালে মাওলানা হেদায়াত আহ্‌মদ গোরখপুরে ইন্তিকাল করেন। এই সময়ে রশীদ আহমদের বয়স ছিল ৭ বছর। পিতার স্নেহ ছায়া উঠে যাবার পর তাঁর পিতামহ তাঁকে লালন পালন করেন ও প্রশিক্ষণ দেন। তার মাতা ছিলেন একজন সুদৃঢ় আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী, দ্বীনদার ও পরহেজগার মহিলা। শৈশব হতেই রশীদ আহমদ এর মধ্যে পূন্য ও মাহাত্বের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। তিনি খুবই সুরেলা কন্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি কার্নালে তার মেজ মামা মাওলাবী মুহাম্মদ তাকীর নিকট ফার্সী ভাষা পাঠ করেন। ফারসী শিক্ষা সমাপনের পর আরবী ভাষার প্রতি আগ্রহী হন। সারফ ও নাহও এর প্রাথমিক কিতাবাদী পাঠের পর তারই উৎসাহ ও প্রেরণায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনের উদ্দেশ্যে ১২৬১ হিজরীতে ১৭ বছর বয়সে তিনি দিল্লী গমন করেন। এরপর মাওলানা মামলূক আলী নানুতাবীর খেদমতে হাযির হন, যিনি দিল্লী কলেজের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি কুরআন মজীদ হেফজ করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহ হতে থানাভরন আসেন এবং মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী(র:) এর হাতে বায়আত হন। কিছুকাল তিনি সেখানেই অবস্থান পূর্বক স্বীয় মুর্শিদের তত্ত্বাবধান ও পথ নির্দেশনায় আধ্যাত্মিকতার সমস্ত স্তর অতিক্রম করেন এবং তরীকা চতুষ্টয়ের ইজাযত ও খিলাফত লাভ করেন।

১২৭৩/১৮৫৭ তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহনের অভিযোগে বন্দী হন এবং ছয় মাস পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি তিন বার হজ্জ সম্পাদন করেন। ১২৬৫/১৮৪৮ হতে ১৩১৪/১৮৯৬ পর্যন্ত কেবল কয়েক বৎসর ব্যতিরেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবত গাঙ্গুহ থেকে তিনি তাফসীর, হাদীস

Dhaka University Institutional Repository

এর তরীকা আপনার উছিলায় আল্লাহ্ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেবেন।[২৮] মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক- এর ভবিষ্যত জীবনে স্বীয় পীর সাহেবের দোয়া যথাযথ ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল।

* মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর বাল্য বেলা নোয়াখালীতে জৈন পুরের পীর হযরত মাওলানা আব্দুর রব সাহেব এক মাহ্ফিলে উপস্থিত থাকা কালীন মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক উক্ত মাহ্ফিলে ক্বেরাত পাঠ করলে মাওলানা আব্দুর রব

ও ফিক্হ্ এর দরস প্রদান করেন এবং যোগ্যতার অধিকারী অনেক ছাত্র তার নিকট হতে হাদীসের সনদ হাসিল করেন।

১৩১৪/১৮৯৫ সালের পর তিনি দৃষ্টি শক্তি হারান, এর পর হতে ইন্তিকাল অবধি দরস ও তাদরীস তথা পঠন ও পাঠনের পরিবর্তে মুরীদদের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণ দানে লিপ্ত থাকেন।

মাওলানা র'শীদ আহমদ গাঙ্গুহী আপাদমস্তক সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। হাদীসে নবাবীর দরস দানের জন্য তিনি তাঁর জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। তার দরসে হাদীস দ্বারা তিন শতাধিক শ্রেষ্ঠ আলিম হাদীসে উচ্চতর জ্ঞান সহ এলমে হাদীসের প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁর খলিফাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় আলিম ওলামার নাম পাওয়া যায়। যেমন-শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবান্দী; প্রধান মুদার্রিস দারুল উলুম দেওবান্দ, শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী, সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী প্রমুখ।

মাওলানা রশীদ আহম'দ গাঙ্গুহী চারি তরিকার বায়আত করতেন, কিন্তু সাধারণ তালিম চিশ্তীয়া ছাবেরিয়া তরীকায় দিতেন। ১২ কিংবা ১৭ জুমাদা আল উলা, ১৩২৩ হিজরী তারিখে নফল আদায় করার উদ্দেশ্যে তিনি কামরায় প্রবেশ করেন। এখানে কোন বিষাক্ত প্রাণী(সাপ কিংবা বিচ্ছু) পায়ের দুই আঙ্গুলীতে নখে কিছুটা দংশন করে। দংশনের প্রতিক্রিয়ায় তার শরীরে জ্বর দেখা দেয়। সাধ্যমতে চিকিৎসা করা সত্বেও কোন ফলোদয় হয়নি। অবশেষে ৮ কিংবা ৯ জুমাদাদ ছানী, ১৩২৩/১১ আগষ্ট ১৯০৫ তারিখে জুমুআর সালাতের পর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাযকিরাতুর রাশীদ্ নামক গ্রন্থে তার কম বেশী পনেরটি গ্রন্থের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২শ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃঃ ৩৬৪, ৩৬৫।)

[২৮] . চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেব্লার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত - পৃঃ- ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাহেব অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁকে দু'আ করেন এবং দশ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।[২৯]

দৈনন্দিন কার্যক্রম ঃ

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক কর্মময় জীবনের মুহূর্ত কালও দুনিয়ার বাজে কথায় সময় নষ্ট করেননি। প্রত্যেহ ফজরের নামাজ আদায় করে মোরাকাবা সহ অজীফায় বসতেন। বেলা ৮ ঘটিকায় এশরাকের নামাজ আদায় করতেন। তৎপর বাড়ীতে অবস্থান কালে সর্ব সাধারণের সাথে সাক্ষাতের নিমিত্ত তৈরী বৈঠক খানায় এবং সফরে থাকাকালীন যেখানে অবস্থান করতেন সেখানেই উপস্থিত লোকদের নিয়ে শরীয়ত মা'রেফত সম্পর্কীত আলোচনা করতেন। ১০ ঘটিকায় কিছু খানা খেতেন এবং বাড়ীর সকলের খোঁজ খবর ও আনুসাংগিক কার্যাদী সারতেন। সফরে থাকাকালীন এ সময়ে গোসল করে বেলা ১১ টায় চাস্ত নামাজ আদায় করতেন এবং মাঝে মধ্যে কিতাব লিখতেন। তৎপর সামান্য একটু তন্দ্রা যেয়ে যোহুরের নামাজ আদায় করে খানা খেতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। আছরের নামায আদায় শেষে মাগরীব পর্যন্ত ওয়াজ নছীহত করতেন। মাগরীবের পর এক ঘন্টা কাল জি'ক্‌রের হালকায় বসে তরীকার ছবক দিতেন ও

---

[২৯] . চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেব্‌লার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত - পৃঃ- ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেও অজীফা আদায় করতেন। তা'লীমের কাজ শেষ করে পুনরায় ওয়াজ শুরু করতেন।[৩০]

কর্মবীর ঃ

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ছিলেন হক্কানী আলেম, দ্বীনের পাগল এবং পথভ্রষ্ট মানবকুলের আলোর দিশারী। তিনি আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে বীর সেনানীর ন্যায় ঝাপিয়ে পড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বাণী পৌছাঁন । তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। আল্লাহর পথহারা বান্দা এবং হযরত রাসুলে করীম (সাঃ) এর উম্মত দিগকে সত্য, ন্যায় আর দ্বীনের পথে চলার ডাক দিয়েছেলেন সারা দেশে ঘুরে ঘুরে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন সুগভীর জ্ঞানী। বিভিন্ন সমস্যাকে তিনি সামান্য একটি কথা দ্বারা ফয়ছালা করে দিতেন। উকিল, মোক্তার এবং তর্ক বিদগণও তার কথার প্যাচ ধরতে পারতেন না। তিনি অসংখ্য সমস্যার সমাধান করে গেছেন। তাঁর একটু খানি মঙ্গল পরশে হাজার হাজার লোকের জীবন ধারা পরিবর্তন হয়েছে। অনেক পেশাদার দুস্কৃতিকারী ডাকাতের সর্দারও তার সংস্পর্শে এসে প্রকৃত মু'মিনের জিন্দেগী লাভ করেছে।[৩১]

৩০ . সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত- পৃঃ ৭৬-৭৭।
৩১ . সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত- পৃঃ ৯৯-১০০।

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক পরিচ্ছদ ও চাল-চলন ঃ

তিনি সব সময় সাদা জামা ব্যবহার করতেন। শীত মওসুমে মাঝে মধ্যে পশমী কাপড় ব্যবহার করতেন। মাথায় সর্বদা সাদা কাপড়ের গোল টুপি রাখতেন এবং নামাযের সময় পাগড়ী ব্যবহার করতেন। তিনি পোশাকে ও পানাহারে জাক জমক পছন্দ করতেন না- সাদাসিদে চলতেন।[৩২]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ঃ

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক পথ ভ্রষ্ট মানুষদের সৎপথ দেখাবার জন্য বহু দ্বীনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গেছেন। চরমোনাই রশীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা[৩৩] তন্মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়াও চরমোনাই

---

৩২ . সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাকের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত- পৃঃ- ৭৩-৭৪।

৩৩ . পরিচয়, প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ ঃ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক মক্তবরূপে ১৯২৪ খ্রী. এই মাদ্রাসার সূচনা করেন। মাওলানা আহসান উল্যাহ্ এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী-এই দুই মনীষীর নামের সাথে মিলিয়ে মাদ্রাসার নামকরণ করা হয় আহসানাবাদ রশীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা।

ক্রমোন্নয়ন-মাদ্রাসাটি মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন সাহেবের অক্লান্ত সাধনা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৭খ্রী. দাখিল, ১৯৫৩ খ্রী আলিম, ১৯৫৬ খ্রী. ফাজিল এবং ১৯৭০ খ্রীঃ কামিল মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। ১৯৫৬ খ্রী. হতে ১৯৯৬ পর্যন্ত মাওলানা জহুরুল হক এর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ এবং ১৯৯৭ খ্রী মাদ্রাসাটি খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসারূপে স্বীকৃতি লাভ করে ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে মাওলানা আবদুল হক নো'মানী অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োজিত আছেন। - (আল-কারীম, স্বরণীকা/৯৯, জামেয়া রশীদিয়া ইসলামিয়া চরমোনাই, বরিশাল, পৃঃ ২২, ২৩)

Dhaka University Institutional Repository

তে তাঁর প্রচেষ্টায় একটি প্রাইমারী স্কুল ও হাফেজী মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল।[৩৪] চরমোনাই ছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন- বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জে রতনপুর মাদ্রাসা, হিজলা থানার গোষেরচর কিলের হাট সংলগ্ন ফোরকানিয়া মাদ্রাসা। হিজলা থানার হরিনাথপুর গ্রামে মুন্সী আবুল হাসেম সাহেবের বাড়ী সংলগ্ন জামেয়া এছহাকিয়া কাওমী মাদ্রাসা।[৩৫] ঢাকা জেলার ধামরাই থানাধীন হাত কোড়া দরসে নেজামী মাদ্রাসা, মূলধন মাদ্রাসা, বাথুলিয়া মাদ্রাসা। মানিকগঞ্জ জেলার নান্দেশ্বরী মাদ্রাসা। দৌলতপুর থানাধীন ইসলামপুর মাদ্রাসা ও রাঘুটিয়া মাদ্রাসা।[৩৬]

বিবাহ এবং সন্তান-সন্ততি ঃ

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক স্বীয় চাচাত মামা মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার এর একমাত্র কন্যা সাইয়্যেদা রাবেয়া খাতুনকে সর্ব প্রথম বিবাহ করেন। এ ঘরে, তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে জন্মগ্রহন করে। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ

---

৩৪ . সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত- পৃঃ ৯৩।

৩৫ . মাওলানা হুসাইন আহমেদ, পেশ ইমাম, মীর হাজীরবাগ জামে মসজিদ, সংগ্রহ তারিখ- ৩০/০৬/৯৯ইং।

৩৬ . শিল্পপতি আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রব, স্বত্বাধিকারী- বিসমিল্লাহ্ কিতাব ঘর, মানিকগঞ্জ। সংগ্রহ তারিখ ২৮/০৭/৯৯

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল করীম বর্তমানে তাঁরই রেখে যাওয়া কাজ অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছেন।[৩৭]

পরবর্তীতে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বরিশাল শহরের পশ্চিমে হরিনাফুলিয়া নিবাসী সৈয়দ আলী দরবেশ সাহেবের কন্যা কে বিবাহ করেন। এ ঘরে এক ছেলে এবং দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।[৩৮]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সর্বশেষে নোয়াখালী নিবাসী মোহাম্মদ ইউনুছ দরবেশের কন্যা মোসাম্মৎ আমেনা বেগম কে বিয়ে করেন। এ ঘরে তাঁর তিন ছেলে এবং এক কন্যা জন্ম গ্রহন করে।[৩৯]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর দ্বিতীয় পুত্রের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তৎপরতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অবদান ঃ

---

৩৭ . চরমোনাই মরহুম পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৫।

৩৮ . চরমোনাই মরহুম পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮।

৩৯ . চরমোনাই মরহুম পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর পরিবার একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম বাংলাদেশের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবদান রেখে আসছেন। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম সাহেব নিজ বাড়ী চরমোনাই আহছানাবাদ রশীদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৫৬ খ্রী সনে অত্যন্ত সুনামের সাথে ফাজিল পাশ করে ১৯৫৭ খ্রী সনে ঢাকাস্থ লালবাগ মাদ্রাসা হতে প্রথম শ্রেণী অর্জন করে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি ১২ বছর পর্যন্ত চরমোনাই আহ্ছানাবাদ রশীদিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় জামাতে কামিল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছিলেন। এ সময় তিনি স্বীয় পিতা মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর নিকট মুরিদ হয়ে তাজকিয়ায়ে নফছ ও ইলমে মা'রেফত শিক্ষা করেন এবং খিলাফত লাভ করে বর্তমানে তিনি পিতার আদেশক্রমে দেশ-বিদেশে তাবলীগ ও হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁকেই মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক মজলিশে সুরার পরামর্শ ক্রমে মাদ্রাসা ও তরিকা পরিচালনা করার ভার অর্পন করে গেছেন। তিনিও মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের উপর ভরসা করে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর আন্তরিক দোয়া নিয়ে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, মুহাদ্দেছীন, মুদারেরছীন ও মুজাহীদদের সহযোগিতায় মাদ্রাসা ও তরিকার প্রধান কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মাওলানা সৈয়দ মোহম্মদ ফজলুল করীম স্বীয় পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাকে সম্প্রসারিত করে এর সাথে আরো একটি কওমী

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কুরআন শিক্ষা বোর্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠান করেছেন-যার অধীনে প্রায় দুইশত মাদ্রাসায় কুরআনের তালীম শুরু হয়েছে।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম শুধুমাত্র ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং সমমনা ইসলামী দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী ঐক্যজোটে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী ও জাতীয় ইস্যুতে সর্বপরি ভন্ড পীরদের উৎখাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।[৪০]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর বড় ছেলে ক্বারী মোহাম্মদ মোবারক করীম চরমোনাই আহছানাবাদ রশীদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা হতে উচ্চ শিক্ষা লাভ শেষে বর্তমানে দ্বীন প্রচারের মহান কাজেব্রত রয়েছেন।[৪১]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাঁর প্রথম কন্যাকে ভান্ডারীয়া নিবাসী মাওলানা মোহাম্মদ জহুরুল হক সাহেবের নিকট বিবাহ দেন। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর খলীফা প্রখ্যাত আলেম মোহাম্মদ জহুরুল হক ১৯৫৬ খ্রী সন হতে ১৯৯৬ খ্রী সন পর্যন্ত চরমোনাই আহছানাবাদ রশীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অত্যন্ত

---

৪০. নিজস্ব উক্তি। সংগ্রহ তারিখ ০৬/০৬/৯৯ইং।

৪১. চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায় অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অনেক গুলো মুল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ গুলো হচ্ছে-

- হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী(রঃ),
- নেক বিবি ও পর্দা বা সুখের সংসার,
- হাদীসের আলোকে পরকালের মুক্তি
- শরীয়তের দৃষ্টিতে টেলিভিশন ও ভিসিআর,
- আদাবুল মুরীদ,
- জরুরী মাসায়েল
- দু'আ-এ মাসনুন

বর্তমানে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে ইসলামের মহান খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।[৪২]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাঁর দ্বিতীয় কন্যাকে পাতার হাট নিবাসী মাওলানা মোহাম্মদ দেলাওয়ার হোছাইন-এর নিকট বিবাহ দেন। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর খলীফা দেলাওয়ার হোছাইন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চরমোনাই আহছানাবাদ

---

[৪২]. নিজস্ব উক্তি। তারিখ ০৭/০৬/৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

রশীদিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় প্রধান মুহাদ্দিস হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনি ১৯৯৬ খ্রী সনের ২৪শে জানুয়ারী ইন্তেকাল করেন।[৪৩]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাঁর তৃতীয় কন্যাকে পাতার হাট নিবাসী মাওলানা মোঃ বেলায়েত হুছাইনের নিকট বিবাহ দেন। তিনি ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে কামিল সমাপ্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবী সাহিত্যে বি,এ (সম্মান) এবং এম,এ সমাপ্ত করেন। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি রাজনীতির সাথে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তৎকালীন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সভাপতির পদ অলংকৃত করে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্ট আউয়ুব খানের Family law এর ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়নের উদ্যোগের প্রতিবাদ জানাতে যেয়ে তিনি দু'দু'বার কারাবরণ করেছিলেন। দেশে একজন সুবক্তা এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে সুপরিচিত মাওলানা মোঃ বেলায়েত হোছাইন জমা'তে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ হতে ১৯৬৯ খ্রী সনে সংসদীয় নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন। তিনি 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ' এর সভাপতি মন্ডলীর একজন সদস্য হিসেবে গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মিরপুর হযরত শাহ্ আলী বাগদাদীর মাজার হতে শির্ক-বিদআত দুরী করনার্থে তিনি কেন্দ্রিয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে বিশেষ অবদান রাখেন। বর্তমানে তিনি ব্যবসা,

---

৪৩. চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ সেবা এবং ধর্ম প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।[৪৪]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাঁর চতুর্থ কন্যাকে কুমিল্লা জেলার মাওলানা মমতাজুল করীম এর নিকট বিবাহ দেন। লাহোর জামিয়া ইদ্‌রিসীয়া মাদ্রাসা হতে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করে বর্তমানে তিনি হাট হাজারী মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।[৪৫]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাঁর পঞ্চম কন্যাকে বরিশাল জেলার অধিবাসী মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী খানের সাথে বিবাহ দেন। শর্ষীনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ শেষে তিনি চরমোনাই আহছানাবাদ রশীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় যোগদান করে হেড মোদার্‌রেস এবং লিল্লাহ্‌ বোডিং এর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত মাদ্রাসার ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।[৪৬]

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর আরও তিন পুত্র মাওলানা সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউস, মাওলানা সৈয়দ নাসির আহমদ কাওসার, মাওলানা সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান- সকলেই সমাজ সেবা এবং ইসলাম প্রাচারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।

---

৪৪. নিজস্ব উক্তি। তারিখ ০৩/০৬/৯৯ইং।
৪৫. নিজস্ব উক্তি। তারিখ ০৫/০৬/৯৯ইং।
৪৬. নিজস্ব উক্তি। তারিখ ০৮/০৬/৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনের প্রচার ঃ

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাঁর পীর ক্বারী মোহাম্মদ ইব্‌রাহীম-এর নিকট হতে খিলাফত লাভের পরপরই চিশ্‌তীয়া ছাবিরীয়া তরীকার ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। সম্ভবত ঃ বাংলার এমন কোন জনপদ নেই, যেখানে তিনি ন্যূনাধিক চল্লিশ বছরের তাবলীগী জীবনে কোন না কোন ওয়াজ মাহফিলে ওয়াজ নছিহত করেননি। সহজ সরল ভাষায় তিনি আল্লাহ ও রাসুলের কথা শুনাতেন। তাঁর দরদভরা কণ্ঠ শুনে মানুষ কেঁদে আকুল হত। এমন দৃঢ় কণ্ঠে তিনি ওয়াজ করতেন যে, সকল শ্রোতারই মর্মমূলে গিয়ে বিদ্ধ হত। আল্লাহ তায়ালার ভয় এবং ভালবাসার প্রেরণা যুগপতভাবে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যেত। তাঁর দরদভরা কণ্ঠে নছিহত শ্রবন করে মাহফিলেই বহুলোক কাঁদতেন। মুক্তির পথ নির্দেশের জন্য তারা পাগলপারা হয়ে তাঁর দুহাত জড়িয়ে ধরত। তিনি সকলকেই মমতার সাথে গ্রহন করতেন। এভাবেই তাঁর ভক্ত অনুরক্তের সংখ্যা বর্ধিত হয়ে আজ সারা বাংলায় আল্লাহ ওয়ালাদের এক বিরাট জামাতে পরিনত হয়ে গিয়েছে।[৪৭]

কেতাব ও চিঠি পত্র দ্বারা দাওয়াত ঃ

[৪৭]. বাংলার হাদী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত পৃঃ১১।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বসাধারণের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির চিন্তায় বিভোর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ২৭ খানা যুগোপযোগী কিতাব রচনা ও প্রচার করে গেছেন। চিঠি পত্রের মাধ্যমেও তিনি বহুলোককে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। দুর দুরান্ত হতে বিভিন্ন সমস্যা জানিয়ে তাঁর নিকট বহু চিঠি আসত। তিনি যথাযথ উত্তর প্রদান করে পত্র দাতাদের খুশি করতেন।[৪৮]

ব্যক্তিগত জীবন ঃ

ব্যক্তিগত জীবনে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। শিশু সুলভ সরলতা নিয়েই তিনি জীবন যাপন করে গেছেন। কোন প্রকার আড়ম্বর বা ভোগ বিলাসের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হননি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যেরূপ সরল জীবন যাপন করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেরূপ আড়ম্বরহীন জীবনই ছিল তাঁর একান্ত সাধনা। ধন বা যশ-লিপ্সা তাঁকে মুহূর্তের জন্যও আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। যে কোন কঠিন সময়েও দুনিয়াদার কোন বড় লোকের শরনাপন্ন হওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। বড় মানুষের সঙ্গে অতিরিক্ত মিলামিশাও তিনি পছন্দ করতেন না। ভোগ বিলাসময় জীবনের কোন প্রভাব তাঁর মধ্যে যাতে পড়তে না পারে, তদ্বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন থাকতেন। কোন একান্ত ভক্ত মুরীদও তাঁর জন্য

---

৪৮. সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯০, ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

সন্দেহযুক্ত কিছু পেশ করলে তিনি তাতেও অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করতেন।

মোটা ভাত মোটা কাপড়ই ছিল তাঁর আজীবনের প্রধান অবলম্বন। জৌলুসময় পোশাক পরিচ্ছদ কিংবা বড়লোকী খানাকে তিনি শুধু যত্নের সাথে এড়িয়েই চলতেন না, মনে মনে ঘৃনাও করতেন। কোন ভক্ত তাঁকে দাওয়াত করলে যাতে সাদাসিধা খানার ব্যবস্থা করা হয়, তজ্জন্য বিশেষ ভাবে তাকিদ করে দিতেন। ভক্তির আতিশয্যে কেহ তাঁর সে তাকিদ শ্রবণ না করলে তিনি তার প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করতেন।

সকলের সাথেই তিনি সদ্ব্যবহার করতেন। মুঢ়তা বসতঃ কেহ তাঁর সাথে বে-আদবী করলেও তিনি তাকে বদ-দু'আ করতেন না অথবা কোন প্রকার বিরক্তিও প্রকাশ করতেন না। বরং "ওরা বুঝেনা" বলে তাদের মঙ্গলের জন্য দু'আ করতেন।

তাঁর আলাপ-আলোচনা ছিল যেমন সুমধুর, তেমনি আন্তরিকতা পূর্ণ। দেখা গেছে, মহাশত্রুও তাঁর নিকটে এসে দু চারটি কথা শোনা মাত্রই যাদু-মন্ত্রের ন্যায় তাঁর বশীভুত হয়ে যেত।

তাঁর ক্রোধছিল একান্তভাবেই আল্লাহ্ ও রসুলের সন্তুষ্টি কেন্দ্রিক। কেহ আল্লাহ-রাসূলের হক উপেক্ষা করে তাঁর ক্ষমা পেত না। খোদাদ্রোহীদের উপর তিনি ছিলেন শানিত তরবারির ন্যায়। অপর দিকে দল-মত নির্বিশেষে সৎকর্মশীল সকল লোকই তাঁর স্নেহ প্রীতিতে সমভাবে সিক্ত হতেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মহাক্ষতি সাধন করেও

Dhaka University Institutional Repository

কেহ তাঁর নিকট হাজির হয়ে পড়লে তাঁর অন্যায় ক্ষমা করে দেয়া ছিল তাঁর চিরদিনের অভ্যাস।

ছোট-বড়, ধনী-নির্ধণ, জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককেই তিনি তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ দিতেন। কোন মহাপাপীকেও রূঢ় ব্যবহার করে ফিরিয়ে দিতেন না। বরং ধীরে ধীরে আল্লাহ্‌র পথে আকর্ষণ করে আনতেন।

কোন লোক তাঁর কাছে আসলে তার উপর এক সঙ্গে দ্বীনের সকল দায়িত্ব না চাপিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে ফিরিয়ে আনতেন।

সকল শ্রেণীর মানুষই মনের সকল ব্যথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাঁর নিকট পেশ করার সুযোগ পেত। বিশেষতঃ গরীব বিত্তহীন দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর মমতা ছিল সীমাহীন। কোন দরিদ্র লোক এসে হাজির হলে পরম স্নেহে তাঁকে গ্রহণ করতেন। গরীব মিসকিনের প্রতি তাঁর এ মমতা বোধের ফলেই দেশের মেহনতী মানুষ তথা মিল কারখানার শ্রমিক, ঘাটের কুলি, ক্ষেতের কৃষক, রিক্সা চালক, অটো রিক্সার ড্রাইভার প্রভৃতি শ্রেণীর জনগনের মধ্যে তাঁর মুরীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। মেহনতী মানুষ- যারা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বুকের রক্ত পানি করে হালাল রুজী অর্জন করতেন, তাদেরকে তিনি প্রকৃত পক্ষেই অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই বোধ গম্য ভাষায় তিনি বাক্যালাপ করতে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে আসা প্রতিটি শ্রেণীর লোকই তাঁকে অতি আপন জন বলে মনে করতেন। কোন কোন অসহায় মিসকিন এমনকি

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধ মুরীদ পর্যন্ত মনে করতেন যে, তিনি বোধ হয় তাঁকেই সর্বাধিক ভালবাসেন।[৪৯]

চরিত্র ঃ

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক হারাম এমন কি মাকরুহ কাজ হতেও দুরে থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে তিনি মুবাহ্‌র কাজও করতেন না। সুদখোর, ঘুষখোর ব্যক্তিদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন না তবে তারা খাছ-তাওবা করলে তাদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। তিনি হক্কুল এবাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং বলতেন- ''হে আল্লাহ! কারও একটি পয়সাও যেন আমি অন্যায় ভাবে না নেই এবং কোন হারাম যেন আমার কাছে না আসে।'' তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন - তার জানের শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন এবং অতিশয় ভালবাসতেন। অন্যকেও ক্ষমাশীল হতে পরামর্শ দিতেন। দুনিয়ার ব্যাপারে কেহ কোন অন্যায় কাজ করলেও তাতে অসন্তোষ প্রকাশ না করে তাকে ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু আখিরাতের কাজে সামন্য ত্রুটি করলে তিনি ভীষণ চটে যেতেন-তবে তাঁকে ক্ষমা চোখে দেখে সৎ পথে চলার সন্ধান দিতেন। অপরকে যে কাজ করতে উপদেশ দিতেন, নিজেও তা পুরাপুরি আমল করতেন।

তিনি দাতা ও দয়ালু ছিলেন। গরীব-দুঃখীদের তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন।তিনি খুব মিশুক ছিলেন। ধনী গরীব সকলকে সমান

---

৪৯ . বাংলার হাদী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৮-১১।

Dhaka University Institutional Repository

চোখে দেখতেন, কারো হিংসা করতেন না। সকলে অভয়ে হুজুরের নিকট তাদের মনোবাসনা ব্যক্ত করতে পারত। কেহ গোপনে কথা বলার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি সময় সুযোগ মতো উহা শ্রবণ করে সঠিক পরামর্শ দিতেন। কেহ কোন প্রশ্ন করলে তিনি তাদের কে সন্তোষ জনক জবাব দিতেন। কারো মধ্যে শরিয়ত বিরোধী কোন কাজ দেখলে অমায়িক ও মিষ্টি বাক্যে তা সংশোধনের চেষ্টা করতেন।

তিনি কাউকে আক্রমন করে কথা বলতেন না। বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর ভদ্রোচিত ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেত।

তিনি মিথ্যে কথা বলতেন না এবং মিথ্যেবাদীকে পছন্দও করতেন না। শত্রু মিত্র সকলের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন। পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজন সকলের যথাযথ হক আদায় করতেন। প্রত্যেহ মৃত্যুর কথা স্মরণ করে রোনাজারী করতেন।

তিনি সর্বদা হেদায়েত বাণী প্রচার করতেন। এমনকি অন্দর মহলে বসেও পুত্র-কন্যা, পরিবার, বোন-ভাগ্নীদের সাথে পরকালীন জীবন নিয়ে আলোচনা করতেন।[৫০]

অলৌকিক কার্যাবলী বা কারামাত

[৫০] সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর সংক্ষিপ্ত জীবনী। প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা নং ৬৪-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

কারামাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বুজুর্গী। ইসলাম ধর্মের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক অনুগ্রহ প্রদর্শন, আশ্রয় ও সাহায্য দান। কারামাত বলতে সাধারণত মানুষ ইহাই উপলব্দি করে যে, আল্লাহ্ তায়ালা যে অলৌকিক দান ও দয়া দ্বারা আওলিয়ায়ে কেরামকে বেষ্টন করে রাখেন বা সাহায্য করে থাকেন। উহাই প্রকৃত কারামাত।[৫১]

নবী রাসুলগণের প্রতি আস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাদিগকে যে সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেন-তার নাম মু'জিযা। তদ্রুপ নবী-রাসূলদের ইন্তিকালের পর তাদের সে দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সমাজের নিকট আওলিয়ায়ে কেরাম গণ উপস্থিত হলে তারা সমাজের বক্র স্বভাবের অহংকারী ও অমান্যকারী ব্যক্তিদের জব্দ করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকেও বহু অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেন। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক কেও আল্লাহ তায়ালা এরূপ অসংখ্য অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন। নিম্নে তার কিছু উপস্থাপন করা হল।

১. তার বড় কারামত হচ্ছে তিনি পুরো পুরি শরীয়ত পালন করতেন। ফরজ হতে মোস্তাহাব পর্যন্ত তিনি যথাযথভাবে আদায় করতেন।

---

[৫১] মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ছারছীনা পীর হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ, প্রকাশনা- সবুজ মিনার, প্রকাশ কাল-২৭শে জানুয়ারী ১৯৯৭ইং, পৃঃ ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাকে দেখলে লোকের হৃদয়ে আল্লাহ্ এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ভালাবাসা সৃষ্টি হত।

২. একদা লঞ্চ যোগে আমতলী হতে কলাপাড়া যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে রাত্র খুব বেশী হয়ে গেল। তখন সারেং এসে পীর সাহেব কে বলল, হুজুর আমরা দুর্ধর্ষ ডাকাতের এলাকায় চলে এসেছি, আর একটু সামনে এগুলেই ডাকাতি হবার সম্ভাবনা আছে। এখন কি করা যায়? হুজুরের নির্দেশে সারেং ডাকাত সর্দারের বাড়ীর ঘাটে লঞ্চ থামাল। ডাকাত সর্দার টের পেয়ে তথায় উপস্থিত হয়ে লঞ্চ কার জানতে চাইলে কর্মচারীরা উত্তরে বলল চরমোনাই এর পীর সাহেবের। সর্দার পীর সাহেবের সাথে দেখা করে বলল, হুজুর আমি ৫০০ ডাকাতের সর্দার-এই মাত্র সবাইকে ডাকাতির কাজে নামিয়ে দিয়েছি। এখন সারারাত এই লঞ্চ থানা পাহাড়া দিয়ে রাখতে হবে। নচেৎ তারা এখানে এসেই ডাকাতি শুরু করবে। ফজরের নামাজ জামাতে আদায় শেষে ডাকাত সর্দার হুজুরের নিকট খাছ তওবা করে মুরীদ হন এবং সকল কু-কীর্তি ছেড়ে একজন খাঁটি মুসলমানরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

৩. পটুয়াখালীর এক নদীর তিন দিকে তিনটা বেদআতী ফকীরের আড্ডা ছিল। বহু লোক তাদের মুরীদ ছিল। একদা মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে। সংবাদ অবগত হয়ে তিনি তাদের বহাছ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তারা তা অস্বীকার করে। মাওলানা

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাদের ঐ পাড়ে একটি মাহ্ফিলের আয়োজন করতে নির্দেশ দিলে ফকীরত্রয় সদল বলে উহারও বিরুদ্ধাচারণ করতে শুরু করে। তিনি শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে মাহফিল করার ইচ্ছে ব্যক্ত করলে ভন্ড ফকীরত্রয় অসংখ্য স্বসস্ত্র মুরীদসহ তাদেরকে নদীর তীরে ঘিরে কাতার বাধল। মাওলানা সৈয়দ এছহাক সাহেব সদলবলে লঞ্চ হতে নেমে ওয়াজ মঞ্চে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই ঐ বেদ্আতী দল ভয়ে কম্পিত হতে লাগল-তাদের হাতের অস্ত্রগুলো টপটপ করে মাটিতে পড়ে গেল। মাওলানা সৈয়দ এছহাক বিনা বাধায় ওয়াজ শুরু করলে ওয়াজের প্রতিক্রিয়ায়ভন্ড ফকীরত্রয় সদল বলে তওবা করে খাঁটি মুসলমানে পরিণত হয়।

৪. বরগুনা সফরকালীন ৭টি ডাকাত পূর্ণ নৌকা মাওলানা সৈয়দ এছহাক এর বো ট ঘিরে লুট করার মানসে লাফিয়ে উঠল। তিনি সকলকে আল্লাহ্র উপর ভরসা করার কথা বলে মুনাজাত্তে বসে গেলেন। ডাকাত দল ভিতরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে অজ্ঞাত কারণে তারা অজ্ঞান অবস্থায় দাড়িয়ে রইল। ফজরের আজানের পর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক গলইর দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করল, বাবারা তোমরা এখানে কি কর? কথা শ্রবণ করে তারা হুশ ফিরে পেয়ে ব্যাকুল চিত্তে বলল, হুজুর দয়া করে আমাদের মাফ করুন। আমরা তওবা করছি, জীবনে আর কখনো ডাকাতি করব না। তিনি তাদেরকে বললেন,

Dhaka University Institutional Repository

যাও,অজু করে নামাজ আদায় কর। তারা নামাজ আদায় শেষে খাছ তওবা করে প্রকৃত মুসলমান রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৫. একদা লঞ্চে কুরআন তেলাওয়াত কালীন দু'ব্যক্তি ৯ বছরের একটি বোবা মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে তাকে দু'আ করার অনুরোধ জানালো। তিনি দু'আ করতেই মেয়েটি তার বাবাকে বাবা বলে ডেকে উঠল। তখন মেয়েটির বাবা বলল, হুজুর, মেয়েটি জন্ম হতেই বোবা-আপনার দোয়ার বরকতেই এই মাত্র কথা বলতে শুরু করল। [৫২]

এভাবেই তাঁর জীবনে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা ঘটে ছিল।

মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে

মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বাংলা ১৩৭২ এর কার্তিক মাস হতে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হন। রোগের মাত্রা বাড়তেশুরুকরলে তিনি গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে পারিবারিক অছিয়ত নামা সম্পাদন করেন। ফাল্গুণের শেষ মাহফিলে তিনি জন সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ''ভাই বন্ধুরা তোমরা সর্বদা আল্লাহ্কে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে চলবে-

[৫২] সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃং ১০১, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করে যাচ্ছি। ছবক বাদ দিও না। তোমরা কেহ কারও উপর জুলুম করো না। একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার পোষন করো না। ইহ জগত থেকে আমার বিদায় বেলা ঘনিয়ে এসেছে-চির বিচ্ছেদ আসন্ন প্রায়। তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করিও। তোমরা প্রত্যেকেই একদিন চলে যাবে। তবে কি নিয়ে যাবে তা সংগ্রহ কর।

তাঁর আসন্ন বিদায় বাণী শ্রবণে সকলের শোক সিন্দু কানায় কানায় উথলে উঠল-যেন রোজ কেয়ামত শুরু হল। সকলের অবস্থা দর্শনে তার নয়ন যুগল হতে নীরব অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি আরও বললেন, আমার যে সকল মুরীদ আজ মাহফিলে উপস্থিত নেই তাদের কাছে আমার ছালাম পৌঁছিও। তাছাড়া আমার ২৭ খানা কিতাব ক্রয় করে পাঠ করিও। তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে পুনরায় বললেন, বাবারা, আচ্ছালামু আলাইকুম। এই হয়ত আমার শেষ ছালাম। কথা গুলি শুনে উপস্থিত জনতা কেঁদে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। অবস্থা দর্শনে তিনিও ছোট্ট শিশুর ন্যায় কাঁদতে লাগলেন। [৫৩]

শেষ তাবলিগী সফর ও মৃত্যু

[৫৩] সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত পৃং ১২৮-১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক স্বীয় পুত্র মাওলনা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম ও কিছু ভক্ত, মুরীদ সহ ২৮শে ভাদ্র ঢাকা ত্যাগ করে ২৯শে ভাদ্র, ১৩৮০ বা. বাড়ী এসে পৌছেন।তার অসংখ্য ভক্ত দলে দলে তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসতে লাগল। এক ফাঁকে তিনি অন্দর মহলে যেয়ে বাড়ীর সকলের সাথে কুশলাদী বিনিময় শেষে বাড়ীর বাইরে এসে আগত দর্শনার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৩০শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ইং সকাল বেলা তার স্বাস্থ্য বেশ ভাল বলে মনে হয়েছিল। জোহুরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় শেষে সামান্য কিছু আহার গ্রহণ শেষে বিশ্রাম নেয়ার জন্য শুয়ে পড়লেন। বিশ্রামরত অবস্থাতেই বেলা চারটার দিকে বাংলার অগণিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা, ধনী-দরিদ্র, দিন-মজুর-শ্রমিক সহ সর্বস্তরের একান্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব চিশ্তীয়া ছাবেরিয়া তরিকার উজ্জ্বল প্রদীপ মুসলিম জাতির সঠিক পথের অন্যতম দিশারী মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহে --- রাজেউন)[৫৪]

মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথে সাথেই দিক বিদিক হতে মানুষ পাগল হয়ে পঙ্গ পালের মত ছুটে আসছিল। লোকদের ক্রন্দন ধ্বনিতে মনে হচ্ছিল আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠছে। অনেকেই শো-কোচ্ছাসে অচেতন হয়ে পড়ছিল। ভাবাবেগে কারোরই মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুচ্ছিল না। এরই মাঝে পরের দিন নামাজ-ই-জানাজা পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

---

[৫৪] চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রগুক্ত পৃঃ ৬০, ৬১

Dhaka University Institutional Repository

যখন জানাযার জন্যে লাশ বাহির করা হয় তখন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির ফোটা ঝরছিল। জোহ্রের নামাজ সমাপনান্তে অর্ধ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে চরমোনাই রশীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসার বিশাল ময়দানে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম জানাযার নামাজ পড়ান। নামাজ শেষে তাঁকে চরমোনাই মাঠেই দাফন করা হয়।[৫৫]

আল্লাহ্ পাকের অগণিত রহমত এবং মাগফিরাত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাকের উপর বর্ষিত হোক। আমীন।

---

[৫৫] বাংলার হাদী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা ১২০-১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রচিত গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রচিত গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনা

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর গ্রন্থ রচনা সূচনা হয় খেলাফত লাভের পর পরই। যদিও গ্রন্থ অধ্যয়নের তুলনায় লিপিবদ্ধ করা অতীব কষ্ট সাধ্য তথাপি তিনি সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষের চারিত্রিক সংশোধন, ফতোয় প্রদান, বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থেকেও যুগোপযোগী ২৭ খানা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

মূলতঃ এ কাজ সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি কোন কাজ শুরু করলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত বোধ করতেন না। দিবা-রাত্র, সময়-অসময়, সর্বদা তা সমাপ্তির চিন্তা করতেন। তিনি সর্বদা কাগজ কলম সাথে রাখতেন। যখনই কোন বিষয় সম্পর্কে ধারনা জন্মিত, তিনি তা সাথে সাথে লিখে রাখতেন। তিনি কোন কাজ ফেলে রাখতেন না। বরং যথা সময়ে কষ্ট হলেও তা সম্পাদন করতেন এবং বলতেন ''যখন যে কাজ সম্মুখে উপস্থিত হয়, আমি তা তৎক্ষনাৎ করে ফেলি, অন্য সময়ের জন্য রেখে দেই না। যদিও ঐ সময় একটু কষ্ট অনুভব করি কিন্তু সম্পাদনের পর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে যাই এবং খুবই আনন্দিত হই। পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিলে অনেক সময় তা হয়ে উঠে না। যদিও হয় তাহলে তাতে সময়ের অপচয় আরও হয়।[৫৪]

---

[৫৪] মাওলানা মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আবদুল কাদের, সংগ্রহ তারিখ ১৩/০৯/৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর ইলমী ও ধর্মীয় কাজের পরিধি ছিল বিস্তৃত। তিনি বিশ্ব মানবতার আত্মশুদ্ধির জন্য আশেক-মাশুক, ভেদে মা'রেফত, জিক্‌রে জলি, যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ, বেহেশতের সুখ, দোজখের দুঃখ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাফসীরে আমপারা, তাফসীরে তাবারাকাল্লাজি, সূরা ইয়াছিন ও সূরা আর-রহমান শরীফের বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর বর্তমান যুগ অনুযায়ী সকল শ্রেণীর লোকদের জন্য বুঝা ও তৎপ্রতি আমল করে আল্লাহ্‌র তায়ালার নৈকট্য লাভ অতি সহজ হয়েছে। খাছ পর্দা ও স্বামীর খেদমত দ্বারা বহু বে-পর্দা মেয়েলোক খাছ পর্দা অবলম্বন করে নিজের জীবনকে ধন্য করতে পেরেছে। নামায শিক্ষা বা বেহেশতের নূর দ্বারা বহু অশিক্ষিত মূর্খ বে-নামাজী লোকেরা পূর্ণ নামাজী হয়েছে। দেলপাক বা ধুম বিনাশ গ্রন্থখানা পাঠ করে হাজার হাজার লোক ধুমপান ছেড়ে দিয়েছে। পীর হয়ে কাফের হয় কেন? গ্রন্থ খানা পড়ে বহু ভন্ড বেদআতী তাদের ভন্ডামী ছেড়ে দিয়েছে। সর্বোপরী হযরত ক্বারী ইব্রাহীম সাহেবের জীবনী পড়ে বহু লোক আল্লাহ্ পাকের ওলীগণ কিভাবে আল্লাহ্‌র প্রিয় হয়েছেন সে পথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করছে। এভাবেই তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ দ্বারা বহু লোক সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন, পাচ্ছেন এবং পেয়ে যাবেন অনন্ত কাল।[৫৫]

---

[৫৫] চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯, ৮০

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজ সরল ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থ গুলোর তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। রাহে জান্নাত বা ১১৬ প্রকার দু'আ।

২। নুজহাতুল ক্বারীর সরল ব্যাখ্যা।

৩। এস্কে দেওয়ানা বা প্রেমের গজল।

৪। আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী।

৫। জেহাদে ইসলাম বা শহীদী দরজা।

৬। দেল পাক বা ধুম বিনাশ।

৭। পীর হইয়া কাফের হয় কেন?

৮। তাবিজের কিতাব ।

৯। ফরিদপুরের বিরাট বহাছ।

১০। নোয়াখালীর বিরাট বহাছ।

১১। মা'রেফাতে হক বা তা'লিমে জিক্‌র।

১২। জিকরে জলি ও অজদ হালের অকাট্য দলিল।

১৩। খাছ পর্দা ও স্বামীর খেদমত।

১৪। বেহেশ্‌তের সুখ বা বেহেশ্‌তের ওয়াজ।

১৫। ছওয়াল জওয়াব।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ বা মাওলা পাকের অনুসন্ধান।

১৭। জুমা'র নামায।

১৮। দোযখের দুঃখ বা দোযখের ওয়াজ।

১৯। ভেদে মা'রেফাত বা ইয়াদে খোদা।

২০। ক্বারী ইব্রাহীম (রঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

২১। হালকায়ে জিকরের হাজিরা বহি।

২২। বেহেশতের নূর বা নামাজ শিক্ষা।

২৩। কবরের আজাব সত্য দেখিনা কেন? বা কবরের সুখ দুঃখ।

২৪। সূরা আর-রহমান শরীফের তাফসীর

২৫। সূরা ইয়াছীন শরীফের তাফসীর ও মওতের শান্তি।

২৬। তাফসীরে তাবারাকাল্লাজী বা ২৯ পারার তাফসীর।

২৭। তাফসীরে আম্‌পারা বা ৩০ পারার তাফসীর।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	**রাহে জান্নাত বা ১১৬ প্রকার দু'আ**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৮০.
সংশোধিত সংস্করণঃ		কার্তিক ১৩৯৬ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থখানা মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত জান্নাতে যাবার জন্য একটি মাইল ফলক। গ্রন্থখানাতে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ সহকারে অনেক দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটিতে ৭টি সূরা, ৬টি কলেমা, বিভিন্ন মুনাজাত, ফজিলত সম্বলিত কতিপয় অমূল্য দরূদ ও মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) কে স্বপ্নে জিয়ারত লাভের তিনটি নিখুত ও প্রামান্য তদবীর উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	নুজহাতুল ক্বারীর সরল ব্যাখ্যা
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৫৬,
সংশোধিত সংস্করণঃ		কার্তিক ১৩৯৩ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহ মদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থখানা প্রখ্যাত ক্বারী মরহুম মোহাম্মদ ইব্রাহীম প্রণীত। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক গ্রন্থখানাকে অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

পবিত্র কুরআন বিশ্বমানবতার পথ প্রদর্শক। মুসলমান মাত্রই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন অপরিহার্য। এই অপরিহার্য গ্রন্থটিকে সহীহ্ শুদ্ধভাবে পড়া একান্ত আবশ্যক। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে ''তোমরা কুরআনকে তারতীলের সাথে পাঠ কর।'' পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশকে যাতে করে প্রতিটি মানুষ যথাযথভাবে পালন করতে পারে তা উপলব্ধি করেই মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ক্বারী ইব্রাহীম প্রণীত এই গ্রন্থখানাকে সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থখানাতে পবিত্র কুরআনকে সহীহ শুদ্ধভাবে পড়ার জন্যে যা যা প্রয়োজন তা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	এস্কে দেওয়ানা বা প্রেমের গজল
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৪৮
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	ফাল্গুন ১৩৯৭ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহ¯মদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক শুধুমাত্র একজন সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের কবিও। এস্কে দেওয়ানা গ্রন্থটি তার জ্বলন্ত প্রমান। গ্রন্থখানাতে ৫৭৩টি শ্লোক উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্লোক বিশ্লেষন করলে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। প্রতিটি শ্লোক অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এবং ব্যাপক ব্যাখ্যার দাবীদার। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু শ্লোক তুলে ধরা হল ঃ

- ওগো মাওলা তোর খেলা খেলতে চাই,

  এমন খেলা দেওগো আমায়, খেলতে খেলতে মরে যাই।

- ফেরেবের বাজারে এসে, ফেরেবে পড়ে আমি তোমায় যেন ভুলিনা,

Dhaka University Institutional Repository

আমি যদি ভুলে যাই, তুমি আমায় ভুল না।

- শরীয়ত যদি ঠিক না থাকে মা'রেফতের মূল্য নেই
  মা'রেফত যদি ঠিক না থাকে শরীয়তের মূল্য নেই।

- দুনিয়ার হায়াত সীমাবদ্ধ, আখেরাতের সীমা নেই
  অল্পদিনের হায়াত পেয়ে আখেরাত ভুলো না।

- ছুন্নত তরিকা ছেড়ে যিনি সাজেন একজন ভন্ড পীর
  ঐ খবিছকে বুঝবে তুমি জাহান্নামের বড় পীর।

- নেকের পাল্লা ভারি হবে যাবে তুমি জান্নাতে
  বদের পাল্লা ভারি হবে যাবে তুমি দোজখে।

- গোলাম হয়ে যদি চিন্তে আপন মালেক খালেক কে
  তোমার চিন্তা তিনি করতেন তোমার চিন্তা লাগতনা।

- জাকেরিনগন উঠবে যখন হাশরের মাঠেতে
  উজ্জ্বল হবে হাশরের মাঠ তাদের নূরেতে।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	**আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	১২৮
সংশোধিত সংস্করণঃ		কার্তিক ১৩৯৩ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহ মদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক অত্র বইখানাতে শরীয়ত ও মা'রেফাত এর মধ্যকার সু-সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন তিনি এক কবির উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন ''মা'রেফত শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন বস্তু নহে, বরং শরীয়ত ও মা'রেফত মূলে একই জিনিস।'' শরীয়ত ও মা'রেফত এর মধ্যে একটি সু-সম্পর্ক থাকলেও শরীয়ত ব্যতীত মা'রেফত সম্ভব নয়। তাই তিনি বলেন, ''শরীয়তকে আগে পালন করে মা'রেফত হাসিল করতে হবে।'' অবশ্য মা'রেফত যেরূপ শরীয়ত ছাড়া হাসিল হয় না তদ্রুপ শরীয়তও মা'রেফত ভিন্ন কামেল বা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থখানার প্রতি লাইনেই যেন মাশুকের প্রতি আশেকের আবেগময়তার বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে। যেমন ১৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে মাওলাগো! আমরা আপনারই বান্দা, আপনারই আশেক, আপনি তাওফিক না দিলে আমরা আপনাকে স্মরণ রাখতে পারি না, আপনার জিক্‌র করতে পারি না। আপনি আমাদেরকে আপনার আনুগত্য লাভের তাওফিক দেন, আর নিজ আশেকরূপে কবুল করে নেন। বিরহ-বেদনা আর প্রাণে সহে না। বিচ্ছেদ অনলে, জুদাহি'র আগুনে জ্বলতে আর পারি না।

গ্রন্থখানা জগত বিখ্যাত মানছুর হাল্লাজ, র শীদ আহমদ গাঙ্গুহী, ইমাম আবু হানিফা ও মাইনুদ্দিন চিশতী (র:) এর বেশ কিছু কেচ্ছা, হালত ও কারামত সহ ঈমানের বয়ান, ঈমান নষ্টকারী রিপু সমূহ, মোরাকাবা মোশাহাদার বয়ান, মোজাহেদগণের কর্তব্য ও নিয়মাবলীসহ অন্যান্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসহ রচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	জেহাদে ইসলাম বা শহীদী দরজা
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	২৪
সংশোধিত সংস্করণঃ		অগ্রহায়ন ১৪০০ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থখানায় মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুজাহিদ কমিটি সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থখানা মুজাহিদীন ও হালকায়ে জিক্‌রের ফজিলত অধ্যায় দিয়ে শুরু হয়েছে। এ অধ্যায়ে তিনি মুজাহিদ কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ''দুনিয়ার সব লোকেইতো দুনিয়া থেকে আখেরাতের দিকে পার্শেল হচ্ছে। এই পার্শেল থেকে ধনী গরীব কেহই রেহাই পাচ্ছে না। আখেরাতে পার্শেল যাবার দু'টি স্থান আছে - বেহেশ্‌ত ও দোযখ। আল্লাহ পাক এই দুই স্থানে পৌঁছার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকার মাদ্রাসাও রেখেছেন। বেহেশ্‌তের মাদ্রাসা যেমন এলমে দ্বীনের মাদ্রাসা, হালকায়ে জিক্‌রের মজলিশ ইত্যাদি। আর দোযখের মাদ্রাসা যথা গানের মজলিশ, সিনেমা-থিয়েটার, নৃত্য-সঙ্গীতের মজলিশ, বেশ্যাপাড়া ইত্যাদি। তাই আমি খাছ দেলে নিয়ত করেছি যে, বেহেশ্‌তে পৌঁছার অছিলা হিসেবে মুসলমানদের কেন্দ্রগুলিতে এক একটি মুজাহিদ দল গঠন করে হালকায়ে

Dhaka University Institutional Repository

জিকরের বন্দোবস্ত করে দিব। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যে, অল্প দিনের মধ্যে ১০/১২টি জিলায় প্রায় পঁচিশ হাজার মুজাহিদ দল গঠিত হয়েছে। ''

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি সংগঠনে সংগঠিত হবার পর মুজাহিদদের কাজ কি কি হবে তার বিবরণ দিয়েছেন। যেমন.

১. মুজাহিদগণকে সবসময় আপন নফছের সাথে জেহাদ করতে হবে।

২. সর্বদা মাথায় টুপি রাখতে হবে এবং কল্লিদার জামা ব্যবহার করতে হবে।

৩. মুজাহিদদেরকে পথভোলা মানুষদের পথ প্রদর্শনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪. নামাজের জন্য ওজু করার পূর্বে মেছওয়াক করতে হবে।

৫. পাগড়ী বেধে নামাজ পড়তে হবে।

পরবর্তী তিন অধ্যায়ে তিনি মুজাহিদ কমিটির কমান্ডার, ইমাম সাহেব, প্রেসিডেন্ট সাহেব ও সেক্রেটারী সাহেবের কর্তব্য উল্লেখ করে মুজাহিদগণের খেদমতে আরজ করে বলেন-

১. নিয়মিত হালকায়ে জিকর সহ ২৭ খানা গ্রন্থ পড়বেন। ঢিলা, কুলুখ, মেছওয়াক এবং অন্যান্য সুন্নাতের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। ধুমপান ত্যাগ করবেন।

২. বৎসরে দুইবার ১, ২ ও ৩রা অগ্র হায়ন এবং ১২, ১৩ ও ১৪ই ফাল্গুন চরমোনাই-এর বাৎসরিক মাহ্ফিলে উপস্থিত থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. নিয়মিত ছবক আদায় করবেন।

৪. সর্বদা সর্বাবস্থায় জিক্‌র করবেন।

৫. জিকরের মজলিশে অন্য কোন পীরের মুরীদ থাকতে ইচ্ছে করলেও তাকে সাথে বসাতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

৬. লোক দেখাবার নিমিত্ত কোন ছবক আদায় করা হলে সে জাহান্নামী হবে। কাজেই ছবক শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আদায় করবেন।

৭. অলসমন নিয়ে জিক্‌র করবেন না। জিক্‌র আস্তে না করে জোরে জোরে করবেন। তবে কারো নামাজ অথবা নিদ্রিত ব্যক্তি ও কোন লোকের কষ্ট যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

সর্বশেষে তিনি মুজাহিদ কমিটি গঠনের নিয়মাবলী বর্ণনা করে গ্রন্থের সমাপ্তি টানেন।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	**দিল পাক বা ধুম বিনাশ**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	২৪,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থখানায় উত্তম, মধ্যম এবং নিম্নমান - এই তিন ধরনের স্মৃতিশক্তির অধিকারীদের জন্য পৃথক পৃথক বর্ণনা উপস্থাপনের মাধ্যমে ধুমপানের কুফল সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অতি উত্তম স্মৃতিশক্তির অধিকারীদের প্রতি ধুমপানের কুফল বর্ণনা দিতে যেয়ে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বলেন, ইহা মূলতঃ মুশরিকদের মাধ্যমে প্রচলন হয়েছে। যেহেতু মুসলমানদের মাধ্যমে শুরু হয়নি তাই ইহা বিদয়াতে দালালাহ। আর বিদয়াতেদালালহ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে 'কুল্লু বেদাতিন দালালাহ, অ কুল্লু দালালাতিন সাবিলুহা ফিন্নার'' অর্থ ঃ ''প্রতিটি বিদয়াতই গোমরাহী এবং গোমরাহী পৌঁছে দেবে জাহান্নামে।'' তাই বলা যায়, ধুমপান যেহেতু মুসলমানদের দ্বারা প্রচলিত হয়নি, তাই ইহা বিদয়াতে দালালাহ।

Dhaka University Institutional Repository

ফত্ওয়ায়ে আজিজিয়া ও শামী কিতাবে ধুমপানকে মাকরুহে তাহরীম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর উসূলে ফিকহ এর ভাষ্যানুযায়ী মাকরুহে তাহরীমকে তিনবার করা হলে তা হারামের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এছাড়াও তাফসীরে রুহুল বয়ান, মাজালেসুল আবরার গ্রন্থে ধুমপানকে হারাম, বলা হয়েছে এবং ফতুয়ায়ে আশরাফিয়াতে ধুমপায়ীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা মুহম্মদ (স:) এর জামাতে দাখিল হতে পারবে না।

প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারীদের জন্য উপস্থাপিত যুক্তিগুলো বিশ্লেষনে ধুমপান ছেড়ে দেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

মধ্যম স্মৃতিশক্তির অধিকারীদের ধুমপানের কুফলতা সম্পর্কে সচেতন করতে যেয়ে সৈয়দ মোঃ এছহাক বলেন, হাকীমুন উম্মাত আশ্রাফ আলী থানভী(র:) বলেছেন, ধুমপানকারীদেরকে শুধু ধুমপান করার জন্য কবরে শাস্তি দেয়া হয়। ফতুয়ায়ে হামিদিয়ার মধ্যে বলা হয়েছে ধুমপানকারীগণ অগ্নিপুজকদের সাথে তুলনীয়। তারা হাশরের ময়দানে অগ্নিপুজকদের সাথে একত্রে উঠবে।

অনেকেই এক শ্রেণীর আলেমের ধুমপানের কথা বলে নিজেদের ধুমপানকে বৈধ বলে চালিয়ে দিতে চান। বাস্তবিক পক্ষে এই সকল আলেম নিজেরাই ভুলের মধ্যে নিপতিত। তাই তাদের অনুসরণ করে ধুমপানকে বৈধ বলা যাবে না। এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ধুমপানকারীগণ নবী(স:) এর খেদমতে যত দুরুদ পাঠায় তা সব কালো হয় হুজুর (সা:) এর খেদমতে পৌঁছে। তাদের দুরুদে নূর থাকে না। ধুমপানের কিছু কুফল উল্লেখ করে সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বলেন, ধুমপানকারীদের নাক মুখ দিয়ে যে ধুয়া বহির্গত হয় তা দোযখগামীদের আলামাত। কারন

Dhaka University Institutional Repository

নাফরমানদের যখন দোযখে ফেলা হবে তখন তাদের নাক মুখ দিয়ে ধুয়া বের হবে। তাছাড়া ধুমপান নেশার জিনিষ বলে মদের সাথে এর মিল রয়েছে। আর মদ হারাম।

অত্যল্প স্মৃতিশক্তির অধিকারীদের ধুমপানের কুফল সম্পর্কে বলতে যেয়ে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বলেন, ধুমপান করার দরুন ধুমপায়ীকে রাসূল (সা:) এর শাফায়াত হতে বঞ্চিত হতে হবে।

এছাড়াও বলা যায়, হালাল বস্তু খাবার সময় আল্লাহর রহমতে আপনা আপনি মুখে বিসমিল্লাহ এসে যায়, কিন্তু ধুমপানের সময় কেহ ভুলেও বিস্‌মিল্লাহ বলে না। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, ধুমপান কতটা খারাপ জিনিষ।

এভাবে অসংখ্য উপমা পেশ করে তিনি ধুমপানের অপকারীতা সম্পর্কে প্রতিটি সচেতন ব্যক্তিকে সজাগ করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসুল (সা:) এর শাফায়াত পেতে হলে সকলকে ধুমপান ত্যাগ করা উচিত।

পরিশেষে তিনি মু'মিন ভাইদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আপনারা এরূপ ঘৃনিত ও গুনাহর কাজ হতে খালেছ তওবা করে জীবনে কখনো ধুমপান করবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	**পীর হইয়া কাফের হয় কেন?**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	১৬,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	উল্লেখ নেই
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক অত্যন্ত সুন্দর ও সংক্ষেপে সেই সকল পীরদের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন যারা বাহ্যিক ভাবে শরীয়তের অনুসারী হয়েও গোপনে ইসলাম বিরোধী কার্যে লিপ্ত হয়ে নিজেরা ঈমান হারা হয়ে অন্যদেরও ঈমান হরণ করছে। তাছাড়া সেই সকল ভন্ড পীরদের স্বরূপ উম্মোচন করেছেন যারা নিজেদেরকে পীর পরিচয় দিয়ে ধুমপান, নারীদের সাহচর্য প্রদান, নৃত্য প্রভৃতি গর্হিত কাজে লিপ্ত রয়েছে। মূলতঃ এ ধরনের পীর কাফের। তিনি প্রকৃত পীরের উপমা দিতে যেয়ে বলেছেন ''সেই মূলতঃ প্রকৃত পীর যার মজলিশে গেলে হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ ও রাসুল(সা:)-এর মুহাব্বতের উদয় হবে, আবার আল্লাহ তায়ালার শাস্তির ভয়ে কেঁদে আকুল হবে।'' এ ধরনের পীর পেলেই তাঁর মুরীদ হয়ে তাঁর যাবতীয় নির্দেশাবলী যথারীতি মান্য করতে হবে এবং আল্লাহর জিকর করে হৃদয়কে রৌশন করতে হবে। সর্বপরি দুনিয়ার যাবতীয় খারাপ কাজ ছেড়ে দিয়ে নেক কাজে অগ্রসর হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	তাবিজের কিতাব
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৫৬,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	বৈশাখ ১৩৯৭ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

প্রায় সকল দেশেই মুসলমান সমাজে রোগ ব্যাধি ও আপদ-বিপদ হতে উদ্ধার পাবার জন্য তাবিজ ধারনের রীতি প্রচলিত আছে। তাবিজ সাধারণত কুরআনের আয়াত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য চিহ্ন দ্বারা লেখা হয়। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বিশ্বমানবতার প্রতি দরদী হয়েই তাদের রোগ মুক্তির লক্ষ্যে রচনা করেছেন তাবিজের কিতাব। তিনি এই কিতাবের বইটি শুধুমাত্র নিজের স্বার্থেই লেখেননি, বরং যুগ যুগ ধরে আগত প্রতিটি মানুষকেই তাবিজ লিখার ও ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে গেছেন।

তাবিজের এই মূল্যবান গ্রন্থটিতে ২৭টি সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। তবে প্রায় প্রতিটি সমস্যার সমাধানে একাধিক তদবীর এর বিবরণ

Dhaka University Institutional Repository

রয়ছে। তাবিজের গ্রন্থে দেয়া তদবীর গুলো দ্বারা উপকার পাবার জন্যে পাক পবিত্রতার সাথে গোলাপ জল, জাফরান দ্বারা লিখার কথা বলা হয়েছে।

নাম	ঃ	**ফরিদপুরের বিরাট বহাছ**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	১৬,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	ফাল্গুন ১৪০১ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

ফরিদপুর জেলার সিড্যা এলাকায় মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর সফরকালীন তথাকার কিছু আলেম মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক কর্তৃক ওয়াজ মাহফিলে প্রচারিত কিছু মাছআলা ও জিক্‌রে জলি নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে হাঙ্গামা সৃষ্টির প্রয়াস চালালে কিছু সৎ সাহাসী লোকের উদ্যোগে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এবং সিড্যা নিবাসী আলেমদের মধ্যে ১৩৫২ সালের ১৬ই অগ্রহায়ন থেকে ৩রা

Dhaka University Institutional Repository

পৌষ পর্যন্ত মোট ১৮টি প্রশ্ন নিয়ে যে বহাছ হয়েছিল গ্রন্থখানাতে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্নগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উত্তরসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১. দুনিয়াতে আল্লাহর দিদার হতে পারে কিনা?

উত্তরে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বল্লেন আল্লাহ পাকের দিদার দুনিয়াতে চর্ম চোখে সম্ভব নয়। তবে অন্তরের চোখে দেখা সম্ভব। এ জবাবে বিপক্ষীয় বন্ধুগণ আপত্তি উপস্থাপন করলে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক মরহুম মাওলানা কেরামত আলী সাহেবের জাদুত্তাকওয়া গ্রন্থের ৬৬ হতে ৬৮ পৃঃ এর মধ্য হতে কিছু উদ্ধৃতি, আনোয়ারুল তাজকিয়া কিতাবের ২১০ পৃঃ, তাফসীরে হোছাইনের ১০২ পৃঃ হতে তার যুক্তির স্বপক্ষে উদ্ধৃতি পেশ করেন। বিপক্ষীয় বন্ধুরা মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর যুক্তি খন্ডন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

২. জিক্‌রে জেহের বা উচ্চ স্বরে জিক্‌র বৈধ কিনা?

বিপক্ষীয় বন্ধুরা জিক্‌রে জেহেরকে হারাম বলার পর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক জিক্‌রে জেহেরকে হালাল বলে এর পক্ষে বেশ কিছু দলিল উপস্থাপন করেন। যেমন-

ক. শামী কিতাবের ১ম খন্ডের ৩৩ পৃষ্ঠার একটি এবারতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন ‘‘নিশ্চয়ই জিকরে জেহের অতি উত্তম। কেননা, যারা

Dhaka University Institutional Repository

শুনতে থাকে তাদের উপকার হয়, যে করতে থাকে তার ক্বলব এদিকে ঝুকে থাকে। কানেও শুনতে থাকে। ঘুম দুর হয়ে যায়, দেল আনন্দে ভরে উঠে।

খ. মরহুম মাওলানা কেরামত আলী তার 'রফিকোচ্ছালেকীন' গ্রন্থে বলেছেন, জিক্‌রে খফী ও জিকরে জেহের শরীয়তে দুটিই বৈধ।

গ. কছদুচ্ছাবিল গ্রন্থের ১৯ পৃঃ বলা হয়েছে ''জিক্‌রে জেহের বৈধ। এর উপকারিতা হচ্ছে শয়তানের অছওয়াছা ও দুনিয়ার খেয়াল কমে আসে। তাছাড়া জিক্‌রের আওয়াজ কানে আসতে থাকে বিধায় অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে।''

ঘ. তাফসীরে রুহুল বয়ানের ৪০২ পৃঃ বলা হয়েছে উচ্চ স্বরে জিক্‌র করা বৈধ। বরং মোস্তাহাব।

ঙ. বায়হাকী শরীফে হযরত জাবের (রা:) হতে বর্ণিত একখানা হাদীসে বলা হয়েছে ''জনৈক ব্যক্তি উচ্চ স্বরে জিক্‌র করছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বললেন, ঐ ব্যক্তি যদি আস্তে জিকর করত তবে নিশ্চয় ভাল হত। রাসুল (সা:) এ কথা শুনে বললেন, তুমি তাকে ছেড়ে দাও, অর্থাৎ তুমি ঐ কথা বলো না, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই দেল নরম করছেন।

এভাবে অসংখ্যা দলিল দ্বারা মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক জিক্‌রে জেহেরের পক্ষে দলিল উপস্থাপন করে বিপক্ষীয় বন্ধুদের মুখ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. নামাজের মধ্যে কিংবা জিকর করার সময় চিৎকার দিয়ে উঠা কিংবা হাত-পা আছরান বৈধ কিনা?

এ প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বললেন, এরূপ হাল অর্থাৎ নামাজ কিংবা জিকরের সময় অযথা বা নিজ ইচ্ছায় চিৎকার দিয়ে উঠলে কিংবা হাত পা আছড়ালে দোযখের সীমাহীন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর যদি শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে তবে তা বৈধ। তিনি তার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন, ''মাওলানা কেরামত আলী রচিত জাদুত্তাকয়ার ৬৮,৬৯, ৭০ পৃঃ হেদায়া ১ম খন্ডের ১১৪ পৃঃ শামী কিতাবের ৪৩৪ পৃঃ বাহরোর রায়েক ২য় খন্ডের ৩ পৃঃ ইয়াহইয়া উলুমুদ্দিন ২য় খন্ডের ১১০ পৃঃ। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্তির বিপক্ষে বিপক্ষীয় বন্ধুরা কোনই উত্তর দাড় করাতে পারেনি।

এভাবেই ১৮টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ১৮ দিনের বহাছ সমাপ্ত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	**নোয়াখালীর বিরাট বহাছ**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৩২.
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	উল্লেখ নেই
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

মাওলানা মোখতার আহমদ জৈনপুরী ও মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর মধ্যে ১৩৫২ বাংলা সনের ২৩শে কার্তিক নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর টাউনে যে ১৯টি প্রশ্ন নিয়ে বহাছ সম্পাদিত হয়েছিল তা সুন্দর ভাবে বইটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রশ্ন ও উত্তর উপাস্থাপন করা হল।

প্রঃ কোন পীর সাহেবের পক্ষে নিজের ও তার মুরীদদের নিয়ে বেহেশ্‌তে যাবার নিশ্চয়তা দেয়া বৈধ কি? আপনি কাউকে এরূপ নিশ্চয়তা দিয়েছেন কি?

উত্তর ঃ কোন পীর সাহেবের পক্ষে নিজে ও তার মুরীদদের নিয়ে বেহেশ্‌তে যাবার নিশ্চয়তা দেয়া বৈধ নয়। শুধুমাত্র মহানবী(সা:) যাদের

Dhaka University Institutional Repository

সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিয়েছেন তারাই শুধুমাত্র বেহেশ্‌তে যেতে পারবে অন্য কারো পক্ষে নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। তবে ঈমানদার মাত্র প্রত্যেকেই বেহেশ্‌তের আশা করতে পারেন। আশা না করলে তর ঈমান ঠিক থাকবে না। কারণ জান্নাতের আশা এবং দোযখের ভয় উভয়ই ঈমানের অংশ।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক কখনোই কোন মাহ্‌ফিলে নিজে ও অন্যকে নিয়ে বেহেশতে যাবার নিশ্চয়তা দেননি। তবে তিনি সর্বদা বেহেশ্‌তের আশাবাদী ছিলেন।

প্রঃ মসজিদ ও মাদ্রাসা মানতের উপযোগী কিনা?

উঃ কবর ও দরগাহে মানত করা হারাম। মস্‌জিদ ও মাদ্রাসায় মানত করা বৈধ। তবে মস্‌জিদ ও মাদ্রাসার ঘর তৈরী, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুদারিসদের বেতন দেয়া বৈধ নয়। মানতের টাকা গরীব মুসল্লী ও ছাত্রদের জন্য ব্যয় করা যাবে।

প্র ঃ আপনি রাসূল(সা:) হতে নম্বর ওয়ারী নিজের নামসহ চিশ্‌তিয়া ছাবেরিয়া তরিকার সাজরানামায় ৪১ নম্বর পর্যন্ত পৌছেছেন, উহা কোথা হতে সংগ্রহ করেছেন, তা মাকতাবাতের কিতাব দ্বারা প্রমাণ করুন।

উঃ উল্লেখ্য মরহুম আব্দুল আউয়াল(র:) সাজারাতুত তাইয়্যেবা নামক গ্রন্থে মরহুম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র:) হতে রাসুল (সা:) পর্যন্ত সাজরা নামা লিখে দিয়েছেন। এ কথা স্মরণযোগ্য যে, মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর পীর ছিলেন মরহুম ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক যে ৪১ জনের নাম লিখেছেন তা ''তাজকিরাতুর রশিদিয়া'' নামক কেতাব হতে গ্রহন করা হয়েছে।

এভাবেই গ্রন্থখানা বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে।

নাম	ঃ	**মা'রেফতে হক বা তা'লিমে জিক্‌র**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৭২.
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	কার্তিক ১৩৯৬
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

হেদায়াত প্রাপ্তির অনন্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত মা'রেফতে হক বা তা'লিমে জিক্‌র গ্রন্থ খানায় মা'রেফত কি জিনিষ? যার অভাবে আল্লাহ পাকের অপূর্ব নেয়ামত সমূহ হতে বঞ্চিত হতে হয়। পীরে কামেলের পরিচয়, চিশ্‌তিয়া ছাবেরিয়া তরীকার ছবক ও শাজরানামা অজদ হাল কাকে বলে, পীরের প্রয়োজনীয়তা, জিক্‌রে জলির ফজিলত ও বৈধ হবার অকাট্য প্রমাণসহ জান্নাতে যাবার ৪০টি পন্থা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। নিম্নে প্রশ্নোত্তর আকারে প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল।

১. মু'মিনদের জন্যে মা'রেফত অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

প্রতিটি মু'মিনের জন্যে মা'রেফত অবলম্বন ওয়াজিব কিন্তু হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী ম'ারেফত অবলম্বন ফরজ বলেছেন।

মূলতঃ মা'রেফত ও শরীয়ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মা'রেফত যেমন শরীয়ত ভিন্ন অর্জিত হয়না তেমনি শরীয়তও মা'রেফত ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। যেমন মাওলানা কেরামত আলী ''যাদুত্তাকওয়া'' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় বলেছেন ''মা'রেফত যেমন শরীয়ত ভিন্ন অর্জিত হতে পারে না ঐরূপ শরীয়তও মা'রেফত ভিন্ন আদায় হতে পারে না।'' তিনি মা'রেফত অবলম্বন করা ওয়াজীব মনে করে ইমাম মালেকের কওল উল্লেখ করে বলেন ''কেহ শত শত গ্রন্থ পড়েও যদি মা'রেফত অবলম্বন না করে তবে সে ফাসেক। আর যদি কেহ শরীয়ত ভিন্ন মা'রেফত হাছিল করে বাতাসেও উড়তে সক্ষম হয় তবে তাকে কাফের, যাদুকর বলে মনে করতে হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উভয়কে মেনে চলে তাকে কামেল হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বলেন, আলেমদের জন্যে মা'রেফত অবলম্বন যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে সর্বসাধারনের জন্যে তা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। তাই প্রতিটি আলেম বিশেষ করে সর্বসাধারণকে সঠিক পথে অটল থাকার নিমিত্ত শরীয়ত ও মা'রেফতে অটল

Dhaka University Institutional Repository

থেকে যে কোন একজন খাটি পীরের মুরীদ হওয়া আবশ্যক। কেননা প্রসিদ্ধ কওল আছে, ''যে ব্যক্তির পীর নেই, তার পীর হচ্ছে শয়তান।''

২. পীর কাকে ধরতে হবে? তার পরিচয় কি?

প্রকৃত পীরের পরিচয় কি বা কোন ধরনের পীর ধরতে হবে এর উত্তর দিতে যেয়ে মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী তার রচিত 'বেহেশ্‌তী যেওর'-এর সপ্তম খন্ডের ২৯ পৃঃ নিম্নলিখিত শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন।

১. পীর সাহেবকে আলেম হতে হবে।

২. শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ তার দ্বারা হওয়া চলবেনা।

৩. পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য কাউকে মুরিদ বানানো যাবে না।

৪. পীর সাহেবকে এমন একজন পীরের মুরীদ হতে হবে যাকে বহু বিজ্ঞ আলেম বুজর্গ বলে মনে করেন।

৫. বর্তমান পীর সাহেবকেও অন্যান্য বিজ্ঞ আলেমদেরকে পরহেযগার ও মোত্তাকী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৬. পীর সাহেবের তা'লিমের প্রভাব এমন হতে হবে যে, তার মুরীদগণ শরীয়তের একান্ত অনুসারী হয়ে জীবন পরিচালনা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(সা:)-এর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জিক্‌রে জলি জায়েজ কিনা? জায়েজ হলে এর হদ এবং ফায়দা কি?

চিশতিয়া তরিকায় জিক্‌রে জলি বা উচ্চ স্বরে জিক্‌র করা বৈধ। যেমন দুররুল মুখতার গ্রন্থের ১ম খন্ডে বলা হয়েছে ''নিশ্চয়ই জিক্‌র জেহের অতি উত্তম; কেননা এই জেকরে জলি উত্তম একটি কাজ। যারা শুনতে থাকে তাদের ফায়দা হয় আর যে জিক্‌র করতে থাকে তার কলব ঐ দিকে ঝুকে থাকে। অর্থাৎ কলবের চিন্তা ঐ জিক্‌রের দিকে থাকে আর কানও ঐ দিকে শুনতে থাকায় ঘুম দূর হয়ে যায় এবং দেল খুশীতে ভরে উঠে।''

জিকরের হদ মধ্যম ধরনের হতে হবে, আজানের ধ্বনির ন্যায় উচ্চ স্বরে হওয়া বৈধ নয়। তবে যদি জিক্‌রে জলি দ্বারা ঘুম কিংবা নামাজ বা শরীয়ত সমর্থিত কোন কাজের ব্যাঘাত ঘটে তবে সেই জিক্‌র বৈধ নয়।

জিক্‌রে জলির ফায়দা ব্যাপক। যেমন ''জালালাইনে কামালাইন'' নামক তাফসীরে বলা হয়েছে ''আল্লাহ পাকের জিক্‌রের আওয়াজ যতদুরবর্তী স্থানের লতা, পাতা, বৃক্ষাদি (শুকনা অথবা জীবিত) শুনবে তারা হাশরের দিন এ বলে সাক্ষ্য দিবে - হে প্রভু! তোমার এই বান্দা জিক্‌র করেছে, আমরা শুনেছি। তাই তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কিছু শরীয়ত অনুসারী ব্যক্তিত্ব নামাজে কিংবা জিক্‌রের সময় অযাচিত চিৎকার করে উঠে, হাত-পা আছড়াতে থাকে, উচ্চ স্বরে চিৎকার করতে থাকে - শরীয়তের দৃষ্টিতে এর ফয়সালা কি?

উঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় লোক দেখানোর জন্য নামাজের মধ্যে বা জিক্‌রের মধ্যে অযাচিত চিৎকার করে উঠে বা হাত-পা আছাড় কিংবা রোদন করে তবে তা হবে হারাম। সে হবে মহাপাপী। নামাজের মধ্যে করলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে এবং এর শাস্তি নামাজ ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয়ার ন্যায় অর্থাৎ তাকে ৮০ হোকবা জাহান্নামে জ্বলতে হবে।

তবে যদি কেহ আখিরাতের ভয়ে বা আল্লাহ তা'লার খেয়ালে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেয়ে হুশ হারিয়ে ফেলে কিংবা চিৎকার দিয়ে উঠে তবে তা বৈধ। যেমন শেখ সা'দী (রঃ) বোস্তা নামক কিতাবে বলেছেনে ''আল্লাহ পাকের মোহব্বতে যাদের এই অবস্থা হয় তাদেরকে আল্লাহর অলী বলা যায়। তাদের কেহ ঠাট্টা করবেন না।

৫. এক পীর থাকতে অন্য পীর ধরা বৈধ কিনা?

এক পীর থাকতে অন্য পীর ধরা বৈধ হলেও যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পীর ধরা হয় সেই উদ্দেশ্য সাধিত হলে অন্য পীর না ধরাই উত্তম।

৬. প্রকৃত মুরীদ এর কর্তব্যগুলো কি?

উঃ প্রকৃত মুরীদ এর কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ হওয়া আবশ্যক -

১. পীর সাহেব সুন্নাতের অনুসারী হলে মুরীদকেও সুন্নাতের অনুসারী হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. শরীয়তের কোন আমল পীরের অনুমতি ভিন্ন না করাই উত্তম।

৩. পীরের মধ্যে শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ দেখলে (যদি পূনঃ পূনঃ সংঘটিত হয়) তাকে ছেড়ে প্রকৃত পীর ধরতে হবে।

৪. পীর গায়েব জানেন এরূপ ধারনা ঠিক না।

৫. পীর সাহেব যদি মা'রেফতের কাজ শরীয়ত ভিন্ন হয় এ ধারনা পোষন করেন তবে তাকে মিথ্যুক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৬. পীর সাহেব যদি শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ করে থাকেন তবে তাকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

৭. শরীয়ত অনুযায়ী কোন আমল করে উপকার পেলে বা হৃদয় খুশী হয়ে উঠলে তা স্বীয় পীর ব্যতিত কাউকে না জানানই ভাল।

প্রঃ বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবার কোন পথ আছে কি?

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এমন ৪০টি কর্মের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলোর উপর পূর্ণ আমল করে মৃত্যু বরণ করলে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবার আশা করা যায়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কর্ম তুলে ধরা হল -

(১) কোন গুনাহর কাজ হয়ে পড়লে তৎক্ষনাৎ তওবা করা। (২) কারো কোন হক থাকলে তা আদায় করা (৩) শরীয়তের খেয়াল সব সময় রাখা (৪) অন্যের দোষ-ত্রুটি না খুজে নিজের দোষ খুজে তা দূর করার চেষ্টা করা। অধিনস্ত লোকদের অপরাধ মাপ করে দেওয়া। (৫) মৃত্যুকে সব সময় স্মরণ করা। (৬) আল্লাহ পাকের দরবারে সব সময় এই প্রার্থনা করা যে, তিনি যেন আমাদেরকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রঃ যদি কোন পীর প্রতি রাতে শিরণী করা গান-বাজনা, চুল অযাচিত বড় রাখা কিংবা গান বাজনাকে পছন্দ করে থাকে আর তার মুরীদরাও তার অনুযায়ী হয়ে থাকে তবে এ ধরনের পীরের হুকুম কি?

উত্তর ঃ উপরোক্ত কোন গুণ যদি কোন পীরের মধ্যে থেকে থাকে তবে সে পীর হওয়া তো দূরের কথা তাকে পূর্ণ ঈমানদার বলেও মনে করা যেতে পারে না।

গ্রন্থটি চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকার তিনটি ছবক উল্লেখপূর্বক সমাপ্ত হয়েছে।

নাম	ঃ	জিক্‌রে জলি ও অজদ হালের অকাট্য দলীল
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৪০,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	আশ্বিন ১৩৯৩ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থখনা জিকরে জলি ও অজদ হালের বৈধতার স্বপক্ষে লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জিক্‌রে জলির বৈধতার প্রমান ঃ

কুরআন থেকে -

১। সূরা আরাফের ২০৫ নম্বর আয়াত(উজকুর রাব্বাকা ফী নাফসীকা----------মীনাল গাফেলীন)-এর তাফসীর-তাফসীরে জালালাইন শরীফের হাসিয়ার মধ্যে এইরূপ লেখা হয়েছে ''খফি ঐ আওয়াজকে বলা হয় যা শুধুমাত্র নিজ কানে শুনে আর জেহের ঐ আওয়াজকে বলে যে আওয়াজ দূরবর্তী লোকেও শুনে, যেমন আজান। আল্লহ পাক উক্ত আয়াতের মধ্যে প্রাতে আর্থাৎ ফজর নামাজের পর সূর্য উদয় পর্যন্ত আর মাগরিব নামাজের পর জিক্‌র করার আদেশ করেছেন । তবে এই জিক্‌র মধ্যম আওয়াজে করতে বলা হয়েছে, আজানের ধ্বনীর ন্যায় উচ্চস্বরে যেন না হয়।''

তাফসীরে হুছাইনীর ৩৭২ পৃঃ, 'কছদুচ্ছাবীল ইলা মাওলাল জামীল'' গ্রন্থের ৩৩ পৃঃ, তাফসীরে মুজেহুল কুরআন এর ২৯২ পৃঃ, জাদুত্তাকওয়া গ্রন্থের ১৬১ পৃঃ, লোগাতে গিয়াসের ২০৭ পৃঃ, লোগাতে কেশওয়ারীর ১৩৭ পৃঃ জেহের শব্দের অর্থ উচ্চ আওয়াজ বলা হয়েছে।

২. এ আয়াতের তাফসীরে মাওলানা জাকারিয়া বলেছেন ''রাত্রে, দিনে, জঙ্গলে, দরিয়ায়, ছফরে অথবা মুকিম অবস্থায় ধনী অথবা গরীব অবস্থায়, রুগ্ন এবং স্বাস্থ্যবান অবস্থায় আস্তে এবং উচ্চ স্বরে সকল সময়ই আল্লাহর জিক্‌র কর।

জিক্‌রে জলি সম্পর্কে তাফসীরে রুহুল বয়ানের ৪০২ পৃঃ বলা হয়েছে ''উচ্চ স্বরে জিকর করার মধ্যে এই উপকার যে, যারা প্রথম জিক্‌র শুরু করেন, তাঁদের শক্ত দেলের মধ্যে অতিশয় তাছির হয়ে থাকে। ঘরে-

Dhaka University Institutional Repository

দুয়ারে যারা জিকর শুনে থাকে তারা সৌভাগ্য লাভ করে আর কেয়ামতের দিন শুকনা-ভিজা সকলেই সাক্ষ্য দিবে, ওগো আমার মা'বুদ! আমরা শুনেছি আপনার এইসব বান্দা জিকর করেছে। আমরা দেখেছি, তারা গাফেল লোকদের মধ্যে থেকেও তোমাকে স্মরণ করেছে। তাই তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।

হাদীস শরীফ থেকে ঃ

বায়হাকী শরীফে হযরত জাবের (রা:) হতে বর্ণিত একখানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে ''এক ব্যক্তি উচ্চ স্বরে জিকর করছিল, তখন এক সাহাবা বললেন, ঐ ব্যক্তি যদি আস্তে জিকর করত তবে নিশ্চয়ই ভাল হত। হুজুর (সা:) বললেন, ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তুমি ঐ কথা বলো না, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই দেল নরম করছে।

২. আহমাদ এবং বায়হাকী শরীফে বর্ণিত দু'টি হাদীস শরীফ

ক. হুজুর (সা:) বলেছেন, ''তোমরা এই পরিমাণ আল্লাহর জিকর কর যে, লোকে তোমাদিগকে পাগল বলুক।

খ. এই পরিমাণে আল্লাহর জিকর কর যে, মোনাফেকরা তোমাদিগকে রিয়াকার বলতে থাকুক।

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের ব্যাখ্যায় মাওলনা জাকারিয়া সাহেব ফাজায়েলে জিকর নামক গ্রন্থে বলেছেন, ''হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মুনাফেক অথবা বেয়াকুফদের রিয়াকার বা পাগল বলার দরুন এ ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

বড় নেয়ামত ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। বরং তখন এমন বেশী পরিমাণ জিকর করা উচিত যে, তারা যেন পাগল মনে করে তাদের পিছু ছেড়ে দেয়। আর পাগল যখনই বলবে তখনই বেশী করে জোরে জোরে জিকর করবে। আস্তে আস্তে করলে এই নিয়ামত পাওয়া যাবে না।''

৩. হযরত আব্দুল্লাহ জুলবেজাদাইন (রা:) মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হয়ে হুজুর (সা:)-এর দরজায় পড়ে থাকতেন আর উচ্চ স্বরে খুব বেশী পরিমাণে আল্লাহর জিকর করতেন। এ দেখে হযরত ওমর (রা:) বল্লেন, এই ব্যক্তি রিয়াকার, কেননা সে এই প্রকারের জোরে জিকর করে। তখন হুজুর(স:) বল্লেন; না, বরং সে দেল নরমকারীদের একজন।

অন্যান্য ব্যক্তি ঃ

মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী তার কাছদোচ্ছাবিল গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ''জোরে জিকর করা বৈধ এবং এর মধ্যে উপকার এই যে, শয়তানের ওছওয়াছা ও দুনিয়ার খেয়াল কম আসে। কেননা নিজর আওয়াজ কানে আসতে থাকে, ফলে দেল আছানির সাথে ঐদিক ফিরে থাকতে পারে।

হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী 'হায়াতুল মুছলেমীন' নামক কিতাবে এবং 'বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র:) শারহুল মাশারেফ' নামক কিতাবে লিখেছেন, কামেল পীরগণ আপন মুরিদগণকে প্রথম অবস্থায় উচ্চস্বরে জিকর করতে আদেশ করেন। যাতে উক্ত জিকর দ্বারা তার অন্তকরনের কালিমা সমূহ উঠে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইমাম আবু হানীফা (র:) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মাজ'হারী' এর মধ্যে লিখেছেন ''উচ্চস্বরে জিকর করা মুস্তাহাব। কারণ এতে ইসলাম প্রচার হয়। আর ঘরে দুয়ারে যারা ঐ জিকর শুনেন, তাদের মধ্যে ঐ জিকরে তা'ছির পৌছে এবং যে সকল সৃষ্ট জীব শুনবে তারা ঐ জিকরের সাথে জিকর করতে থাকবে আর হাশরের দিন তারা সাক্ষ্য দিবে ঐ ব্যক্তি জিকর করেছে আমরা তা শুনেছি।''

অজদ হালের দলিল

কিছু লোক এমন দেখা যায় যে, তারা নামাজের মধ্যে অথবা নামাজের বাহিরে কোন কোন সময় বিকট চিৎকার করে উঠে অথবা এমন কিছু অস্বাভাবিক কর্ম করে থাকে যা স্বাভাবিকভাবে কাম্য নয়। অথচ এসব লোকদের অনেককেই পুরো সুন্নতের অনুসারী হিসেবে পাওয়া যায়।

-প্রশ্ন হল এ ধরনের অবস্থা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা ?

উত্তরে বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি বেহেশ্‌তের আশায় কিংবা দোযখের শাস্তির ভয়ে অথবা কবরে একা থাকার ভয়ে বা আল্লাহ পাকের খেয়ালে কোন প্রকার ভাব অন্তরে এসে এরূপ হাল করে থাকে এবং তা তার পক্ষে ফিরিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তবে ইহা বৈধ। আর যদি কেহ লোকদের নিকট হতে বাহবা কুড়াতে যেয়ে এরূপ করে থাকে তবে সে মহাপাপী হবে। আর নামাজের মধ্যে করলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। এবং তাকে নামাজ বাতিল হবার দরুন ৮০ হোকবা দোযখে থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	**খাছ পর্দা ও স্বামীর খেদমত**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৪৭,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	অগ্রহায়ন ১৩৯৭ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

বিশ্ব মানবতার সুখী দাম্পত্যময় জীবন গড়ে তোলার নিমিত্ত রচিত অত্র গ্রন্থখানা খাছ পর্দার বর্ণনা, জেনাকারীর পরিনাম, যাদের সাথে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী দেয়া দেখা বৈধ এবং যাদের সাথে বৈধ নয় তার বিবরণসহ বেশ কিছু উপদেশমূলক ঘটনার উল্লেখপূর্বক রচিত। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত হল।

খাছ পর্দার বর্ণনা ঃ পর্দা মূলতঃদায়েমী বা সর্বাবস্থার জন্যে (যাদের সাথে দেখা দেয়া বৈধ তাদের ব্যতীত) ফরজ। আমাদের দেশে একশ্রেণীর মুর্খ ও ধর্মদ্রোহী স্ত্রী-পুরুষদের ধারণা, পর্দা তাদের জন্যই ফরজ যাদের অন্তরে কালিমা রয়েছে। দেল-মন পাক হলে বেগানা স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে দেখা দেয়া অবৈধ নয়। তাদের উদ্দেশ্যে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক আল্লাহ তায়ালার বাণী উল্লেখ করে বলেন, ''হে হাবীব। আপনি আমার মু'মিন মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন যে, তারা যেন নিজ নিজ

Dhaka University Institutional Repository

চক্ষুদ্বয়কে নীচের দিকে ফিরিয়ে রাখে''(নূর-৩০)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন ''এবং (ঐরূপ) মু'মিন স্ত্রী লোক দিগকেও বলে দিন যে, তারাও যেন আপন চক্ষুর দৃষ্টি অবনত রাখে।'' অর্থাৎ ঈমানদার পুরুষরা বেগানা স্ত্রীলোক দিগকে এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরা বেগানা পুরুষদেরকে যেন না দেখে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাই ইসলাম প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে একে অপরের সাথে কথা বলার অনুমতি দিয়েছে।

অনেক স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলে থাকেন যে, স্বামী পর্দা পছন্দ করে না বিধায় আমাদের পক্ষে পর্দা সম্ভব হয় না। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাদের উদ্দেশ্যে বলেন ''পর্দা যেহেতু ফরজ, সেহেতু স্বামীর আদেশের উপর আল্লাহ তায়ালার আদেশকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	বেহেশ্‌তের সুখ বা বেহেশ্‌তের ওয়াজ
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৮০,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	আশ্বিন ১৩৯৯ সাল।
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে শুধুমাত্র তাঁর উপাসনার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। যে মহান ব্যক্তি তার দেয়া পথ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবেন আল্লাহ তাকে দান করবেন অনন্ত সুখের স্থান জান্নাত। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক মানবতাকে সেই সুখময় জান্নাতে পৌছার পন্থা বলে দিয়ে জান্নাতের অপরিসীম সুখের বর্ণনা দিতে যেয়েই অত্র গ্রন্থখানা রচনা করেছেন।

বেহেশ্‌তে কারা যাবে এবং বেহেশ্‌তের রূপ কিরূপ হবে তা বলতে যেয়ে আল্লাহ বলেন, ''নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তিগণ যারা আমার উপর ঈমান এনেছে এবং ঈমান এনে নেক আমল করেছে তাদের জন্যে রয়েছে এমন মনোরম বেহেশ্‌ত যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত।''

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বলেন, বেহেশ্‌তে যাবার জন্য ছোট, বড়, ধনী, গরীব, বাদশাহ, মিছকিন, সুন্দর-কালো প্রমুখের মধ্যে কোনই প্রভেদ থাকবেনা। বরং ইহা শুধু নির্ভর করবে ব্যক্তির আমলের উপর। যেমন, মহানবী (সা:) বলেছেন, "আল্লাহ পাক বেহেশ্‌ত সৃষ্টি করেছেন ঐসব ব্যক্তিদের জন্য যারা মহান আল্লাহর আদেশ মেনে চলেছেন ও নিষেধ হতে বিরত থেকেছেন, যদি তারা হাবশী গোলামও হয়ে থাকেন। আর দোযখ সৃষ্টি করেছেন ঐ সকল ব্যক্তিগণের জন্যে যারা আল্লাহর নাফরমানী করেছে, যদিও তারা মহাশক্তিশালী ও কুরাইশ বংশেরও হয়।

বেহেশতে যাবার পথ বলতে যেয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে হালাল উপার্জন করতে হবে এবং দিবা নিশি আল্লাহর উপাসনা করতে হবে। আর আল্লাহর উপাসনা অবশ্যই নিয়ত খালেছ করে করতে হবে। এক্ষেত্রে নফছে আম্মারা বিদ্রোহ করলেও তার প্রতি জেহাদ করা ফরজ। আর তাই এর বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে রাসুল (সা:) জেহাদে আকবার বলে অভিহিত করেছেন।

বেহেশ্‌তের বর্ণনা দিতে যেয়ে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বেশ কিছু উদ্বৃতি উল্লেখ করেছেন।

কুরআন থেকে ঃ

১. হে নবী যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎ কার্য সম্পাদন করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। এই নহরের বিবরণ দিতে যেয়ে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

- বেহেশ্‌তে চার ধরনের নহর থাকবে- মধুর, দুধের, পানির ও শরবতের। যার প্রতিটির স্বাদ বর্ণনাতীত।

২. বেহেশ্‌তীদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে (বোকারা-২৫), পবিত্র স্ত্রীদের বর্ণনা দিতে যেয়ে আল্লাহ্‌ বলেন ''তারা সমবয়স্কা নব যুবতী হবে।'' (নাবা-৩৩), বেহেশ্‌তের সকল পুরুষ ৩৩ বছরের রমনীগণ ১৬ বছরের হবে। চিরদিনই তারা এরূপ যুবক যুবতীই থাকবে।

৩. নিশ্চয়ই বেহেশতীগণ সেই দিন ফল খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। (ইয়াসীন-৫৫)

৪. বেহেশতবাসী পুরুষগণ আর তাদের স্ত্রীগণ বেহেশতের রং মহলের মধ্যে অতি সুন্দর স্বর্ণ রৌপ্যের বিছানাতে শুয়ে থাকবেন। (ইয়াসীন-৫৬)।

৫. মু'মিনগণ নানা প্রকার সুখ-শান্তির বেহেশতে থাকবেন এবং তারা স্বর্ণ-রৌপ্যের খাট পালংকে বসে পরস্পরের সাথে পরস্পর আলাপ করতে থাকবেন। (ছাফ্‌ফাত-৪৩, ৪৪)

এভাবেই পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে

হাদীস থেকে ঃ

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন জিনিস দান করব, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণও শুনেনি, আর কোন মানুষের দেল কল্পনা-ও করেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

Dhaka University Institutional Repository

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি আরো বলেছেন, রাসুল (সা:) এরশাদ করেছেন ''বেহেশতের একটি ঘোড়ার চাবুক পরিমাণ স্থানও দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা হতে শ্রেষ্ঠ এবং ভাল।''(বুখারী ও মুসলিম)

৩. হযরত আনাছ (রা:) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা:) এরশাদ করেছেন, ''বেহেশ্তীগণকে বেহেশ্তের মধ্যে বিবির সাথে সহবাস করার অত্যাধিক শক্তি দেয়া হবে। কোন এক সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ''ইয়া রাসুলাল্লাহ! এতই শক্তি দেয়া হবে? হুজুর (সা:) বললেন বরং একশত পুরুষের ক্ষমতা একজন পুরুষকে দেয়া হবে।''-(তিরমিযী)

পরিশেষে বেহেশ্ত পাবার অভিপ্রায় নিয়ে মুনাজাতের মাধ্যমে বইটিকে সমাপ্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	**ছওয়াল জওয়াব**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৪৮,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	বৈশাখ ১৩৯৫ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ
		সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার
		সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী
		২/৩ প্যারীদাস রোড,
		ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থখানা দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশ শর্ষিনা কর্তৃক ৭টি প্রশ্নোত্তর দ্বারা এবং দ্বিতীয়াংশ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক কর্তৃক উত্থাপিত ১৬টি প্রশ্ন ও উত্তর দ্বারা রচিত।

প্রথমাংশ ঃ শর্ষিনার ছওয়াল ঃ

শর্ষিনা মাদ্রাসার হেড মুদার্‌রেছ জনাব মাওলানা আবদুল কুদ্দুস কর্তৃক মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাককে যে সাতটি প্রশ্ন করা হয়েছিল নিম্নে উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন ও তার উত্তর উপস্থাপন করা হল-

১ম প্রশ্ন ঃ মজলিশে কে কে মুরীদ হবে এ প্রশ্ন রেখে হাত উঠাবার কথা কেন বলেন?

উত্তর ঃ মুরীদ হবার জন্যে যেহেতু কিছু শর্ত যেমন, খাছ পর্দা অবলম্বন, ঢিলা কুলুখ ব্যবহার, মেছওয়াক করা, সুন্নত তরীকা অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

চলা ইত্যাদি মেনে নিতে হয়, তাই তাদের সম্মতি আছে কিনা তা জেনে নেওয়ার জন্য হাত উঠিয়ে নেয়া আবশ্যক।

২. জলি জিকর বৈধ বটে কিন্তু আপনি হালকা করে যে ভাবে জলি জিকরের তালিম দেন তার বৈধতা কি?

উঃ (ক) জিকর জলি বৈধ একথা সর্বজন স্বীকৃত। জিকরে জলি হালকা করে করার বৈধতার ব্যাপারে মাওলানা কেরামত আলী জাদুত্তাকওয়া গ্রন্থের ২৭ পৃঃ লিখেছেন-''কুরআনের বানী'' তোমরা আমার জিকর কর। আমি তোমাদিগকে স্মরণ করব।'' এ আয়াতে তাফসীরে বলা হয়েছে, তোমরা আমাকে স্মরণ কর তা যে প্রকারে হোক-জবান দ্বারা হোক, যেমন, কোরআন তেলাওয়াত করে হোক, অথবা বহু লোক হালকায়ে জিকর করে হোক। যেহেতু এখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি তাই সকলকে নিয়ে জিকর করাই উত্তম বলে মনে করি।

খ. তিরমীযী শরীফের হাদীস রাসূল(সা:) বলেছেন , ''যখন তোমরা জান্নাতের বাগান অতিক্রম করে যাবে তখন তথায় অবস্থান করবে। জিজ্ঞাসিত হলেন, জান্নাতের বাগ কি? উত্তরে বললেন-হালকায়ে জিকর।

৩. আপনি রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র:)-এর ছিলছিলার অনুসারী অথচ তিনি চারি মাযহাবের মধ্যে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তাই প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কিভাবে হানাফীদের পীর হতে পারলেন?

Dhaka University Institutional Repository

উঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী লা-মাযাহাবী ছিলেন না, বরং তিনি হানাফী মাযহাবের একান্ত অনুসারী ছিলেন। যেমন, মাওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী শাজারাতুত তৈয়্যেবা গ্রন্থের ২০ পৃঃ বলেছেন, ''রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী একজন বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন।'' ফকীহ মূলতঃ কোন এক ইমামের অনুসারী হয়ে থাকেন। তাছাড়া তিনি হানাফী মাযহাবের উপরও অনেক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

৪. 'ইল্লাল্লাহ' বলে নির্দিষ্ট কোন জিক্‌রে জলি আছে কিনা?

উঃ ''ইল্লাল্লাহ' বলে জিক্‌রে জলি আছে এবং তা বৈধ। যেমন ফতুয়ায়ে এমদাদিয়া চতুর্থ খন্ডের ৮১ পৃঃ ''ইল্লাল্লাহ' জিক্‌রকে বৈধ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ ঃ

এ অংশটি ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাজানো হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর উপস্থাপন করা হল।

প্রশ্ন ঃ ১. কিছু সংখ্যক আলেমের ধারনা মতে জিক্‌রে জলি অবৈধ। কিন্তু আপনি জিক্‌রে জলিকে বৈধ বলছেন? প্রশ্ন হচ্ছে তারা কেন হারাম বলেন?

উঃ কিছু সংখ্যক নাম সর্বস্ব আলেম, যাদের মধ্যে শরীয়ত ও মা'রেফত-এর জ্ঞানের অভাব রয়েছে মূলতঃ তারাই জিক্‌রে জলিকে

Dhaka University Institutional Repository

হারাম বলে থাকেন। জিক্‌রে জলি বৈধ হবার হবার স্বপক্ষে বহু দলিল রয়েছে। যেমন হাদীছে কুদছিতে বলা হয়েছে ''শরীয়তকে ঠিক রেখে আমার যে বান্দা জিকর করেন, সেই আমার অলী।'' মূলতঃ জিক্‌রে জলিতে শরীয়তের কোন বিধান লংঘন করা হয় না। তাছাড়া মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী কর্তৃক রচিত ''কছদুচ্ছাবিল ইলা মাওলাল জলিল'' গ্রন্থে বলা হয়েছে- ''যদি কেহ জিকরে জলি হারাম বলে সে কাফির।'' শামী কিতাবের প্রথম খন্ডে বলা হয়েছে ''উচ্চ স্বরে জিক্‌র করা উত্তম। কারণ হিসেবে বলা যায়, জিকরে জলি একটি উত্তম কাজ। যারা শুনতে থাকে তাদের উপকার হয়, আর যিনি করতে থাকেন তার অন্তরে অন্য কোন চিন্তা প্রবেশ করতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ ২। জিক্‌রে জলি বা উচ্চ স্বরে জিক্‌রের মধ্যে কি উপকার রয়েছে? আস্তে জিক্‌র করা হলে তাতে কোন পূণ্য হবে কি?

উঃ জিক্‌রে জলিতে বহুবিধ উপকার রয়েছে। যেমন-তাফসীরে রহুল বয়ান, তাফসীরে মাযহারী এবং বহু ফিক্‌হ -এর গ্রন্থে জিক্‌রে জলি বা উচ্চ স্বরে জিক্‌র করাকে মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উচ্চ স্বরে জিক্‌রের ফলে গাফেল মানুষের অন্তর আল্লাহ মুখী হয়। এছাড়াও এর ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত যাবে ততটুকুন এর মধ্যকার গাছ-পালা, তরু-লতা কিয়ামতের দিন তাঁকে ক্ষমা করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাবে।

অনুচ্চ স্বরে জিক্‌র করা যাবে এবং তাতে পূণ্যও আছে বটে, কিন্তু উচ্চ স্বরে জিক্‌রের ন্যায় উপকার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রঃ ৩। জিক্‌রে জলি কতটুকুন আওয়াজে করা যাবে?

উঃ জিক্‌রে জলির সর্বনিম্ন আওয়াজ হচ্ছে নিজের কানে শুনা। কিন্তু উচ্চ স্বরে জিক্‌র করার কোন সীমা নির্ধারিত নেই। স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী করা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, কোন নামাজির নামাজের ও নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রার ক্ষতি যেন না হয়।

প্রঃ ৪। জিক্‌রে জলিতে রিয়ার কোন ভয় আছে কি?

উঃ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অনেক সময় জিকরে জলি করার সময় মনের মধ্যে রিয়া আসতেও পারে। কিন্তু তাই বলে জিক্‌রে করা ছেড়ে দেয়া যাবে না, বরং জিক্‌র চালিয়ে যেতে হবে এবং রিয়া থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

প্রঃ ৫। নামাজের মধ্যে চিৎকার করে উঠা কিংবা মাহফিলের মধ্যে লাফ দিয়ে উঠে জমিনে গড়াগড়ি খাওয়া বৈধ কি?

উঃ এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি কেহ স্বীয় ইচ্ছায় চিৎকার দিয়ে উঠে, তবে তার উপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত এবং শাস্তিস্বরূপ তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তবে যদি কেহ মহান আল্লাহর প্রেমে ডুবে যেয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঐরূপ করে বসে তবে তা দূষনীয় নয়, বরং তাকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে ধরে নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রঃ ৬। ওয়াজ করে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ হবে কি?

উঃ ওয়াজ করে প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। মাওলানা কেরামত আলী ''জাযিরায় কেরামত''-এর ২৩ পৃঃ লিখেছেন, ''আল্লাহ পাকের বাণী, রাসূল (সা:) এর হাদীস এবং ফিকহ্ জারী রাখার জন্যে বর্তমান সময়ে পারিশ্রমিক নির্ধারিত করে নেয়া বৈধ।

প্রঃ ৭। আপনি আপনার মুরীদ্দেরকে অন্যান্য তরীকার কথা না বলে শুধু চিশ্তিয়া ছাবেরিয়া তরীকার কথা বলেন, এর হেতু কি?

উঃ বেশ কিছু তরীকার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য অর্জিত হলেও চিশ্তিয়া ছাবেরিয়া তরীকাটি অন্যান্য তরীকার চেয়ে সহজ ও বোধগম্য। যেমন, একটি গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে হলে বিভিন্ন পথ দিয়ে সে স্থানে পৌঁছা সম্ভব হলেও সহজ সরল পথটি দিয়েই সে স্থানে পৌঁছা উচিত। তাই, অন্যান্য তরীকা শরীয়তে গ্রহনযোগ্য হওয়া স্বত্বেও আমাদের নিকট সহজ তরীকাটি গ্রহন করাই বাঞ্চনীয়। হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী, মাওলানা কেরামত আলী (র:) প্রমুখ প্রখ্যাত আলেমগণও এ তরীকার মাধ্যমেই ছবক দিতেন।

নাম	ঃ	যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৭০,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	ফাল্গুন, ১৩৯৭ সাল।
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশনায় ঃ আল এছহাক প্রকাশনী
২/৩ প্যারীদাস রোড,
ঢাকা-১১০০।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ বা মাওলা পাকের অনুসন্ধান গ্রন্থখানায় কিয়ামত অবধি আগত প্রতিটি মানুষের জন্যে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে দোযখের শাস্তি হতে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের অপার সুখ সান্নিধ্য লাভ করে কিভাবে জীবন যাপন করা যায় তা অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বলেন, আমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে শুধুমাত্র ওয়াজ শুনাতে পারব কিন্তু পরকালীন বা মৃত্যু পরবর্তী কোন কিছু দেখাতে পারব না। যেমন, রাসূল(সা:) বলেছেন ''যখন কোন কওম আল্লাহ তায়ালার জিকর করেন, তখন ফেরেশ্তাগণ তাদের মাথার উপর রহমতের চাদর দিয়ে বেষ্টন করে রাখেন এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষন করতে থাকেন। ফেরেশ্তাগণ মাথার উপর চাদর বিছিয়ে রাখেন।'' আমরা এ চাদর দেখতে না পেলেও যেহেতু মহানবী (সা:) বলেছেন, তাই আমাদেরকে তা বিশ্বাস করতেই হবে। এমনিভাবে কবরের আযাব যে সত্য, হাশর, মিজান, পুলছিরাত, জাহান্নাম ও জান্নাতও যে সত্য তাও আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে।

সাধারন মানুষদেরকে পরকালীন জীবন সম্বন্ধে বুঝাতে যেয়ে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বলেন, দুনিয়ার মামলার জন্য যেমন উকিল মোক্তারের দরকার, উকিল মোক্তার না হলে মামলা চালাবার জন্য কোন শক্তি থাকে না, তেমনি প্রকৃত আলেম, পীর-এর সান্নিধ্যে না এলে পরকালীন সমস্যা সমূহ হতে নিস্তার পাবার পথ রুদ্ধ হয়ে আসবে। তাই

Dhaka University Institutional Repository

পরকালীন সকল সমস্যা হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যে প্রকৃত আলেম, পীরের সান্নিধ্যে থাকা বাঞ্চনীয়। যেমন সূরায় তওবার ১১৮নং আয়াতে বলা হয়েছে, ''তোমরা সত্যবাদী মো'মেনগণের সাথী হও।''

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার জীবদ্দসার আমল অনুযায়ী তার কবর জান্নাতের বাগিচা অথবা আগুনের গর্তে পরিণত হবে। মৃত্যু পরবর্তীকালীন অবস্থা যেহেতু মানুষের পক্ষে দেখান সম্ভব নয়, তাই এর প্রতি বিশ্বাস রেখেই আমল করা উচিত।

মানুষ মহান স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহর উপাসনার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ব্যক্তি বা দল আল্লাহর যথাযথ নির্দেশ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পন্থা অনুসরণে জীবন পরিচালনা করবে, মৃত্যুর পরই সে পাবে পরম সুখের স্থান জান্নাত। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(সা:)-এর পথ অমান্য করে শয়তানের পথে নিজেকে পরিচালনা করবে সে তার মৃত্যুর পরই সবচাইতে দুঃখের স্থান জাহান্নামে নিপতিত হয়ে অসহ্য যন্ত্রনার মাঝে কালাতিপাত করবে। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সর্ব সাধারনের বুঝার সুবিধার্থে বলেন ''যদি আলেমগণ এসব মিথ্যা বলে থাকেন, তবে বন্ধুগণ মিথ্যা হলে খুবই ভাল। কারণ, আপনিও কবরে যাবেন আর আমিও কবরে যাব। যদি মথ্যা হয় তবে আপনিও বেঁচে গেলেন, আমিও বেঁচে গেলাম। আর যদি সত্য হয়েই যায়, তখন আমার বা উপায় কি? আপনার বা উপায় কি? পুনরায়তো আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূল(সা:)-এর নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	জুমা'র নামাজ
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৬৪,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	কার্তিক ১৩৯৬ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থখানা জুমা'র নামাজ ফরজ, জুমা'র নামাজের ফযীলত ও জুমা'র নামাজের শানে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে রচনা করা হয়েছে।

জুমা'র নামাজ ফরজ এ অধ্যায়ে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তৎকালীন কিছু আলেম যারা এদেশে জুমা'র নামাজ ফরজ নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে জুমা'র নামাজ যে ফরজ তা প্রমাণ করেছেন।

জুমা'র নামাজের ফযীলত অধ্যায়ে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বেহেস্তি জেওর ১১তম খন্ডের ১৮৩ পৃঃ থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করে জুমা'র নামাজের শানে ৭টি হাদীস উল্লেখ করে গ্রন্থখানা শেষ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	**দোযখের দুঃখ বা দোযখের ওয়াজ**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৬৪.
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	অগ্রহায়ন ১৪০২ সাল।
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

কোন ব্যক্তি বা দল আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশ অমান্য করে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে তওবা ব্যতিরেকে মৃত্যু বরণ করলে তার প্রতিদান স্বরূপ যে স্থান দেয়া হবে মূলতঃ তাই হচ্ছে দোযখ বা জাহান্নাম। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক অত্র গ্রন্থখানাতে মানুষকে জাহান্নাম হতে নিস্কৃতি পাবার পন্থা বলে দিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে জাহান্নামের যেই বিভৎসতার কথা উল্লেখ রয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে দোযখের বর্ণনা ঃ

১। সূরা ক্বামারের ৪৮নং আয়াতে এসেছে, ''যেদিন তাদেরকে মুখ হিছড়ে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।''

২। সূরা দোখান-এর ৪৭ থেকে ৪৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, ''একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও, জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার

Dhaka University Institutional Repository

উপর আবার ফুটন্ত ঢেলে দাও। স্বাদ গ্রহন কর, তুমিতো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত।''

আল্লাহ তায়ালা ক্রোধান্বিত হয়ে জাহান্নামে অবস্থানরত সম্মানিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলবেন, ''পার্থিব জীবনে যখন তুমি আমাকে ভুলে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ছিলে, পরকালের জন্য কিছুই করনি, তাই এখন আইনানুসারে শাস্তি ভোগ করতে থাক।

দোযখের শাস্তির অসংখ্য আয়াত উল্লেখ পূর্বক এ অংশের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বলেন, আল্লাহর নির্দেশে মু'মিন ও কাফির সবাইকেই পুলছিরাত পার হতে হবে। বেঈমানগণ কেটে কেটে দোযখে পড়বে। আর ঈমানদারগণ বিজলীর ন্যায় পুলছিরাত পার হয়ে বেহেশ্‌তে চলে যাবে।

হাদীস শরীফে দোযখের বর্ণনা ঃ

১। হযরত আবূ হুরায়রা(রা:) হতে বর্ণিত, রাসূল(সা:) বলেছেন, ''দুনিয়ার যে অগ্নি আল্লাহ পাক দিয়েছেন, এই অগ্নির তেজের চেয়ে দোযখের অগ্নির তেজ সত্তর গুন বেশী হবে।''-বুখারী ও মুসলিম)

২। হযরত সামুরাহ(রা:) বলেন, রাসূল(সা:) ফরমাইয়াছেন, ''দোযখীগণের শাস্তি পাপ পরিনমানে হবে। কারো টাখনু পর্যন্ত অগ্নিতে ডুবে থাকবে। কারো হাটু পর্যন্ত, কারো কোমর, কারো গলা পর্যন্ত।''(মুসলিম)

এভাবে অসংখ্য হাদীস জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক মুনাজাতের মাধ্যমে জাহান্নাম হতে নিস্কৃতি পাবার আকাংখা পোষন করে গ্রন্থখানা শেষ করেছেন।

নাম	ঃ	ভেদে মা'রেফত বা ইয়াদে খোদা
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৯৬,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	অগ্রহায়ন ১৪০২ সাল।
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থখানায় প্রকৃত পীরের পরিচয় উল্লেখ পূর্বক মা'রেফতের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করে পীরের নিকট মুরীদ হবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক দুনিয়াকে স্বপ্নের সাথে তুলনা করে বলেন, স্বপ্নের সাধ পূরণ করতে যেয়ে নিজ স্থায়ী বাড়ী জান্নাত বা বেহেশ্‌তকে নিলামে দিবেন না। জান্নাত প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রকৃত পীরের নিকট মুরীদ হয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সা:) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে জান্নাত লাভের চেষ্টা করা উচিত।

প্রকৃত পীরের পরিচয় দিতে যেয়ে তিনি বলেন, যিনি স্বীয় জীবনকে শরীয়ত ও মা'রেফতের সমন্বয়ে গড়ে তুলে দুনিয়ার ভোগ বিলাস উপেক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

করে সর্ব সাধারণকে সর্বদা দ্বীনের পথে পরিচালনায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন, তিনিই প্রকৃত পীর।

পীরের নিকট মুরীদ হবার পর তার দেয়া প্রতিটি কাজকে যথাযথ ভাবে পালন করা আবশ্যক।

নাম	ঃ	**হযরত ক্বারী ইব্রাহীম সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৫৬,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	মাঘ, ১৩৯৫ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ
		সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার
		সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী
		২/৩ প্যারীদাস রোড,
		ঢাকা-১১০০।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক গ্রন্থখানায় স্বীয় উস্তাদ ও পীর হযরত ক্বারী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। তাঁর জীবনী লিখেতে যেয়ে তিনি যে বিষয়গুলো প্রাধান্য দিয়েছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্বারী মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব কিভাবে মুরীদ হন, খিলাফত লাভ করেও কতদুর পরিশ্রম করেছিলেন এবং তাঁর ইন্তিকাল।

Dhaka University Institutional Repository

হালকায়ে জিক্‌রের হাজিরা বহি

এ গ্রন্থে জাকেরীনের কি কি কাজ এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁদের পরীক্ষা দিতে হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

নাম	ঃ	**বেহেশ্‌তের নূর বা নামাজ শিক্ষা**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৬০,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	ফাল্গুন ১৩৯৬ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে ঈমানের পরই নামাজের স্থান। মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে নামাজ। নামাজ যেমন মানুষকে অন্যায়, অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখতে সক্ষম তেমনি নামাজ মু'মিনদের জন্য মে'রাজ স্বরূপ। তাই প্রতিটি মুসলিম নর নারীর নামাজ যাতে করে আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়। এই প্রত্যাশাকে সামনে রেখেই মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক গ্রন্থখানা রচনা করেছেন।

গ্রন্থখানায় পাক-নাপাক, হায়েজ-নেফাছ ও ওজু-গোসল এবং ফরজ নামাজ সহ অন্যান্য নামাজের জরুরী মাসয়ালা সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। ওমরী কাজার বিবরণ সহ সকল প্রকার কলেমা উল্লেখ করে, রোযার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পূর্বক গ্রন্থখানায় ১০টি সূরা সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	কবরের আযাব সত্য দেখিনা কেন? বা কবরের সুখ-দুঃখ
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৬০
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	ফাল্গুন, ১৩৯৭ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

জন্ম নিলেই মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতেই হবে। এটাই চিরন্তন সত্য। আর এই চিরন্তন সত্যকে মেনে নিয়েই মানুষ মৃত্যুর পর সমাহিত হয় কবরে। কবরে শান্তি ও শাস্তি নির্ভর করবে তার আমল বা ক্রিয়া কলাপের উপর। এ বইখানা মূলতঃ কবর সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই রচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	**সূরা আর রহমানের শরীফের বঙ্গানুবাদ**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	৫৬,
চতুর্দশ সংস্করণ	ঃ	১৩৯১ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
মুদ্রণে	ঃ	এম, এন, ইসলাম ফাইন আর্ট প্রেস হেমায়েত উদ্দিন রোড, বরিশাল।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক গ্রন্থখানাতে সূরা আর-রহমান-এর প্রায় প্রতিটি আয়াতের অনুবাদ লেখার সাথে সাথে তার সংক্ষিপ্ত তাফসীর লিখেছেন। তিনি আশেকীনদের মুনাজাত উল্লেখ পূর্বক গ্রন্থখানা শেষ করেছেন।

নাম	ঃ	**সূরা ইয়াছীন শরীফের তাফসীর ও মওতের শান্তি**
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	১২৬,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	কার্তিক ১৩৯৬ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থখানার শুরুতে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক অন্তিমকালে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণে জীবিত লোকদের কি করা কর্তব্য তার বিবরণ দিয়ে সূরা ইয়াসীন-এর বিস্তারিত তাফসীর লিখে আশেকে রাসূলদের বিনয়ী ফরিয়াদ উল্লেখ পূর্বক গ্রন্থখানা শেষ করেছেন।

নাম	ঃ	তাফসীরে তাবরাকাল্লাজী বা ঊনত্রিশ পারার তাফসীর
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	১৩৬,
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	ভাদ্র ১৩৯৯ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

গ্রন্থখানায় ২৯ পারার সূরাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি সূরার অনুবাদ সহ সংক্ষিপ্ত তাফসীর লেখা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	ঃ	তাফসীরে আমপারা বা ৩০ পারার তাফসীর
পৃষ্ঠা সংখ্যা	ঃ	১৫২.
সংশোধিত সংস্করণ	ঃ	কার্তিক ১৩৯৫ সাল
প্রকাশক	ঃ	সৈয়দ রশীদ আহমদ ফেরদাউছ সৈয়দ নাছির আহমদ কাওছার সৈয়দ খোরশেদ আহমদ রেদওয়ান
পরিবেশনায়	ঃ	আল এছহাক প্রকাশনী ২/৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক অত্র গ্রন্থখানাতে ৩০ পারার প্রতিটি সূরার প্রতিটি আয়াতের সরল অনুবাদ সহ সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা লিখে মানুষকে পরকালের নাজাতের পথ দেখিয়ে দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থখানার শেষে সূরা সমূহের ফাওয়ায়েদ ও নামাজের দু'আ সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম

(চরমোনাই-এর বর্তমান পীর সাহেব)

মহান স্রষ্টা আল্লাহ বিশ্ব মানবতাকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করলেও মহানবী হযরত মোহাম্মদ(সা:) পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হবার পর প্রকৃত খোদা ভীরু আলেম সমাজের উপর ন্যস্ত হয় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ মহান দায়িত্বই এক সময় ন্যস্ত হয়েছিল আল্লাহর কুতুব মরহুম মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর উপর।

শরীয়তের একান্ত অনুসারী মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক উজানীর প্রখ্যাত ক্বারী মরহুম মোহাম্মদ ইব্রাহীম এর নিকট হতে খিলাফত লাভ করার পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইসলামের যে সুমহান

Dhaka University Institutional Repository

খিদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন তরাই ফলশ্রুতিতে লক্ষকোটি মুসলমান হিদায়াতের রাজপথ পেয়ে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(সা:)-এর সন্তুষ্টি অর্জন করে নিজেদেরকে ধন্য করতে পেরেছে। ইসলামের সুমহান আদর্শকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখার প্রয়াসে তিনি বাংলার আনাচে কানাচে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মুজাহিদ কমিটি নামে এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, তিনি যুগোপযোগী এমন ২৭ খানা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন যা পাঠান্তে পথহারা অসংখ্য মানুষ হিদায়াতের পথ পেয়ে নিজেদের ধন্য করছে। মূলতঃ তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর একজন মহান সংস্কারক।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোহাম্মদ ওবাইদুল হক

(খতীব, জাতীয় মসজিদ)

প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক, ইসলামী চিন্তাবিদ, অসংখ্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মুজাহিদ কমিটি নামে একটি আদর্শ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা- মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর নিকট হতে খিলাফত লাভ করে শরীয়ত ও মা'রেফত-এর শিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করে দেশ থেকে শির্ক, বিদ্আত ও কুসংস্কার মুলোৎপাটন করে সত্যিকার ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিরামহীন সাধনা করে গেছেন।

ইসলামের এই মহান সাধক নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। তাই তিনি দেশের আপামর জন সাধারণ থেকে পেয়েছেন একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক

(বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ)

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি বিশ্ব মানবতাকে পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত ওয়াজ নছিয়তের সাথে সাথে মুরিদদের মধ্য হতে যোগ্যতম ব্যক্তিদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করে 'মুজাহিদ কমিটি' নামে একটি আদর্শবাদী সংগঠন গঠন করে সমাজ হতে শির্ক, বিদ্আত, হিন্দু রুসুম-রেওয়াজ ও যাবতীয় কুসংস্কার উচ্ছেদ করে মানুষকে আল্লাহ মুখী করে তুলেন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তুলেন অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করেন 'চরমোনাই রশীদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা' নামে এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। সর্বপরি তিনি সাধারণ মানুষের জন্যে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এমন সাতাশ খানা যুগোপযোগী গ্রন্থ রচনা রচনা করে গেছেন। যা দ্বীন ইসলামের খিদমতকে আরো সংহত, আরো বিস্তৃত ও বলিষ্ঠতর করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবুল বাশার

(পীর সাহেব, শাহতলী)

সুন্দর এই ধরিত্রীর বুকে মহান স্রষ্টা আল্লহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে সহজ সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত যুগে যুগে অসংখ্য নবী, রাসূল পাঠানোর পর মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) এর মাধ্যমে এর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করে যে সকল প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের কাজকে চালিয়ে নিচ্ছেন শাহ সূফী মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাঁদেরই একজন। ইত্তেবায়ে রাসূল বা সুন্নতের একান্ত অনুসারী শাহ্ সূফী সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেব ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর পথ ভোলা মানুষদের জন্য আদর্শের মূর্ত প্রতীক। 'জেহাদে ইসলাম' নামক তরীকে বাহন করে তিনি বাংলার আনাচে-কানাচে যেভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে তৎপর ছিলেন তা সত্যই কল্পনাতীত।

তিনি শুধু দ্বীনের প্রচার কার্য চালিয়েই ক্ষ্যান্ত ছিলেন না। মহানবী (সা:)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। সর্বোপরি দুঃস্থ-দুর্গত মানুষের সেবা ও নওমুসলিমদের পুনর্বাসন এবং জাতীকে সঠিক পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে গড়ে তুলেছিলেন 'মুজাহিদ কমিটি' নামে এক বিশাল প্রতিষ্ঠান-যা আজ বাংলার বার কোটি মানুষের জন্য আলোবর্তিকা হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোঃ বেলায়েত হুসাইন

(প্রখ্যাত আলিম ও বহুভাষাবিদ)

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ছিলেন বাংলার এক খ্যাতনামা আলিম ও শ্রদ্ধাভাজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত রাখা, দ্বীনি এলেম শিক্ষাদান, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা জাতি যুগ যুগ ধরে স্মরণ রাখবে নিঃসন্দেহে।

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরী

(প্রখ্যাত চিকিৎসক ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ)

হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেবকে দেখার সুযোগ হয়েছে ১৯৭২-৭৩ খ্রীঃ। আমি চিকিৎসক এবং তিনি চিকিৎসাধীন আমার কাছে। নীহারিকা পুঞ্জের মত অসংখ্য রোগক্লিষ্ট মুখের মধ্যে প্রসন্ন হাসিচ্ছটায় চাঁদের মত উদ্ভাসিত যে একটি মুখ এখনও স্মৃতির আকাশ জুড়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে, সে মুখ হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেবের।

কিছু ব্যক্তিত্ব এমন যা দুর থেকেও প্রভাবিত করে। কাছে যেতে না পারলেও মানুষ সে উষ্ণতার উত্তাপে মুগ্ধ হয়। হযরত মাওলানা সৈয়দ এছহাক সাহেবের অসংখ্য মুরিদান রয়েছে যারা তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, ভক্তি করেন। মুরিদ না হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ অসংখ্য মানুষের মধ্যে আমিও একজন। এত সহজ-সরল মানুষ, এত সহজ-সরল আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ সত্যিই বিরল।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী

(প্রাক্তন অধ্যাপক, সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ)

বরিশালের নদীমাতৃক শ্যামল দৃশ্যে ভরা স্বাপ্নিক চরমোনাই-এর সৌভাগ্যশালী গ্রামে ফুটন্ত বেহেস্তি ফুল, যুগ শ্রেষ্ঠ ওলী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেবের সার্বিক আদর্শ ও আধ্যাত্মিকময় প্রভাবে বাংলা তথা বিশ্বের অনেক স্থানেই পথ ভ্রষ্ট বহুলোক প্রকৃত মু'মিন ও রাসূল (সা:)-এর প্রিয় উম্মত হয়েছে। বর্তমানে রকমারী জাগতিক ঘোলাটে পরিবেশে তাঁর ন্যায় মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ওলী ও পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন যে কতুটুকু তা ভাষায় ব্যক্ত করা সত্যিই দুরূহ।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষণজন্মা সেই মহান ওলীর পদযুগলে চিরদিনই ঋনী। আমাকে মানুষের সাথে চলার উপযোগী করে তোলার পেছনে সবটুকু তাঁরই দান ও দু'আ।

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ্ব জনাব মৌলবী আব্দুল অদুদ

(বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বিদ্যোৎসাহী)

আল্লাহ্ পাকের অপার মহিমায় সৌদি আরব, সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটেন ও ভারতের অনেক স্থান সফর করার সুযোগ হয়েছে আমার। তৎসংগে অনেক পীর, বুজর্গ, ওলী, দরবেশ ব্যক্তিদের দর্শনও ভাগ্যে জুটেছে। বাংলাদেশের বহু বুজর্গ, ওলীদের দু'আ নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু বরিশাল চরমোনাই-এর পীর, বুজর্গ, মুহতারাম হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর সংস্পর্শে ও সহযোগিতায় আমি এক নজীর বিহীন দৃষ্টান্তের সম্মুখীন হয়েছি।

আমার অধীনে প্রায় আটশত কি নয়শত শ্রমিক কাজে নিয়োজিত ছিল। বহু আলেম দিয়েও ওয়াজ নছিয়ত করিয়েছি। একমাত্র হযরত পীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেবের ওয়াজ নছিয়তের উছিলায় অনেক শ্রমিকই সঠিক পথ পেয়ে সিনেমা, তাস, জুয়া ছেড়ে সর্বদা সুন্নতী জামা ও টুপী পরিধান করছেন এবং একজন প্রকৃত নামাজী ব্যক্তি হয়ে সমাজে দ্বীন ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর বহু অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। ক্ষুদ্র মুখে এই মহান ব্যক্তির গুনাবলী বলার সাহস আমার হয় না। আমি মহান আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাই করব আল্লাহ যেন তাঁর মিশনকে কিয়ামত অবধি চালু রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী শাহ্ মোহাম্মদ হেসামুদ্দীন খান

(ঢাকা, বরিশাল ও পটুয়াখালী জিলার প্রাক্তন টেক্সেশন অফিসার)

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বি যুগ শ্রেষ্ঠ ওলী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র:) এর শাশ্বত চিশ্তীয়া ছাবেরীয়া তরিকার অনন্য প্রচারক, ইসলাম ও আধ্যাত্মিক জগতের মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেব যদিও আজ আমাদের মধ্যে নেই, তবুও তাঁর অকৃত্রিম আদর্শ ও একনিষ্ঠ সাধনা এদেশের মুসলিম মানসপটে চিরদিন জাগরিত হয়ে থাকবে। প্রকৃত আল্লাহর বান্দা হিসেবে তিনি নিজের জীবন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ন্যায় এহেন নিরলস ওলী ও হাদী ব্যক্তির বর্তমানে আরও কিছু দিন বেঁচে থাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারী

(ইসলামী মহিলা শিক্ষা একাডেমী-এর প্রিন্সিপাল)

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ছিলেন প্রতিটি মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন সহ প্রতিটি কাজে সফলতা লাভের জন্য নিজে যেমন সময়ের মূল্য দিতেন, তেমনি তাঁর ভক্ত অনুরক্তদেরকেও দিতে বলতেন। ওয়াদা রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে কোন বিপদ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতেন। খেটে খাওয়া শ্রমিক মজুরের কাছে তিনি ছুটে যেতেন ইসলামের সুমহান আদর্শ নিয়ে। ইসলামের ঘোরতর শত্রুকেও তিনি ইসলামের সুমহান বানী শুনিয়ে আপন করে নিতেন। তিনি সমাজের ছোট বড় সবাইকেই সমান চোখে দেখতেন।

নির্লোভ, নিরহংকার, মহান এই মনীষীর আদর্শ চির জাগরুক থাকুক এটাই আমাদের কাম্য।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রব

(বিশিষ্ট শিল্পপতি)

ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ খাদেম, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ছাহেব চাল চলনে ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে। তাঁর সদা হাস্যোজ্জ্বল নূরানী চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই মানুষ ভক্তি শ্রদ্ধায় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ত। তাঁর যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ শুনে মানুষ যেমন জান্নাতে যাবার পথ খুঁজে পেত তেমনি জাহান্নামের বিভীষিকাময় অবস্থা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ত।

শরীয়তের একান্ত অনুসারী মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ছাহেব আজীবন মানব সেবায় যে অবদান রেখে গেছেন তা দ্বারা যুগ যুগ ধরে মানবজাতি উপকৃত হবে নিঃসন্দেহে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর

অমূল্য বয়ান

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-এর অমূল্য বয়ান

আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল (সা:) এর উম্মতগণ! আমি আপনাদের খেদমতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(সা:)-এর তরফ থেকে কয়েকটি কথা বলব, আপনারা একটু খেয়াল করবেন।

আমাদের সামনে দুনিয়া ও আখেরাত আছে। আমি এখানে আখেরাত নিয়ে বসেছি। দুনিয়া হল অশান্তির জায়গা আর আখেরাত হল পরম সুখের স্থান।

দুনিয়াতে আজ আমি অসুস্থ। কতই না কষ্ট পাচ্ছি। আশা করি আমার গুনাহ-খাতা মাফ করার জন্য আল্লাহ এই ব্যারাম দিয়েছেন। দু'আ করবেন, যেন দুনিয়া থেকে ঈমানের সাথে যেতে পারি। মরতে তো হবেই, তবু মনে চায় যে, কষ্ট হলেও আল্লাহর বান্দাদের কিছু দ্বীনের কথা বলে যাই।

ভাই, একটা বিশেষ কথা-আপনারা তো আর কুরআন হাদীস ঘাটেন না, কুরআন শরীফ নিয়ে চিন্তা করেন না। সব সময় একই চিন্তা পেটে কি দিব। সেই বিশেষ কথা হল এই, কুরআন শরীফ থেকে সমস্ত ওলামাগণ ওয়াজ করেন। আমি প্রত্যেক মজলিসে লোকদের একীন পয়দা হওয়ার জন্য বলে থাকি যে, কুরআন শরীফ সত্য না মিথ্যা এ কথাটা আমরা কেমনে বুঝি? এই কুরআন শরীফের কথা কি ঠিক আল্লাহই বলেন? না

Dhaka University Institutional Repository

আরবের থেকে কোন লোকে আরবীতে লিখে পাঠাল? এটা কেমনে ধরবেন?

তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে নিজে বুঝিয়ে দেন, তিনি বলেন, ''বান্দারা! আমি তোমাদের কুরআন যেমন দিয়েছি, কুরআনের অর্থও বুঝিয়েছি।''

বান্দা, আমি তোমাদেরকে আকল দিয়েছি। আকল দ্বারা তোমরা ধরে নিবে। এই কুরআন শরীফ যে বাস্তবিক পক্ষে আমার কালাম এটা বুঝ না? এখন শুন, এই কুরআন আমি আরশের থেকে পাঠালাম, না কোন মানুষ আরবের থেকে লিখে পাঠাল এটা তোমরা কেমনে বুঝবে? আল্লাহ তায়ালা নিজেই বুঝিয়ে দেন, দেখ বান্দারা আমি কুরআন শরীফের মধ্যে দুনিয়ার আয়াতও নাযিল করেছি আর আখেরাতের আয়াতও নাযিল করেছি।

আমার দুনিয়ার আয়াতগুলো যদি ঠিক হতে পারে তাহলে আমার আখেরাতের আয়াত কেন মিথ্যা হবে? অনেকে বলে, হুযুর, আখেরাতের আয়াততো আমরা চোখে দেখি না। আখেরাত কি জিনিস? কবরের মধ্যে আযাব কিভাবে হবে? ও মিয়া আখেরাত আছে, কবরের মধ্যে আযাবও হবে। হুজুর(সা:) বলেন, ''কারোর কবরটা হবে জাহান্নামের গর্ত আর কারোর কবরটা হবে আগুনের কুয়া।''

মিয়ারা, আমরা তো শুধু বয়ান করে যাই। কেহ চাক্ষুস দেখাতে পারি না। কোন আলেমেই দেখাতে পারে না, অথচ কবরের আযাব সত্য। আমার রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন ''কোনকোন নাফরমানের কবরে নিরানব্বইটা সাপ হবে, কিয়ামত পর্যন্ত মুর্দাকে কামড়াতে থাকবে। আর

Dhaka University Institutional Repository

কারও কবরে ফেরেশতা থাকবে, লোহার গুর্জা দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পিটাতে থাকবে''। মরার পরে সবই সামনে আসবে। কিয়ামত হবে, সব কিছুর হিসাব দিতে হবে, মিয়ারা। কিয়ামত হবেই।

আপনারা মনে করতে পারেন-হিন্দুরা তো পুড়ে শেষ হয়ে যায়। মুসলমানেরা কবরের মাটিতে মিশে যায়। কোথায় যায় তার হাত, পা, চোখ, এগুলোকে কি আর কোন দিন খুঁজে পাওয়া যাবে? তাছাড়া এত দিন যে লক্ষ কোটি মানুষ দাফন হয়ে গেছে, এত মানুষ কি উঠাতে পারবে?

এখন যদি আপনারা আমাকে দেখাতে বলেন, আমি দেখাতে পারব না, এটা হল আখেরাত। বুঝতে পারলেন তো? ও মিয়া! তুমি যদি এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়, তাহলে তোমাকে দোযখে সাত হাজার বছর থাকতে হবে; নাউজু বিল্লাহ। কানে তো শুনলেন; কিন্তু কোন আলেমের দেখানোর সাধ্য নেই। হে মিয়া! যদি তোমরা আল্লাহর হুকুম মান, হালকায়ে জিক্‌র কর, মাদ্রাসা কায়েম কর, মাদ্রাসার জন্য খরচ দাও, আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম রাখো, তাহলে তোমরা বেহশ্‌ত পাবে।

দেখ মিয়া, আমি বলে গেলাম, কুরআন শরীফ ধরে বলে গেলাম, তবুও যদি আপনারা বলেন, হুযুর! কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব কিছু দেখি-টেখি না তো, এখন আমি আপনাদের কেমনে বুঝাব। দেখুন স্বয়ং আল্লাহ আপনাদেরে বুঝায়। দেখ, এই কুরআন শরীফে বেহশ্‌ত-দোযখ, কবর-হাশর এটা হল আখেরাতের আয়াত। এই কুরআনে দুনিয়ার অনেক আয়াতও আছে, তোমরা দেখ কুরআনে বর্ণিত দুনিয়ার আয়াতগুলো ঠিক আছে কি না? যদি দুনিয়ার আয়াতগুলো ঠিক থাকতে পারে তাহলে আমার

Dhaka University Institutional Repository

আখেরাতের আয়াত কেন মিথ্যা হবে? আল্লাহ্ বলেন, "ও মানুষ তোমাদের প্রত্যেকের গলার উপর মওতের ছুরি রেখে গেলাম।" (সুরা আল-ইমরান-৭১)

তিনি আরও বলেন, "যদি ও তোমরা পাহাড় কেটে তার মধ্যে লুকিয়ে যাও, তবুও আমার মওত থেকে তোমরা পরিত্রাণ পেতে পারবে না"। (সূরা নেছা-৭৭)

এটা হল দুনিয়ার আয়াত, মরণ চোখে দেখি। কেননা বাবার এন্তেকাল হয়ে গেছে, মায়ে মরে গেছে। চোখের সামনে দেখলাম। এখন আল্লাহ কয়, এই আয়াত তোমার গলায় বাঁধবে কি এক দিন? কি মিয়ারা! আপনাদের প্রত্যেকের গলায় এই আয়াতটি বাঁধবে না একদিন? এই আয়াত সত্য তো? দুনিয়ার আয়াত সত্য হল তো? আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,"অতঃপর তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হবে।" (সুরা মু'মিন ৬৭)

এ আমার আব্দুর রহমান! আমি ওয়াদা করলাম। তোমার চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমি জোয়ানী রাখব, চল্লিশ বছরের পর থেকে তোমার চুল পাকাব। গায়ের শক্তি কমাব। আমার কুরআন শরীফে আমি ওয়াদা করলাম। কও দেখি, আমার এই ওয়াদা ঠিক আছে নি? আমার দুনিয়ার আয়াত ঠিক হল নি? চল্লিশবছর পরে তোমার চুল পাকল নি?

হে বৈজ্ঞানিকরা! হে মন্ত্রী- মিনিষ্টাররা! হে সরকার বাহাদুররা! ফিরাও দেখি আমার এই আয়াত। ফিরাতে পার নি? চল্লিশ বছর পর থেকে আমি তোমাদের বয়স্ক করব। এ আয়াত আপনাদের পছন্দ হয় কি? এ

Dhaka University Institutional Repository

আয়াত সত্য হল কি? আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, ''প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একেকটি ওয়াদা রয়েছে।'' (সুরা ইউনুছ-৪৯।)

এ আব্দুর রহীম! তোমাদের প্রত্যেকের মওত তো হবেই কিন্তু মওতের তারিখটা শুধু আমার জানা আছে, তোমরা কেউ জানতে পারবে না কে কবে মারা যাবে। সেই তারিখ তোমরা কেউ জান না। কেমন কেউ জানেন আপনারা? আল্লাহ্ বলেন, আমার এই দুনিয়ার আয়াত ঠিক হল নি? তোমরা কে কবে মরবে বলতে পার নি? দুনিয়ার আয়াত দিয়া আল্লায় আখেরাত বুঝায়। যাতে আমরা বুঝতে পারি বেহেশ্ত দোযখ সত্য না মিথ্যা? অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,'' তুমি রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দাও। (সুরা ইমরান-২৭।)

হে রহীমুদ্দী, হে আব্দুর রহমান! তোমরা একটু দেখ, আমার এই আয়াত ঠিক হয়নি? আমি কুরআনে ওয়াদা করেছি অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে রাত্রকে আমি বড় করব এবং দিনকে আমি ছোট করব, কও দেখি অগ্রহায়ন-পৌষ মাসের রাত্র আমার আইন মানল নি, দিনে আমার আইন মানল নি? দিন ছোট হল নি? রাত্র বড় হল নি? কেমন? আমার ভাইরেরা, কও এই আয়াত ঠিক আছে নি? আপনারা সকলে হ্যাঁ বলছেন। কেউ না বলতেও পারবেন না, সাধ্যও নেই।

আল্লাহ পাক বলেন, দেখ আমি কুরআন শরীফে ওয়াদা করেছি-অগ্রহায়ন-পৌষ মাসে উত্তরের বাতাস আমি দক্ষিণে পাঠাব এবং সেই বাতাসের দ্বারা তোমাদের শীত লাগাব। ও আবদুর রহীম। তুমি কাঁপো কেন? কয়, আমারে শীতে ধরছে। আচ্ছা তুমিই বিচার কর, শীত কলো না

Dhaka University Institutional Repository

ধলা? তুমি দেখছ নি? কয় না। এখন বুঝে নাও, যেই খোদা তোমারে গোপনে গোপনে শীত দিয়ে কাঁপাতে পারল, সেই খোদা গোপনে তোমাকে আযাব দিতে পারবে না? সুবহানাল্লাহ! কও ভাই, তোমরা যারা ঈমান আন, কুরআন শরীফ বিশ্বাস কর,তাহলে তোমরা কেন বিশ্বাস কর না যে, আল্লাহ কবরে আযাব দিতে পারেন?

আল্লাহ তোমাদেরে বুঝায়-হে আবদুর রহীম! তুমি কান্দ কেন? ও হালীমা খাতুন তুমি কান্দ কেন? কয়- আমার পেটে বেদনা করে। আচ্ছা তুমিই কও দেখি, তোমার পেটের বেদনা কালা না ধলা? বেদনা তুমি দেখছ নি? বলে - না। এখন তুমি বুঝে লও যেই খোদা গোপনে তোমার পেটে বেদনা দিয়ে তোমারে কান্দাতে পারল সেই খোদা কবরে গোপনে আযাব দিতে পারবে না? সুবহানাল্লাহ! সকলে সুবহানাল্লাহ বলেন ভাই। তুবও আল্লাহ্ বুঝবেন যে, আমার বান্দারা আমার কালাম বিশ্বাস করে।

হে আবদুর রহীম! তুমি বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছ, তোমার স্ত্রী পাশে পান খায়, তুমি খাবে (স্বপ্নে) দেখ, তুমি বরিশাল গেছ। বরিশাল গিয়ে রাত্র বারটার সময় বাড়ীর দরজায় এসে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়েছ। এমন সময় তোমার দুশমন তোমার বুকের উপর লেজা মেরে তোমাকে আহত করেছে। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। এখন তুমি চিৎকার করছ, আমারে ধর-ধর। তোমার স্ত্রী পাশে বসে পান খায়। তোমার স্ত্রী একটুও টের পেল নি? দেখল নি?

যেই খোদা তোমারে বিছানায় শুয়ায়ে বরিশাল নিয়ে রাত বারটায় বাড়ীর দরজায় এনে দুশমন তৈরী করে তোমার বুকে লেজা মেরে রক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বের করে দেখাতে পারল। সেই খোদায় বুঝি তোমারে বাড়ীর দরজার কবরে নিয়ে আযাব দিতে পারবে না?

ভাইয়েরা! আমি তোমাদের সৎ পরামর্শ দিতে বসেছি। এ সব কথা সত্য না মিথ্যা? দেখ আল্লাহ তায়ালা কেমন সুন্দর বুঝায়। বলে, ও মানুষ! আমার কুরআন সত্য না মিথ্যা? একটু মাথা খাটাও। আমি কুরআন শরীফে ওয়াদা করেছি-পূর্ণিমায় আমাবস্যায় আমি পানি বেশী দেব, কও দেখি পানিতে আমার আইন মানল নি? পূর্ণিমা অমবস্যায় পানি বেশি হল নি? কোরআন শরীফ সত্য হল নি? আমি কুরআন শরীফে ওয়াদা করেছি,আমি পৌষ মাসে ধান পাকাব। কও দেখি পৌষ মাসে ধান পাকল নি? পৌষ মাসে আমার আইন মানল নি?

আমি কুরআন শরীফে ওয়াদা করেছি। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম- কাঁঠাল পাকাব। কার্তিক মাসে সুপারী পাকাব। কও দেখি, জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার আইন মানল নি? জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কাঁঠাল পাকল নি? কার্তিক মাসে আমার আইন মানল নি? কার্তিক মাসে সুপারী পাকল নি? সুপারী গাছে আমার আইন মানল নি? এখন তুমি বুঝে লও। আমার কুরআনের আইন পানিতে মানল, রাত্রে মানল, শীতে মানল, ধানে মানল, আম কাঁঠাল গাছে মানল, সুপারী গাছে মানল, আর তুমি সাড়ে তিন হাত মানুষ আমার কুরআনের আইন মানবে না? তোমাকে বুঝি আমি এক দিন ধরতে পারব না? আল্লাহ বলেন, ''আমি যেদিন ধরব, সেই দিন বুঝবা আমি মাওলা কেমনে তোমারে ধরব, তুমি বুঝতেও পারবে না, তুমি ভাবছ কি?''(সুরায়ে বুরুজ-১১)

Dhaka University Institutional Repository

তোমারে আমি আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছি। বান্দা! তোমার কি একটুও জ্ঞান নেই? গাছে আমি তুলা দিয়েছি কেন? গাছের তুলা আমি গরুকে খেতে দেই নি। গাছের তুলা দিয়েছি তোমারা লেপ তোষক বানাবে, বালিশ বানাবে, বালিশ মাথার নীচে দিবে। কেননা তোমরা আমার আশরাফুল মাখলুকাত, হাউশের বান্দা। তোমাদের মাথা যদি নীচে পড়ে থাকে আমি দেখে সহ্য করতে পারব না। হে বান্দা! বড় হাউশ করে তোমাদেরে আমি বানিয়েছি।(সুরায়ে বাকার-২৩৫)

বান্দারে!'' আমার ঘুম নেই, ঝিমানীও নেই''। (সূরায়ে বাকারা-২৫৫) তুমি রাত্রে ঘুমাও, আমি মাবুদ পাহারা দেই, নইলে তোমাকে কে পাহারা দেয়? সেই মা'বুদ আমি। এত হাউশ করে তোমাদেরে বানালাম, আমি তোমাদের কি জন্য বানালাম, তুমি একটু মাথা খাটিয়ে দেখ। আমি গরু বানিয়েছি হাল চালাতে, মুরগী বানিয়েছি ডিম খেতে, খেজুর গাছ বানিয়েছি রস খেতে। ও আমার রহীমা খাতুন, আবদুল্লার ঝি তোমারে বানালাম কেন?

আল্লাহ বলেন, ''আনজীর ফলের কসম খেয়ে বলছি, যয়তুন ফলের কসম খেয়ে বলছি, কোহে তূরের কসম খেয়ে বলছি এবং মক্কা শরীফের কসম খেয়ে বলছি, আমি মানুষকে অতি উত্তম ছুরতে বানিয়েছি''। এমন সুন্দর ছুরতে আমি কোন জীব বানাই নি। আমার বান্দারা! আমি গরু বানিয়েছি হাটুতে একটি জোড়া দিয়ে। তোমাকে কত জোড়া দিয়ে বানিয়েছি? তোমাকে তিনশত ষাট জোড়া দিয়ে বানিয়েছি। বান্দা তোমার হাতের করে আমি জোড়া দিয়েছি কেন? দাগ দিয়েছি কেন? প্রত্যেক মানুষের হাতের করে দাগ আছে, উদ্দেশ্য কি?

Dhaka University Institutional Repository

কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য বান্দা দাঁড়াবে, যখন নেকীর চেয়ে গুনাহর পাল্লা ভারী হবে তখন কাঁদতে থাকবে, চিৎকার করবে। এমন সময় আল্লাহ বলবেন, হে হাতের করা, তুমি সাফাই সাক্ষি দাও। দেখ, আমার বান্দারে কোন রকম খালাশ করা যায়নি? বলবে, হে মাবুদ! আপনার এই বান্দা একদিন তাছবীহ ছিড়ে গেলে হাতের করে টেনে টেনে আপনারে বোলাইছে। আল্লাহ বলবেন, যাও হাতের করে যে বান্দার জন্য সাফাই সাক্ষি দিবে সেই বান্দারে আমি দোযখে দেব না। বান্দা! তুমি একটু মাথা খাটিয়ে দেখ। তোমারে আমি কি জন্য বানিয়েছি?

দেখ, আঠার হাজার মাখলুকাত, কোন জীবের কপাল আমি যমীনে লাগাতে দেই নি। তোমার এই চার আঙ্গুলের কপালখানা আমি যমীনে লাগাতে দিলাম কেন? তুমি যদি মুর্খের চেয়েও মুর্খ হও, তুমি যখন 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যাও, সিজদায় যেয়ে 'সুবহানারাব্বিয়াল আ'লা' বলে টান দাও আমি মাবুদ থামতে পারি না। আমি নূরের চাঁদর তোমার কপালের নীচে বিছিয়ে দেই। এখন চিন্তা কর, তোমারে আমি নামায পড়তে বানালাম কি না? তোমাকে তো আমি নামায পড়ার জন্য বানিয়েছি। এখন বান্দা, ফজরের সময় তোমারে ডাক দিলাম, ঘুমিয়ে রইলে। জোহরে ডাক দিলাম, পেলাম না, আসরে ডাক দিলাম পেলাম না। মাগরেবে ডাক দিলাম, পেলাম না। এশায় ডাক দিলাম, পেলাম না। তুমি নামাযই পড়লে না। এখন বান্দা, তুমিই বিচার কর, তোমারে জবেহ করে কেউ খাবে তাও জায়েয রাখলাম না। তোমরা চামড়া দিয়ে জুতা বানাবে, তাও জায়েয রাখলাম না। এখন তোমাকে আমি কোন কামে লাগাব?

আল্লাহ বলেন, হে রাসুল(সা:) আপনি জানিয়ে দিন, এই বেনামাজীর দ্বারা আমি একটা কাম লইব, দোযখের আগুন জ্বালাতে

Dhaka University Institutional Repository

জ্বালানী লাগবে, বেনামাজী দ্বারা আমি দোযখের আগুন জ্বালাব, তাকে দিয়ে আমি লাকড়ীর কাম নিব।

বান্দারে, তোমার কি মোটেও জ্ঞান নেই? ক্ষেতের থেকে ধানগুলো মাথায় করে আন। এনে তোমরা ঝাড় ঝেড়ে যেগুলো ধান হয়, যার মধ্যে চাউল থাকে সেগুলো কুলার কোলের দিকে আন আর মোড়া বা গোলার মধ্যে উঠাও। আর যেগুলো উড়ে উড়ে যায় সেগুলো তোমরা কি কর? কুড়িয়ে চুলাতে দাও। আল্লাহ্ বলেন, আমিও কিয়ামতের দিন এরূপ করব। আমার ফসল হল মানুষ। এগুলোকে কবর থেকে উঠিয়ে একটা ঝাড়া দিব। ঝাড়া দিয়ে যার মধ্যে আমি নামাযের নূর পাব, সুন্নতের নূর পাব, জিক্‌রের নূর পাব, তাদেরে আমি বালাখানায় উঠাব। আর যেগুলো উড়ে উড়ে যাবে, আমি ফেরেশ্‌তাদের বোলাব আর বলব, ওদেরে কুড়িয়ে কুড়িয়ে দোযখে দাও। এগুলো আমার বান্দা না।

ভাই, কুরআন শরীফের কোন আয়াত বা কোন কোণায় বা হাশিয়ায় যদি পেতাম যে, আল্লাহ এক ওয়াক্ত নামায মাফ করবেন তা হলে আর এত চিৎকার করে বুঝাবার কোন দরকার হতো না। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী, আমার মনে পড়ে আজ আমার বয়স প্রায় চৌষট্টি বছর, আমার জীবনে এক ওয়াক্ত নামায আল্লাহর ফযলে কাযা হয় নি।

ভাই, তোমরা খেয়াল করে দেখ, সব জিনিসের বদল আছে, কিন্তু তোমার হায়াতের কোন বদল নেই। সবকিছু হায়াতে করতে হবে, মরার পরে আর কিছুই করার থাকবে না। ভাই, আমি তোমাদের সামনে কিছু মামলা নিয়ে বসেছি। আমাকে তোমরা উকিল মনে করে আমার কাছে দৌড়াচ্ছ। তোমাদের উপর পাঁচটা মামলা দায়ের হবে। মউত এক মামলা,

Dhaka University Institutional Repository

কবর এক মামলা, হাশর এক মামলা, মীযান এক মামলা ও পুল সিরাত এক মামলা।

এই পাঁচ মামলার জন্য আমি আমার পীর সাহেবের পিছেও দৌড়িয়েছি। এখন তোমরা মাথা খাটিয়ে দেখ-কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম সবই আছে। এখন যদি কবর আযাব মিথ্যা হয়, তাহলে ভাই তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। তুমিও বেঁচে গেলে, আমিও বেঁচে গেলাম। কিন্তু যদি সত্য হয়ে পড়ে। ভাই, তখন তোমার বা উপায় কি? আমার বা উপায় কি? ভাই, কি জন্য দুনিয়াতে আসলে? এসে লাভ কি? দোযখ কামাই করতে এসেছ নাকি? জাহান্নামে যেতে চাও? এই যে, দেখ, আল্লাহ পাক কেমন সুন্দর বুঝায়, মানুষ মনে করছে-আমরা মরে যাব, মাটির সাথে মিশে যাব। আল্লাহ আবার কিয়ামতের দিন উঠাবে কিভাবে?

হে আবদুর রহীম! তুমি মনে রেখ, তোমরা সমস্ত মানুষ মাটির নীচে গলে যাবে। তোমাদের নাভীর তলে হল মানুষের দানা। প্রথম শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে আমি তামাম দুনিয়া গলিয়ে ফেলব, এরপর মাঠ করব। তারপর দ্বিতীয় ফুঁকে তোমাদের নাভীর তলা মাটির যে জায়গায় থাকবে সেইখান থেকে অবিকল সেই সুরতে তোমাদের উঠাব, যে সুরতে তোমরা দুনিয়াতে ছিলে। মনে রেখ, আমি তোমাদেরকে এক ফোটা নাপাক পানি দিয়ে, তোমাদের সুরত না দেখে যদি নতুন করে বানাতে পারলাম, তাহলে আমি তোমাদের চল্লিশ পঞ্চাশ বছর দেখে অবিকল সেই সুরতে কেন বানাতে পারব না?

বান্দা! তোমরা ধলা আলু লাগাও। ধলা আলু থেকে আমি ধলা আলু তৈরী করি। তোমরা রাঙ্গা আলু লাগাও। রাঙ্গা আলু থেকে আমি রাঙ্গা আলু

Dhaka University Institutional Repository

তৈরী করি। তোমাদের হাজারো প্রকারের ফসল যদি আমি ঠিকমত উঠাতে পারি। আমার আর কোন ফসল নেই। মানুষ হল আমার ফসল। আমার এই ফসল বুঝি আমি ঠিক মত উঠাতে পারব না?

ও ভায়েরা! আপনারা মনে রাখবেন, আমি কুরআন শরীফ ধরে আপনাদের বুঝিয়ে দেই। যেই ভায়েরা দাড়ী কামান এবং দাড়ী কামান অবস্থায় মারা যান, এই কুরআন শরীফ হাতে লয়ে বলে গেলাম, কিয়ামতের দিন দাড়ী কামান অবস্থায় উঠবেন। আর কিয়ামতের দিন উঠা মাত্র রাসুলূল্লাহ (সা:) এর নিকট দৌড়াবেন সুপারিশের জন্য। হযরত বলবেন, ''তুই দূর হ, দুর হ - তুই আমার না। তুই আমার উম্মত না। ভাই আমরা যে যে সুরতে মরব আল্লাহ বলেন, আমি মাটির নীচ থেকে সেই সুরতে তৈরি করব। কেমন এ সমস্ত কথা আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে তো? মাটির নীচে যত লোকের দাফন আছে, আওয়্যালীন আখেরীন সকলেই হাশরের মাঠে উঠবে। উঠেই প্রত্যেকে ইমাম ধরবে। সুপারিশকারী খুঁজতে থাকবে।

ও মিয়ারা! তোমরা ক্ষেতের মধ্যে ধান চাষ করে থাক, এই ধান যখন কেটে আন মোটা ধানের পালায় মোটা ধান রাখ না? চিকন ধানের পালায় চিকন ধান রাখ না?

আল্লাহ বলেন, তোমাদের বুদ্ধি আছে আর আমার কি বুদ্ধি নেই? আমি নেক লোকদের সাথে নেক লোকদেরকে রাখব। গুনাহগারদের সাথে গুনাহগারদেরকে রাখব। ও আমার বান্দাগণ, যখন সকাল হয় বকরীর খোপ ছেড়ে দাও, বকরী বের হয় যায়। মোরগের খোপ ছেড়ে দাও, মোরগ বের হয়। ঘরের দুয়ার খুলে দাও ছেলে মেয়েরা বের হয়। মহিষের ঘর খুলে

Dhaka University Institutional Repository

দাও, মহিষ বের হয়ে যায়। গরুর ঘর খুলে দেও, গরু বের হয়ে যায়। আবার সন্ধ্যা বেলা গরুর ঘরে গরু নেও। গরুর ঘরে মহিষ নেও কি? মোরগের খোপে মোরগ নাও। সেখানে বকরী নেও কি? বকরীর খোপে বকরী নেও। সেখানে ছেলেমেয়েদের নেও কি?

তোমাদের দেখি বুদ্ধি আছে, আর আমি মাওলার বুদ্ধি নেই? জেনে রাখ, আমারও বুদ্ধি আছে। আমিও কায়দা করব। তোমরা কেমনে ভাগ দেখি। তোমরা হাশরে কার পিছে দাঁড়াবে? সেটা তোমাদের ইচ্ছে। তোমরা দুনিয়ায় যে আমল করে যাবে, যার সাথে দুনিয়াতে থাকবে, কেয়ামতের দিন তার কাতারে থাকবে। তাঁর কাতারে নিয়ে আমি তোমাদেরকে খাড়া করব। এখন দেখেন, আপনারা কোন দলে দাঁড়াবেন। আপনারা আমার তালেবে এলেম। সুতরাং আপনারা একটা ঠিক করে নেন।

কুরআন সত্য, এ কথা আশা করি আপনাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে, এর মধ্যে আর সন্দেহ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাদের সকলকে দাঁড় করাবেন। আল্লাহ বলেন, ''আমি পাপীদের পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে লয়ে যাব।'' (মারিয়াম-৮৬) জিহবাটা বের হয়ে যাবে। ভাই মারাত্মক দুরাবস্থা হবে। ভাই সাহেব, আল্লাহ আরো বলেন, ''তোমাদের প্রতি ছাড়া হবে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুঞ্জ। তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না।'' (আর-রহ্মান-৩৫) আগুনের প্রচন্ড ধুয়া নাকে মুখে ঢুকতে থাকবে। সেই ধুয়ায় মগজ গলে নাক দিয়ে বেরুতে থাকবে। মানুষ চিৎকার করতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করবেন, আয় রাসূল! আপনার পিছে যে কোটি কোটি লোক দাঁড়িয়ে আছে সূর্যের গরম তাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তাই দাক্ষিণের থেকে যে আগুণ

Dhaka University Institutional Repository

উঠবে তাদের জন্য তা হারাম হয়ে যাবে। তামার যমীন তাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

হযরত বলবেন, তোমরা ঘাবরিও না, চিন্তা করো না। তোমরা আমার পিছে আছ। তোমরা হাউজে কাউছারের এক পিয়ালা পানি পান করে যাও। পঞ্চাশ হাজার বছর আর পানির পিপাসা লাগবে না। ভাই তোমরা বেশী জ্ঞানী, না মৌলভীরা! তোমরা নির্বোধ বেওকুফ, না আমরা আলেমরা? কিয়ামতের দিন রাসূল (সা:) এর পিছে যদি উঠতে চাও তাহলে আল্লাহর হুকুম মেনে চল।

শুনে রাখ যারা নাকি দুনিয়াতে ঈমান আন নি তারা কিয়ামতের দিন আবু জাহেলের পিছে উঠবে। তাদের তামার যমীনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তাদের মাথার তালু ফেটে ফেটে মগজ বেয়ে পড়বে। জিহবা নাভির নিচ পর্যন্ত বের হয়ে পড়বে।

ভাই, আমার কবরে আমি যাব। তোমার কবরে তুমি যাবে। কিয়ামতের দিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিছে কে কে উঠতে চাও? সকলেইতো দেখা যায় উঠতে চাও, আলহামদুলিল্লাহ! ভাই সকলেই তো হযরতের পিছে উঠবা বলে আশা প্রকাশ কর, ধোকাবাজীতে কাজ হবে না। মুখের দাবীতে ফায়দা হবে না। মুখের কথার সাথে কাজের মিল থাকতে হবে।

তোমরা দাড়ী কামিয়ে রাসূল(সা:)-এর পিছনে উঠবে। হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে উঠবে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিছে? হুক্কা খেয়ে উঠবে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পিছে? চুরি করতে করতে জজ হবা, ডাকাতি করতে করতে ডাইরেক্টর হবা। এসব পাগলামী না তো কি? আমি সাফ সাফ কথা

Dhaka University Institutional Repository

বলে যাব, তোমরা যাই মনে করো না কেন? বিড়ি খেতে খেতে, দাড়ী কাটতে কাটতে তুমি রাসুলুল্লাহ (সা:) -এর পিছে উঠতে চাও, ওটা ভন্ডামী ছাড়া আর কি হতে পারে?

কিয়ামতের দিন রাসুলুল্লা(সা:)-এর পিছে উঠতে হলে বেশী না, তোমার তিনটা জিনিস লাগবে। এই তিনটা জিনিস যদি ঠিক করে যেতে পার তাহলে রাসুলুল্লাহ(সা:)-এর পিছে থাকতে পারবে। এখন শুন তিনটা জিনিস কি?

ভায়েরা, আমি নিজের থেকে বলছি না। দেখ আল্লাহ নিজে বলেন, ''হে আমার বান্দারা, তোমাদের পরহেজগারী লেবাস লাগবে''(সূরা আরাফ-২৬)। তাই আলেমের ছুরত ধরা লাগবে, যদি তুমি মুর্খের চেয়েও মুর্খ হও। আমরা হক্কানী আলেমরা যে সুন্নতী জামা গায়ে দেয় তোমাদেরও একটা সেই সুন্নতী জামা বানান লাগবে, এইটা তোমাকে সারাদিন গায়ে দিয়ে বসে থাকা লাগবে না। নামাজ পড়তে যাও, গায়ে দিয়ে যাও, মোটকথা একটা সুন্নতী জামা লাগবে।

ভাই দেখ, আমি একদিন এক কিতাবে পেলাম, মুসলমান যখন মৃত্যুবরণ করে সাথে সাথে একজন সি আই ডি পুলিশ এসে হাজির হয়। একজন ফেরেশতা এসে মৃত্যুর সময় কি কি জিনিস পাওয়া গেল তার লিষ্ট তৈরী করে। এটা মস্ত বড় রেকর্ড। এই যে দেখ মানুষ খুন হয়ে গেলে দারোগা এসে রিপোর্ট লেখে। এমনিভাবে তোমার মৃত্যুর সাথে সাথে ফেরেশ্‌তা আসবে। ফেরেশ্‌তা এসে দেখল কি? পেল কি? পেল একটা সুন্নতী জামা, কল্লিদার জামা। পেল একটা মেছওয়াক। পেল একটা টুপী।

Dhaka University Institutional Repository

পেল একটা জায়নামায। পেল একটা পাগড়ী। এই রেকর্ডটা লিখে আল্লাহর অফিসে জমা দিবে।

আল্লাহর অফিস হল চতুর্থ আসমানে। কোন জায়গায় কলেরা পাঠাতে হবে, বসন্ত পাঠাতে হবে, তুফান পাঠাতে হবে, সব ঐ অফিস থেকে ঠিক হয়। তো, রিপোর্ট আল্লাহর অফিসে জমা হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হবে এটা আমার প্রিয় বান্দা। ও আমার ফেরেশ্‌তারা তোমরা তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। তার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছাও, তাকে জান্নাতের লেবাছ পরাও। তার কবরের দিকে জান্নাতের দরজা খুলে দাও।

ভায়েরা চিন্তা কর, যদি তোমার মৃত্যুর পরে এই রিপোর্ট লেখা হয় যে, হরিচরনে দাড়ি কামায়, তুমিও দাড়ি কামাও। হরিচরণ বিড়ি খায়, তুমিও বিড়ি খাও। হরিচরণে আলফেট কাটে, তুমিও আলফেট কাট। হরিচরণ কাফের, বাইস্কোপ দেখে তুমিও দেখ। হরিচরণ পেশাব পায়খানায় যেয়ে ঢিলা লয় না, তুমিও লও না। হরিচরণের স্ত্রীর পর্দা নেই , তোমার স্ত্রীরও পর্দা নেই। এখন যদি তোমাকে রাসুলুল্লাহ (সা:)-এর পিছে দাঁড়া করাতে হয় তাহলে হরিচরণের অন্যায় করেছে কি? তুমি বিচার কর, কথাটা সত্য না মিথ্যা। কথাটা আইন মত, না আইনের খেলাপ। এখন তুমি দাড়ি কামায়ে বুঝি রাসুল্লাহ (সা:) -এর পিছে দাঁড়াবে? এই আশা করছ নি? এই সব ভুয়া আশা। এই সব পাগলামীতে কাজ হবে না।

ঢাকা টাউনে একদিন ওয়াজ করা অবস্থায় জজ, ব্যরিষ্টার, ডাইরেক্টর, কালেক্টর এ সব বড় বড় সাহেবরা সব আমার কাছে আসে। কেউ মাথা উঠায় না। আমি বলি, কেমন সাহেবরা বোঝেন কি? আমি জজ

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি তো বড় জজ - রাত্রে মশারী টাংগান নি? বলল, জী হুযুর। কালেক্টর সাহেবরে জিজ্ঞাসা করি - আপনি মশারী টাংগান নি? বলে, জী হুযুর। এসব অফিসাররা আমাকে খুবই মহব্বত করেন। একেবারে জান-প্রাণের চেয়ে বেশী। মনে হয় তাদের জানের চেয়ে আমার মহব্বত বেশী তাদের অন্তরে। তাদেরকে আমি বললাম, আপনারা কি মশারী টাংগান। বলে জী হুযুর, আমরা মশারী টাংগাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? বড় বড় সেপাই সৈন্যরা দেখি বন্দুক রাইফেল নিয়ে আপনাদের গেটের মধ্যে পাহারা দেয়। তাহলে বলি, এই সব ছোট ছোট মশায় যখন আপনাদের ভয় করে না, তাহলে কবরে নিরানব্বইটা সাপে আপনাদের ভয় করবে কেন? সাপেরা আপনাদের ভয় করবে এমন কোন প্রমাণ পেয়েছেন নি?

আমি আপনাদের খেদমতে বেশী চিৎকার করব না। এখন আপনারা ঠিক করেন, আপনারা কি করতে চান? আমি কিন্তু শুধু ওয়াজ করব না, করে আবার কাজে লাগাব। কয়টা লোকের মধ্যে লাগাতে পারি আমি সেই চেষ্টা করব। ওয়াজ করে চলে যাব তা হবে না।

হে মিয়ারা, যদি তোমরা বাইন মাছ হও, বাইন মাছ চিনেন তো? মিয়ারা, মাটির উপরে থাকে না, কাদার নীচে থাকে। ঠোট জাগায়ে থাকে। যত জাল মার বাইন মাছ কয়, যতই জাল মারো আমি তোমাদের জালের ঘাইতে আটকাব না। তোমাদের এ মজলিসের মধ্যে যারা বাইন মাছ আছ - মুসলমানদের বাইন মাছ, তাদের আমি রেখে যাব। তোমরা ভাই থাক। তোমাদের আমি কিছুই বলব না, তোমরা থেকে যাও। কিন্তু মনে রেখ টেডা লয়ে কোপাতে কোপাতে আসছে, যেদিন তোমার কলিজার মধ্যে টেডার জ্বালা ঢুকবে, যেদিন খোদ আজরাইল (আ:) কলেরা লয়ে আসবে, বসন্ত

Dhaka University Institutional Repository

লয়ে আসবে, সেদিন তোমার কলিজায় কামড় দিয়ে ধরবে। সেদিন কেন্দে কুলাতে পারবে না।

ও মিয়া, তোমরা তো খালি ওয়াজ শুনবার পাগল। খালি জিজ্ঞাস কর, হুযুর ওয়াজ করবেন কোন সময়ে? শুধু ওয়াজে কাজ হবে না। তোমরা তো আমার তালেবে এলেম। ঠিক করে বলো দেখি তোমরা কি করতে চাও। আমি তোমাদেরে একটু বেহেশ্‌তের কাপড় পরাতে চাই। ভাই দুনিয়াতে পুলিশের লেবাস ভিন্ন, মেলেটারীর লেবাস ভিন্ন। আল্লাহ বলেন আমার পেয়ারা বান্দা, যারা বেহেশতে যাবে তাদের লেবাস বুঝি ভিন্ন হবে না? তোমরা আবার বুদ্ধি খাটাও, তর্ক কর যে, হুযুর কয় তো ভাল কিন্তু দিল ঠিক না করে জাহেরে সুন্নতী দিয়া কি করব? কাজেই দিলটা ঠিক করে নেই, এই তো তোমরা বলবে।

দেখ আল্লাহ উত্তর দেয় - ''আমি আউয়াল, আমি আখের, আমি জাহের, আমি বাতেন''(সূরা আল হাদীদ-৩), বান্দা তুমি তোমার জাহের ঠিক করবে আগে, তোমার দিল ঠিক করার জামিন হলাম আমি। যেমন দেখ তুমি আগে বিয়ে শাদী করবে, আমি ছেলে মেয়ে দিব পরে। তুমি গাছ লাগাবে আগে, আমি ফল দিব পরে। বান্দা যখন তুমি সুন্নতী জামা গায়ে দিবে, মাথায় টুপী রাখবে, আমি মা'বুদ দেখে থামতে পারব না, তোমার দিল আমি ঠিক করে দিব। আমি বলব, এই সুরতের মানুষ আমি দোযখে দিলে বেহশ্‌তে নিব কাকে?

ভাই দেখ, তাফসীরে কাবীরের মধ্যে লেখা আছে - একদিন মুসা (আ:) তুর পাহাড়ে গেছেন, এমন সময় আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন, ''হে মুসা তোমার ডান হাতে কি? মুসা(আ:) বলেন, মা'বুদ এটা একটা

Dhaka University Institutional Repository

লাঠি''(সূরা ত্বোহা, ১৭-১৮)। আল্লাহ বললেন, তোমার এই লাঠি ময়দানে ছেড়ে দাও। মুসা(আ:) যেইমাত্র লাঠি ছাড়লেন সেটা গড়িয়ে একটা সাপ হয়ে গেল। বিরাট সাপ। তিন মাইল লম্বা সাপ। পাহাড় বরাবর উঁচু। সাপের ডাকের চোটে পাহাড় কাঁপে, যমীন কাঁপে, মুসা(আ:) ভীত হয়ে দৌড়াতে লাগলেন। আল্লাহ বললেন, ''হে মুসা, তুমি এই সাপটাকে ধর, ভয় পেও না।''(সূরা তোহা, ২১) মুসা(আ:) বলেন, আল্লাহ বলেন কি? সাপ ধরতে হবে? পাহাড় বরাবর উঁচু, তার ডাকে যমীন কাঁপে। মিয়ারা, মুসা (আঃ)-কে আল্লাহ সাপ ধরতে বললে কতটুকু কষ্ট হয়েছিল? আর তোমাদের সুন্নতী জামা বানাতে বললে কতটুকু কষ্ট হয়? একটু অনুমান কর। যাই হোক, আল্লাহ যখন সাপ ধরতে বলেন, এখন না ধরেও উপায় নেই। আল্লাহ্‌র হুকুম না মেনে মুসা (আঃ) যাবেন কোথায়? মুসা (আঃ) যেই মাত্র সাপের নিকট গেছেন সাপ ধরার জন্য, তার গায়ে হাত দিয়েছেন, বাস যেই লাঠি-সেই লাঠি। সুবহানাল্লাহ! তার পরে আল্লাহ মুসা (আঃ) কে বলেন হে মুসা(আ:), এখন তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, তাকে হিদায়াত কর। মুসা (আঃ) ভাইকে (হারুন (আঃ)) সাথে নিয়ে ফেরাউনের বাড়ীতে গেলেন। তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তওবা করতে বললেন। ফেরাউন ঈমান না এনে মুসার সাথে মোকাবেলায় নামলেন। দিন তারিখ অনুযায়ী মুসা এক বিরাট ময়দানে উপস্থিত হলেন। ফেরাউন বলে, মুসা(আ:) তো আসছে আমাকে হিদায়াত করতে, ও যাদুকররা! তোমরা এস মুসাকে পরাজিত করার জন্য। তোমরা ময়দানে সাপ আর বাঘ ছাড়। এসে তারা এক একটা ছড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে ছাড়ে আর সাথে সাথে বিরাট বিরাট সাপ হয়ে যায়। আবার দড়ি পাকিয়ে ছাড়ে, বিরাট বাঘ হয়ে যায় এভাবে ছাড়তে ছাড়তে তামাম ময়াদান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মুসা (আঃ) লাঠি লয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ফেরাউন শুধু মুচকি মুচকি হাসে আর

Dhaka University Institutional Repository

বলে- মুসা এইবার বুঝ, কেমনে আবার আসবা আমাকে হিদায়াত করার জন্য। এদিকে আল্লাহ বলেন, ''হে মুসা তুমি এখন লাঠি ছাড়।''(সূরা-ত্বোহা-১৯) মুসা (আঃ) যেই লাঠি ছেড়েছেন, সেই লাঠি বিরাট বড় সাপ হয়ে গেল এবং যাদুকরদের তামাম বড় বড় সাপ আর বড় বড় বাঘ সব গিলে ফেলল। সমস্ত মাঠ খালি হয়ে গেল, টোকায়ে টোকায়ে মাঠের সব খেয়ে ফেলল। এখন ভাই, ঐ সাপ মাথা উঠিয়ে দৌড়ায়ে ফেরাউনের বাড়ীর দিকে রওনা হল। যখন ঐ সাপ ফেরাউনের বাড়ীর দিকে রওনা করেছে ফেরাউন মুসা(আ:)-এর নিকট হাত জোড় করে কয়-ও মুসা, তুমি আমার বাড়ীতে লালিত-পালিত হয়েছ, তোমার পাও ধরছি, তুমি এই সাপটাকে ফিরাও। তোমার এই সাপ যদি আমার বাড়ীতে যায় আমার দালান কোঠা সব গিলে ফেলবে। মুসা(আ:) যে-ই সাপটাকে ধরে ফেলল, যেই লাঠি সেই লাঠি হয়ে গেল।

কয়েক শত যাদুকর ছিল। সমস্ত এসে মুসা(আ:)-এর পায়ের উপর পড়ল এবং বলতে লাগল হুযুর, আমরা সকলে মুসলমান হয়ে গেলাম। আমরা বুঝলাম, আপনি খোদার তরফ থেকে এসেছেন। আর আমরা যাদু লয়ে এসেছি। আপনি খোদার নিয়ামত লয়ে এসেছেন আপনার সঙ্গে কারও তুলনা করা চলে না।

যাই হোক, সকল যাদুকর মুসলমান হয়ে গেল। সকলে হাত উঠায়ে মুনাজাত করে। মা'বুদ গো, তুমি পাঠালে ফেরাউনের নিকট ফেরাউনের হিদায়াত করার জন্য, সে জায়গায় যাদুকররা হিদায়াত হয়ে গেল, মুসলমান হল; কিন্তু ফেরাউন কেন হল না: আল্লাহ পাক উত্তর দেয়-ও মুসা! ঐ যাদুকররা তোমার জামা গায়ে দিয়েছে, তোমার ছুরত ধরছে,

Dhaka University Institutional Repository

আমি মাবুদ থামতে পারি নি। এজন্য আমি ওদের মুসলমান হওয়ার তৌফিক দিয়ে দিলাম।

কিন্তু ফেরাউন তোমার লেবাস পরেনি, তোমার ছুরত ধরেনি, এ জন্য তারে আমি হিদায়াত করিনি। এখন বোঝ ভাই সুন্নতী জামার মধ্যে কি জিনিস আছে। অনেকক্ষণ ধরে আমি এই কথাটা আপনাদের বুঝালাম। এখন যদি কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ(সা:)-এর পিছে দাঁড়াতে চাও, সাফ সাফ কথা ধোকা বাজীতে কাজ হবে না। আজ থেকেই নিয়ত করে নিতে হবে-কেউ দশ দিনে, কেউ পনের দিনের মধ্যে একটা সুন্নতী জামা বানিয়ে নিবে। যে যে বানাতে নিয়ত রাখ আমার সাথে ওয়াদা কর। আমি তার জন্য খাছ করে দু'আ করব। কেমন মিয়ারা, তোমরা আছ কেউ? এই পাগলা খাতায় নাম লেখাতে পার? যারা বাইন মাছ হবা তারা কিন্তু পারবা না। তারা সুন্নতী জামা বানাবানা তারা আর আল্লাহর দিকে ফিরবা না। তারা গড়ায়ে গড়ায়ে জাহান্নামে যেয়ে পড়বাই পড়বা। তোমাদের আমি টেনে টেনে দেখি ফেরাতে পারিনি। তোমাদের চেহারার দিকে চাইলে মনে হয় তোমরা চার আনা লোক নামাযী আর বার আনা লোক তিন ওয়াক্ত পড়, আর দুই ওয়াক্ত পড় না। বিড়ি খাও, চেহারার মধ্যে জাহান্নামের চিহ্ন পড়ে গেছে। দোযখের দাগ পড়ে গেছে। তোমারা দোযখের কিনারে বসে রয়েছ। শুধু আজরাঈলের আসা বাকী আছে। এসে ধাক্কা দিলেই সোজা জাহান্নামে পড়ে যাবা। আজ আমি তোমাদের টেনে উঠাতে চাই। আর তোমরা খামটি দিয়া থাকতে চাও।

মিয়ারা, তোমাদের আমি কি জিনিস দিতে চাই, কিয়ামতের দিন মনে করবা। সেদিন সকলের সাথে দেখা হবে। তোমরা যদি আমার কথা মান আল্লাহ যদি নেয়, ইনশাআল্লাহ আমরা বেহেশতে যাব। আল্লাহ যদি

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের মাফ করে তাহলে আমারা একে, অন্যের বেহেশ্‌তে বেড়াতে যাবো। সেই বেড়ান ভাই বড় মজার হবে। আমার বিবি আজ তোমার জন্য দেখা হারাম। তোমার বিবি আমার জন্য দেখা হারাম। খেয়াল করছো তো তুমি আমার মুরীদ তবুও তোমার বিবি আমার জন্য দেখা হারাম। কিন্তু কিয়ামতের পর বেহেশতের মধ্যে পর্দা থাকবে না। সেখানে জান্নাতীদের মনের কোণায়ও যদি কোন খেয়াল আসে সেটাও আল্লাহ পুরা করবেন। সেখানে কোন অভাব থাকবে না। শান্তি আর শান্তি। সেই শান্তির আর শেষ নাই। সেই দিন তোমাদের বিবিরা আমাকে সালাম করবে এবং আমাকে বলবে, হুযুর! আপনি আমাদেরকে পর্দায় থাকতে বলেছিলেন, নামায, রোজা করতে বলেছিলেন, জিক্‌র বাতিয়েছিলেন আপনার সেই সব কথা মানার জন্য আজ আমরা জান্নাতে আসতে পেরেছি। এই সব খুশীর দিন সামনে আসছে, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি না মান তো শুনে রাখ, দোযখে যাবার জন্য মেহনত লাগবে না। দোযখে যেতে চাইলে শুয়ে শুয়ে যেতে পারবে। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাবা, নামায তরক করবা, শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানবা, শুয়ে শুয়ে হুক্কা খাবা। বাস সহজেই জাহান্নামে চলে যাবে।

তোমরাই বল, মুর্খ হতে হলে মেহনত করা লাগে? বেকুফ হওয়ার জন্য মেহনত করা লাগে? এতক্ষণ ভাই একটা কথা গেল যে তোমরা যারা বেহেশ্‌তে যেতে চাও, রসূলুল্লাহ(সা:)-এর পিছে দাড়াতে চাও তাদের একটা একটা সুন্নতী জামা লাগবে।

তারপর দ্বিতীয় কথা হল ভাই-হামেশা মাথায় টুপি রাখতে হবে। কি জন্য ভাই? কিতাবে লেখে দুনিয়াতে যারা হামেশা মাথায় টুপি রাখবে কিয়ামতের দিন সূর্যের প্রখর তাপে যখন মগজ গলে গলে পড়বে তখন

Dhaka University Institutional Repository

এই টুপির ওছিলায় খোদার ফযলে মাথায় সূর্যের গরম লাগবে না এবং কিয়ামতের দিন এই টুপির স্থানটুকু আমার রসুলুল্লাহ(সা:) পাঁচ শত বৎসর দুরের রাস্তা থেকে চিনে ফেলবেন আর বলবেন, এই যে আমার উম্মত, এই যে আমার উম্মত, এই যে আমার উম্মত। ওদের মাথার উপর নূর দেখা যায়। আস। আস। তোমরাই আমার উম্মত। আস এক পেয়ালা হাউজে কাউছারের পানি খেয়ে যাও। পঞ্চাশ হাজার বছর আর পিপাসা লাগবে না।

কেমন মিয়ারা পারবে তো এই ছবকের উপর আমল করতে? যারা পাকা ইরাদা করবেন, আমি তাদের জন্য দু'আ করব, আল্লাহ তাদের জন্য সহজ করে দিবেন।

তারপর তিন নম্বর কথা ভাই। খুব খেয়াল করে শুনবে। আমি তোমাদের অনেককে দেখছি যে, তোমরা জাহান্নামের কিনারে বসে আছ। জীবন ভরে গুনাহ করেছ কোন গুনাহ বাকী রাখ নি। টোকায়ে টোকায়ে পাপ করেছ এখন তোমাদের রেহাই পাবার উপায় কি? আমি তো তোমাদের আখেরাতের উকিল। আমি সমস্ত কুরআন শরীফ খুঁজেছি যে কুরআন শরীফে এমন একখানা আয়াত পাওয়া যায় কিনা? যেই আয়াতের উপর আমল করলে আসমান যমীন পরিমাণ গুনাহ করে থাকলেও মাফ হয়ে যায় এবং তার দোযখের আগুন হারাম হয়ে যায়। ভাই, অনেক খুঁজতে খুঁজতে আমি এই আয়াত খানা পেয়েছি। ''সেখানে সকাল-সন্ধায় তাঁর পবিত্রতার ও মহিমা ঘোষনা করে''। (সূরা নূর-৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

ভায়েরা, মাগরিব পড়ে তোমরা একুশটা মিনিট আল্লাহর জিকর কর। যদি কোন দিন মাগরিব পড়ে না পার এশার পরে একুশটা মিনিট আল্লাহ্‌র জিক্‌র কর। আর ফজর পড়ে জিক্‌রে বসে বেলা উঠলে এশরাক পড়ে যাও, কোন দিন যদি ফজর পড়ে জিক্‌রে বসতে না পার তাহলে হাটতে হাটতে জিক্‌র করে নাও। কেননা আল্লাহ বলেন ঃ ''বান্দা দাঁড়ান অবস্থায় জিক্‌র কর, বসা অবস্থায় জিকর কর। শোওয়া অবস্থায় আল্লাহ্‌র জিক্‌র কর।'' (সূরা আল-ইমরান-১৯১) সুতারাং যে কোন হালাতে জিক্‌র করতে পার। তুমি মিলে কাজ কর, সারা রাত্র থাকতে হয়, সেখানে ঐ অবস্থায় জিকর কর। আল্লাহ্‌ বলেন, এই দুই টাইম যে বান্দা একুশ মিনিট করে আমার জিক্‌র করবে আমি তাকে মাফ করে দিব, তার গুনাহ্‌ খাতা আসমান সমান হলেও আমি মাওলা থামতে পারব না, তাকে ক্ষমা করে দিব এবং তাকে আমার ওলীদের কাতারে শামিল করে নিব। আল্লাহ আপনাদের তৌফিক দান করেন - আমীন।

তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে আরো বয়ান করতে যেয়ে বলেন-

আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রাসূল (সা:) এর উম্মতগণ। আমি আপনাদের খেদমতে এখন যে কথাগুলো পেশ করছি খুব খেয়াল করে শুনবেন। আমার দু'একটা কথায় মানুষ হেদায়াত হয়ে যেতে পারে। কারণ, আমার নিজস্ব কোন কথা নেই। যা পেশ করব আল্লাহর কালামই পেশ করব। এক ফোটা নাপাক পানি দ্বারা যদি একটা মানুষ তৈরী হতে পারে তাহলে আল্লাহ পাকের একটা আয়াতে কি একটা মানুষ আল্লাহর ওলী হতে পারে না?

Dhaka University Institutional Repository

ভাই, আমি প্রথমেই একটা কথা বলে রাখতে চাই, আপনারা অনেকে ঘাবরায়ে যান যে, বরিশালের মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ছাহেব-এর হাতে যেই মুরীদ হয়, সে-ই খালি লাফায় আর চিৎকার করে, কারণটা কি? এমনি তো ভালই দেখা যায়, নামাজে রোজায় অন্যান্য ইবাদত খুবই ভাল। সুন্নতের এত্তেবা করে, কিন্তু ওয়াজ ও জিক্‌র-আজকারের মধ্যে শুধু লাফায় আর চিৎকার মারে। এটাই শুধু অসুবিধা। ভাই আমিতো প্রত্যেক মাহ্‌ফিলে লোকদিগকে বুঝাই যে, দেখ ভায়েরা খামাখা লাফালাফি আর চিৎকার করা বা লোকদের দেখানোর জন্য এসব করা হারাম-হারাম।

নেচে নেচে জিক্‌র করা, গড়াগড়ি করতে থাকা নাজায়েয। ঠান্ডামত ওয়াজ শুনাবে আল্লাহর জিকর করবে এটা হল তরীকা। জিকরের মধ্যে হু হু করে ওঠা হারাম। আমি কিন্তু ছাফ ছাফ ফতওয়া দিয়ে গেলাম। কাজেই কিয়ামতের ময়দানে আমি দায়ী হব না।

এরপরেও তোমরা যদি লাফাও, চিৎকার কর, কুক দেও, হাই করে উঠ, শুনে রাখ এগুলো ছাফ হারাম। কবীরা গুনাহ। সাত হাজার বছর জাহান্নামে থাকতে হবে। সাবধান!

তো ভাই এ ব্যাপারে একটা কথা বলি। আমি আলেমুল গায়েব না। কারো দিলের ভেদ আমি জানি না। কে কি জন্য চিৎকার করে আমি জানি না। তবে যদি কেহ সত্যিকারে জজবার হালাতে এসে অন্তর থেকে চিৎকার কর তাহলে সেটা দূষণীয় নয়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন - ''এক প্রকারের বান্দা আমার জমীনে থাকবে তারা আমার জাকেরের দল।''

Dhaka University Institutional Repository

একজন সুন্দরী মেয়ের দিকে চাইলে বা তার গায়ে হাত দিলে যদি দিলের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে, শরাব পান করলে যদি মানুষ মাতাল হতে পারে, আগুনের পাশে বসলে যদি শরীর গরম হতে পারে, প্রত্যেক জিনিসের যদি তা'ছীর থাকতে পারে, আল্লাহ বলেন, তাহলে আমার নামের মধ্যে কি কোন আছর নেই? আমার নামটা কি খালি একটা নাম?

এর দ্বারা কি মানুষের কলবের মধ্যে তা'ছীর হয়ে সে জজবার হালাতে আসতে পারে না? এখন তোমাদের কেহ যদি বলে যে, আমি জিক্‌র করব কিন্তু চিৎকার দিব না। তার এ কথার উত্তরে আমি বলব যে, প্রথমে জানতে হবে যে, তুমি কোন তরীকার সবক লও। কোন সিলসিলার সাথে তোমার সম্পর্ক? দেখ, দুনিয়ায় কত প্রকারের আগুন আছে। পাট খড়ির আগুনও আগুন, কয়লার আগুনও আগুন আর স্প্রীট ও পেট্রোলের আগুনও আগুন। এখন আপনারা জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা বিচার করেন সবগুলোর ক্ষমতা কি সমান? পেট্রোলের আর স্প্রীটের আগুনের মত ক্ষমতা অন্য আগুনের কি আছে? কি বলেন মিয়ারা, স্প্রীটের আগুনের ক্ষমতা বেশী না?

জেনে রাখবেন ঠিক এমনিভাবে তরীকা তো অনেকগুলোই আছে। মোট একশত ছাব্বিশ তরীকা। মনে রাখবেন, একশত ছাব্বিশ তরীকাকে ছোট করে মাশায়েখগণ এক তরীকা দিয়েছেন। এই তরীকা হচ্ছে চিশ্‌তীয়া ছাবেরীয়া তরীকা। এই তরীকার জিক্‌র অল্প, কিন্তু তার তেজ বড় বেশী। এমন তেজ যে অল্প দিন এই জিক্‌র করলে তোমার অন্তরে আল্লাহর মা'রেফাতের নূর পয়দা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভায়েরা! মা'রেফাত কি জিনিস বুঝতে হবে। মা'রেফাতের উদ্দেশ্য জানতে হবে। মা'রেফাতের আসল উদ্দেশ্য হল, তোমাকে শরীয়তের দিকে নেয়া। তোমাকে শরীয়তের পাবন্দ বানান। যেমন, ধর আমি তোমাকে সবক দিব যে, সকাল-বিকাল একুশ মিনিট করে জিকর করবে। এতে আমার উদ্দেশ্য থাকবে কি? তোমাদেরকে রসূল(সা:) এর সুন্নতের পাবন্দ বানান। মেছওয়াক করে উজু করবে। ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করবে। মোরাকাবার সাথে নামায পড়বে। ছুন্নতী জামা পরবে। মাথায় টুপী রাখবে। বিবিকে পর্দায় রাখবে। প্রভৃতি আমলের পাবন্দ বানানই আমার উদ্দেশ্য। কারণ তোমাকে এসব আমলের পাবন্দ বানাতে পারলে তুমি বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যেতে পারবে।

মোটকথা, আমার সমস্ত ওয়াজ নসীহত ও জিকর বাতানোর উদ্দেশ্যই হল তোমাকে আল্লাহর পথের পথিক বানান। তুমি শরাবে মজা পাও, গান বাদ্য সিনেমা টেলিভিশনে মজা পাও, হুক্কা বিড়িতে মজা পাও, সুদ ঘুষে মজা পাও, দাড়ি কামাতে মজা পাও, তোমাকে আমি কিছুই নিষেধ করব না, দাড়িও রাখতে বলব না, শরাব ছাড়তে বলব না, বিড়িও ছাড়তে বলব না - তাহলে তোমাকে দিব কি? তোমাকে শুধু আল্লাহ তায়ালার নাম বাতিয়ে দিব। আল্লাহর নামের মধ্যে কি আছে তা তুমি কয়েক দিনেই উপলব্ধি করতে পারবে। বেশী না তুমি একুশ দিন একুশ মিনিট করে মাগরিববাদ ও ফজর বাদ জিকর কর। এদিক দিয়ে শরাবও খাও, বিড়িও খাও, কিন্তু একুশ দিন পর তুমি কিভাবে গুনাহ কর আমি দেখব।

দেখ মিয়ারা, আমি যে মাইকে ওয়াজ করছি যদি কারেন্ট না থাকত তাহলে কি আওয়াজ বড় হত? কারেন্ট আছে, আওয়াজ বের হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে তোমার মধ্যে যখন আল্লাহর নূরের কারেন্ট এসে যাবে তখন তুমি কেমনে আল্লাহর নাফরমানী করবে, গুনাহর কাজে যাবে? তুমি আমার সাথে জেদ ধরতে পর যে, হুযুর আমি ছবকও আদায় করব আর আমি গানও শুনব, সিনেমাতেও যাব, শরাবও খাব, বেশ্যা পাড়ায়তেও যাব। দেখি জিকর আমারে কেমনে ফিরায়? তো তোমাকে বেশী কিছু বলব না, তুমি শুধু মাত্র দুই টাইম জিকর কর। মাগরিব বাদ একুশ মিনিট, যদি না পার এশা বাদ একুশ মিনিট, আর ফজর পড়ে এশরাক পর্যন্ত জিকর কর। এশরাক পড়ে চলে যাবে। এই দুই টাইম তুমি আমার বাতান নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহকে বুলাও, তার জিকর কর। আমি দেখব যে এর পরে কেমনে তুমি গুনাহের কাছে যাও। আর তোমার কাছে শয়তান কিভাবে আসে?

ভাই আল্লাহর জিকর-এর মধ্যে বিশেষ শক্তি আছে। আমি জোর গলায় দাবী করতে পারি। এই দাবী না করতে পারলে ইসলাম আমাদের পর্যন্ত আসল কিভাবে? ইসলামের সামনে কু রআনের সামনে শত্রুরা মাথা নত করল কিভাবে? সত্যই ইসলামের মধ্যে এবং আল্লাহর নামের মধ্যে বিরাট শক্তি আছে। আপনারা ফতওয়া শুনলেন জিকরের মধ্যে চিৎকার করা, কুক দেওয়া হারাম। তবে অন্তরের খবর আল্লাহ ভাল জানেন, কেউ অন্তর থেকে চিৎকার করে উঠলে এটা নাজায়েয নয় বা দুষণীয় নয়। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা শুনেন ঃ

একজন পুলিশের লোক জিকর করতে করতে মাহফিলের মধ্যে চিৎকার করে আমাকে জড়ায়ে ধরেছে। এমনভাবে ধরেছে যে, আমি আর তাকে ছাড়াতে পারি না। আশে পাশের লোকেরা এসে ছাড়াল। তার পরে আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম। ভাই, তুমি পুলিশ মানুষ তোমার এই রকম

Dhaka University Institutional Repository

হল কেন? সে বেচারা তো কিছুই বলতে পারে না। মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব মরহুম এই জাতীয় লোকদের সম্পর্কে লিখেন - ''যদি একটা লোক চিৎকার করে উঠে বা কুক দিয়ে গড়াগড়ি করে তাহলে মনে করবে যে তার মধ্যে হালতের জযবা হয়েছে। আল্লাহর নূরের সাথে তার রূহের সম্পর্ক হয়ে গেছে, সে থামতে পারে না। তাকে যদি তোমরা ঠট্টা কর, খারাপ মনে কর তাহলে শুনে রাখ, তোমরা আল্লাহর ওলীর সাথে ঠাট্টা মজাক করলে তার মনে ব্যথা দিলে। সে কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) তোমার সাথে যুদ্ধের ঘোষনা করেছেন।'' তোমরা আল্লাহর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু মনে রেখ যদি তুমি এই মজলিশে বসে জিক্‌র কর, চিৎকার কর, গড়াগড়ি কর আর ঐ রাস্তায় যেয়ে যদি বিড়ি টান তাহলে একীন করতে হবে যে, তোমার মধ্যে শয়তান ঢুকেছে তোমার এই চিৎকার অন্তরের থেকে নয়।

বিড়ির ধোয়া কলবের মধ্যে ঢুকলে কলব কাল হয়ে যায়। কলব নাপাক হয়ে যায়। আর ঐ নাপাক ক্বলবের মধ্যে আল্লাহর নূর কিছুতেই ঢুকতে পারে না। কাজেই মনে রাখতে হবে যে, চিৎকার করবে, আবার বিড়িও খাবে। চিৎকার করবে আবার ভায়ের বৌ-এর সাথে গল্পও করবে, গানের মজলিসেও যাবে, তাহলে বুঝতে হবে তোমার মধ্যে শয়তান ঢুকেছে । আর তাতেই তুমি লাফাও । অবশ্য কেউ যদি পরিস্কার থাকে, তার আমলে কোন ত্রুটি না থাকে, তাকে কোন গুনাহের কাজে দেখা না যায়। এমন ব্যক্তির যদি ক্বালবী হালাতে জিক্‌র হতে থাকে এবং কখনও সে হালতে জযবার কারণে চিৎকার করে তাহলে সেটা মোটেও দূষণীয় নহে, বরং এই জিক্‌রকে বলে সুলতানুল আজকার। এখন তুমি মনে করতে পার 'লা-ইলাহা ইল্লাহ' আমি একবার বললাম তাতে আর কতটুকু

Dhaka University Institutional Repository

আগাতে পারলাম । আমি বলি দেখ, সামনে থাকতে হবে বহু যমানা তার জন্য অনেক আমলের দরকার।

কিন্ত ভাই, আমরা দুর্বল । তাই আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করেছেন । দেখ ভাই দুনিয়াতে আমরা থাকব ষাট, সত্তর বছর। কবরে দশ, বিশ হাজার বছর। তারপরে হাশরের ময়দানে থাকতে হবে পঞ্চাশ হাজার বছর । তারপরে ভাই বেহেশতে কোটি কোটি বছর। যার কোন শেষ নেই।

এতগুলি স্থান অতিক্রম করার জন্য তোমার কোটি কোটি বছরের আমলের দরকার এবং সেই আমল এখান থেকেই করে নিতে হবে। হায়াত শেষ হয়ে গেলে আর কিছুই করতে পারবে না । মৃত্যুর পরে কবরে যেয়ে যদি লাখ ও কোটি বার 'ছুবহানাল্লাহ' পড় কোন কাজে আসবে না ।

এখন ভাই, এই কোটি কোটি বছরের আমল করবে কিভাবে? দেখ ভাই, যদি তুমি জিক্‌রে লাগ, আর পাবন্দীর সাথে জিক্‌র করতে থাক, আল্লাহকে ভয় কর, গুনাহ থেকে দূরে থাক, তাহলে তোমার এমন দিন আসবে যখন তোমার সুলতানুল আওলিয়া খুলে যাবে, সুলতানুল মোরাকাবা খুলে যাবে, সুলতানুল মোশাহাদা খুলে যাবে, তখন তুমি একবার 'আল্লাহ' বলবে, কিন্তু সেই সাথে সাথে পঞ্চাশ কোটি বা নব্বই কোটি বার আল্লাহ হয়ে যাবে । একবার তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাহু' বলবে সাথে সাথে কোটি কোটি বার এই জিক্‌র হয়ে যাবে । আল্লাহ তোমার মধ্যে এমন মেশিন রেখে দিয়েছেন যে, যখন সেই মেশিন খুলে যাবে তখন তুমি দেখবে গোটা পৃথিবীতে যতগুলি গাছ আছে, সেই পরিমান তোমার জিক্‌র হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে যত পাতা আছে সেই পরিমাণ

Dhaka University Institutional Repository

জিক্‌র হয়ে যাচ্ছে, তুমি দেখবে আসমান যমীন বরাবর সব জায়গায় 'লা-ইলাহা ইল্লাহু' এর জিক্‌র হয়ে গেছে । তবে ভাই , এ সব হল অনেক উপরের দর্জা, আল্লাহর ওলীদের জন্য। আমাদের মত মানুষের জন্য কি এ সব হয়? এর জন্য অনেক বেশী মুজাহাদা ও কোরবানী দিতে হয় । এখন ভাই, আমি মূল বক্তব্যের দিকে ফিরে যাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ''আয় মানুষ আমি তোমাদের আঠারো হাজার মখলুকাতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সম্মানিত বানিয়েছি।'' (সূরা-বনী ইস্রাঈল-৭০) আপনারা তো ভাই জ্ঞানী! এখন আসুন, আল্লাহ যে আমাদের সম্মানিত বানালেন, কি দিয়ে বানালেন?

গরু ছাগলের বাচ্চা হয়, আমাদেরও বাচ্চা হয়। গরু মহিষে পানি খায়, আমরাও খাই । গরুতে ঘাস খায়, আমরা ভাত খাই। সেই দিক দিয়ে তো মানুষ আর জানোয়ার সমান । বরং শক্তির দিক দিয়ে জানোয়ার তো মানুষের উপরে । দেখেন না, একটা হাতী দু' পাঁচশত লোককে টেনে নিয়ে যেতে পারে । গাছ পালা জানোয়ার ইত্যাদি এক একটা কত বড় বড়, এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ কি দিয়ে সম্মানিত বানালেন?

দেখ, আল্লাহ তোমাদেরকে দু'টা দুধ দিয়েছেন। ডান দুধ দিয়েছেন দুনিয়ার আয় উন্নতির জন্য। এটাতে গবেষণা করে দুনিয়াবী ডিগ্রী বি,এ এম,এ পাশ করবে, জজ হবে, ডিসি হবে, বিচার সালিস করবে আর রোজগার করবে । আর তোমাদের বাম দুধ দিয়েছেন আখেরাতের জন্য। কবর, হাশর, পুলশিরাত ইত্যাদির প্রস্তুতির জন্য। এই বাম দুধকে যদি কেহ পিটাতে পার অর্থাৎ বাম দুধের চার আংগুল নিচে যে কলব আছে এই ক্বলবে যদি জিকরের ধাক্কা লাগাতে পার তখন তোমার মর্তবা এমন

Dhaka University Institutional Repository

স্তরে পৌছবে যে, তুমি যদি মনে কর এখন জাগ্রত অবস্হায় আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করব, তার সাথে মুসাহাফা করতে পারবে। এই ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দান করেছেন ।

দেওবন্দ মাদ্রাসার মধ্যে অনেক বড় বড় আল্লাহর ওলী ছিলেন। হক্কানী আলেমদেরকে আল্লাহ কি ক্ষমতা দিয়েছেন , দেখেন, শায়খুল হিন্দ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) একদিন হাদীস পড়াচ্ছেন এমন সময় এক হাদীসের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে চক্ষু বন্ধ করে একটু মুরাকাবা করলেন। তালেবে এলেমরা জিজ্ঞাসা করে বসল হুজুর আপনি কেন চুপ করে আছেন? হাদীসের বয়ান কেন বন্ধ করে দিলেন?

তিনি বললেন এই হাদীসের অর্থের ও ব্যাখ্যার মধ্যে আমার একটু সন্দেহ হচ্ছিল, তাই একটু চিন্তা করছিলাম যে, কি বয়ান করব? তখন আমি মদিনা শরীফে রাসুল(সাঃ) এর রওজা পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং হযরতের থেকে হাদীসের অর্থ জিজ্ঞাসা করে নিলাম । তিনি যা বলেছেন আমি সেটা তোমাদের নিকট পেশ করে দিলাম।

সুবহানাল্লাহ! দেখেন ভাই, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে কতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন। আমি যদি শুধু এই বিষয়ের উপর বয়ান করতে থাকি যে, আল্লাহ বান্দাকে কি ক্ষমতা আর কি মর্তবা দিয়েছেন তাহলে রাত্র শেষ হয়ে যাবে কিন্ত আপনার খোরাক যে বয়ান সে বয়ান আর হবে না ।

Dhaka University Institutional Repository

যাই হোক, আসল কথার দিকে যাই । আপনারা দুনিয়ার কারবার ব্যবসা বানিজ্য করেন কিন্ত একটা কথা সব সময় খেয়াল রাখবেন যে, আমরা ছিলাম কোথায়? দুনিয়াতে কেন এসেছি? আর এন্তেকালের পরে যাব কোথায়?

আল্লাহ বলেন হে ব্যারিষ্টার! হে মিনিষ্টার! হে আর্মি! হে বাদশাহ! একটু মাথা খাটাও, চিন্তা কর, আমি তোমাদের জন্য দুনিয়া-আখেরাতের মংগলের জন্য যে কুরআন শরীফ নাযিল করেছি তা সত্য না মিথ্যা? তোমরা একটু খেয়াল কর আজ পর্যন্ত আমার কুরআনের কোন আয়াত মিথ্যা হয়েছে কি? যদি হয় তাহলে হাত উঠিয়ে দেখান।

এখন আল্লাহ বলেন, হে আলেমরা, তোমরা আমার সাধারণ বান্দাদের আমার দুনিয়ার আয়াতগুলো বুঝায়ে দাও, যেন তারা বুঝতে পারে যে আমার আখেরাতের আয়াতগুলো সবই ঠিক।

আল্লাহ বলেন, বান্দা দেখ, তুমি আমার কোনটা দেখতে চাও? কিয়ামত দেখতে চাও? কবরের আযাব দেখতে চাও? দোযখ দেখতে চাও? আমি জিজ্ঞাসা করি তোমার শরীরে যে শীত লাগছে, এই শীতটা কাল, না নীলা, না ধলা ? এই শীতটা তুমি দেখছনি? শীত না দেখেও বিশ্বাস করছ, না করেও উপায় নেই। তেমনিভাবে জেনে রাখ আমার দোযখ, আমার হাশর, কবর আযাব সবই ঠিক । এক আয়াতে আল্লাহ বলেন-"আমি আমার পিয়ারা বান্দাদের জন্য বালাখানা জান্নাত বানিয়েছি।" (সূরা-কৃফ-৩১) আর সেই বালাখানার একটা ইট হবে স্বর্ণের আর একটা হবে রূপার, আর তার মেঝে হবে জাওয়াহেরের, আর সেই জান্নাত সাজান হবে মনি মুক্তার দ্বারা। তোমরা যেমন লাইট দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সাজাও আমি আল্লাহ সাজাবো মানিক আর ইয়াকুত দ্বারা । আমি এই জান্নাত মু'মিনদের জন্য তৈরি করেছি । কারণ তারা আমাকে দেখেনি। আমার কবরের আযাবও দেখেনি। হাশর নাশর দেখেনি। পুল সিরাত দেখেনি, জান্নাত-দোযখ দেখেনি। সব কিছুই না দেখে আমার রাসুল (সাঃ) এর কথা অনুযায়ী বিশ্বাস করেছে, ঈমান বিল গায়েব এনেছে। আমাকে বিশ্বাস করে দুনিয়ার আমোদ ফুর্তি ত্যাগ করেছে। তাই তাদের জন্য এই নেয়ামত। একদল লোক আছে যারা বিবিকে লয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখতে যায়। বিবিকে সাজায়ে দুজন মটর বা কার-এ উঠে সিনেমায় যায় । কত আমোদ ফুর্তি করে । আল্লাহ বলেন ঃ তুমি তো আমার বান্দা, তুমি যাওনা কেন ? নিশ্চয় তুমি আমার ভয়ে যাও না । তুমি যখন আমার ভয়ে হারাম কাজ ত্যাগ করলে, আমার ভয়ে নামায পড়লে সেই নামাযের জন্য দুনিয়ার কাজ বাদ দিয়ে আর শীতের রাত্রে কষ্ট করলে। এখন তোমাকে যদি আমি বিরাট পুরস্কার না দেই তাহলে আমি খোদার খোদায়ী থাকতে পারে না । আমার ইনসাফ ঠিক থাকতে পারে না ।তাই আমি অবশ্যই তোমাকে পুরস্কার দিব । সেই পুরস্কার কি ? বান্দা আমি তোমার জন্য বালাখানা বানিয়েছি । সেই বালাখানার যমীন হবে মেশক আম্বরের দ্বারা। সেই বালাখানার পাঁচশত বছর দূর থেকে সুঘ্রাণ পাওয়া যাবে । খুশীতে মু'মিনরা পাগল হয়ে যাবে ।

ও ভাই, তোমার স্ত্রী যদি দ্বীনদার হয় আর তুমিও দ্বীনদার হও তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়কে একত্র করে জান্নাতে দিবেন । আল্লাহ খুশি হয়ে ফেরেশতাদের হুকুম দিবেন, ''হে ফেরেশতারা আমার মেয়ে নেই, আমার ছেলে নেই, আমি আমার নেককার বান্দা বান্দীদের বিয়ে করাব। তার পরে তাদেরকে একত্রে জান্নাতের বালাখানায় রাখব।

Dhaka University Institutional Repository

''আর এই সমস্ত মু'মিনদের জন্য আমি মওলা ওলী হয়ে গেলাম।'' (সূরা-বাকারা-২০৭) তোমরা আমার এই বান্দা-বান্দীদের একটু গোসল করিয়ে উঠাও। দরিয়ায়ে হায়াতে ওদের গোসল দাও । দুনিয়াতে যখন ওদের বিয়ে হয়েছে ওদের আত্মীয়রা তখন ওদের গোসল করিয়েছে।''

আল্লাহ পাক এ কথা বলার সাথে সাথে দরিয়ায়ে হায়াত চোখের সামনে দেখবে। আল্লাহর ফযলে তার পানি দুধের চেয়ে সাদা ও পরিস্কার হবে । এর মধ্যে গোসল করে যখন উঠবে সকল পুরুষদের বয়স তেত্রিশ বৎসর হবে, আর মেয়েদের বয়স ষোল বছর হবে । আল্লাহ বলেন, ''তাঁরা হবে সম বয়স্কা পূর্ণ যৌবনা তরুনী।'' (সূরা আন-নাযিয়াত-৩৩)

রাসুল (সাঃ) বলেন, ''জান্নাতে আল্লাহ এক একজনকে সত্তর জোড়া কাপড় পরাবেন। সেখানে কোন গরীব ধনীর পার্থক্য নেই, যে-ই নেক আমল করে যাবে, সে-ই জান্নাত-এর নিয়ামত পাবে। নেক আমল না থাকলে জাহান্নামে যাবে।'' আমির বাদশাহদের কোন খাতির করা হবে না। দেখ, দুনিয়ার সরকারের নিকট ধনী গরীবের পার্থক্য নেই । তুমি খুন করলে তোমাকে ফাসী দেওয়া হবে, চাই তুমি যত বড় জমিদার হও আর যত বড় ডিগ্রীধারী হও, আর জজ বা ব্যারিষ্টার হও ।

দুনিয়ার সরকারের নিকট যদি এই আইন থাকতে পারে তাহলে আল্লাহ বলেন ঃ আমার কাছে কেন সেই আইন থাকতে পারবে না । শুনে রাখ, যদি তুমি গরীবের চেয়েও গরীব হও বা মেথর হও, তুমি যদি কিয়ামতের দিন কামেল মু'মিন হয়ে উঠতে পার তাহলে তুমি আমার ওলী। তোমাকে আমি গোসল করিয়ে যুবক বানিয়ে অতি সুন্দর করে স্বামী স্ত্রী বানিয়ে একত্র করে সত্তর জোড়া কাপড় পরিয়ে জান্নাতী হবার ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করব। সত্তর হাজার নূরের ফেরেশ্‌তা এসে তোমাদের হাত ধরে আমার বেহেশতে লয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা যে এমন সুন্দর নেয়ামতের জায়গা বানিয়েছে, মিয়ারা কি তোমাদের বিশ্বাস হয়? তো আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন বেহেশতে যাওয়ার পর আর কোন দিন বুড়া হবে না। দুনিয়াতে একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে। মনের বিরুদ্ধে কিছু কাজ করতে হবে নচেৎ এই বেহেশ্‌ত পাবা কিভাবে?

বিড়ি খেতে মনে চায়, আল্লাহর ভয়ে খাও না। বেশ্যা পাড়ায় যেতে মনে চায় আল্লাহর ভয়ে যাও না। গান শুনতে মন চায় আল্লাহর ভয়ে শুননা। লোকেরা ঠাট্টা করে, মজা করে, তারপরেও মাথায় টুপী রখেছোই। সুন্নতী জামা গায়ে দিয়েই আছো। লোকে যতই ঠাট্টা করুক না কেন তুমি পরওয়াই করো না। মাগরিব বাদ, ফজর বাদ জিকর করছো, তামাম দুনিয়ার লোক পাগল বললেও তুমি জিকর করেই যাচ্ছ। এই যে, তোমরা খাটনি খাটছ এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জান্নাত দান করবেন। আর যদি তুমি আল্লাহর নাফরমান হও, বেহশতে যেতে তোমার মন না চায়, তুমি যদি মনে কর, মরব তার পরে কবরে যেয়ে মাটি হয়ে যাব, কবে হাশরে উঠব? কবে জান্নাতে যাব? কবে সেই হুর গেলমান পাব? কিছুরইতো নিশ্চয়তা নেই? কাজেই সেই চিন্তা বাদ দিয়ে গানবাদ্য শুনবো, বেশ্যা পাড়ায় যাব, হারামী করব, কত আমোদ-ফুর্তি করব সেটাই তো ভাল হবে।

শুনে রাখ ভাই, আল্লাহর নিয়ামত খেয়ে যদি তুমি নামায না পড়। রোজা না রাখ, হালাল হারাম না মান, জিকর-আজকার না কর তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

তোমার শানে আল্লাহ বলেন, ''হে বুদ্ধিমানের দল তোমাদের মধ্যে যারা শয়তানী করবে, নামায পড়বে না, বেশ্যা পাড়ায় যাবে তাদের জন্য আমি জাহান্নামে কঠোর আযাবের স্থান তৈরী করে রেখেছি।'' বল মিয়ারা, তোমরা কে কে সেই আযাব সহ্য করতে পারবে। আমি দোযখের মধ্যে তোমাদের জন্য মিহাদ তৈরী করে রেখেছি। মিহাদ হচ্ছে, বড় উঁচূ উঁচূ বিছানা। সেই বিছানার তোষকে তূলা হবে সমস্ত পাথরের কয়লা। বান্দা! তোমারে আমি বহু হাউশ করে বানিয়েছি। আমি গাছের তুলা গরুকে খেতে দেইনি, এমন নরম তুলা তোমরা তৈরী করতে পারবে না। এই তুলা আমি কেন দিয়াছি? কারণ, তোমরা তোষক বানিয়ে আরামে শুবে, লেপ গায়ে দিবে, বালিশ বানিয়ে মাথার নিচে দিবে। এই নেয়ামত পেয়ে তুমি মেতে গেছ? নামায তো পড়লে না বরং হারামীতে লিপ্ত থাকলে। এই অন্যায়ের শাস্তি দানের জন্য আমি দোযখের মধ্যে একটি বিরাট তোষক তৈরী করে রেখেছি। যার তুলা হবে পাথরের কয়লার। ও ভাই! এই আযাব কে কে সহ্য করতে পারবেন।

তুমি অন্যায় কারী হলে এ তোষকে তোমাকে শোয়ানো হবে। চাই তুমি দুনিয়াতে যত বড় জমিদার, আর রাজা বাদশা হয়ে থাকনা কেন? আল্লাহ্‌র ইনসাফ মত বিচার হবে। তো জাহান্নামে তোমাকে সেই তোষকে শোয়াবে। এর পর আল্লাহ হুকুম দিবেন এবং ফেরেশ্‌তাদের বলবেন-এ নাফর মানের উপর দিয়ে একটা লেপের ঢাকনি দাও। ফেরেশ্‌তারা তার উপরে লেপের ঢাকনি দিয়ে দিবে। সে লেপ হবে আযাবের লেপ। এর তুলা হবে পাথর কয়লা। এর পর উপরের লেপ নীচের তোষকের চর্তুদিকে বল্টু দিয়ে আটকিয়ে দেওয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

যা বলছি-কুরআন শরীফের কথাই বলছি। কুরআন শরীফের কথা বিশ্বাস না করলে কাফের হয়ে যাবে। অতঃপর ফেরেশতারা ঐ লেপের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিবে এবং তোষকের মধ্যেও আগুন লাগিয়ে দিবে। উপরেও কয়লা জ্বলবে-নীচেও কয়লা জ্বলবে। আল্লাহ বলবেন, বান্দা! দুনিয়ায় আমার এত নিয়ামত খেয়ে, মজা উড়িয়ে আমার সাথে নাফরমানী করে যুদ্ধ করেছ, এখন এর উচিত সাজা ভুগে নাও।

ভাইয়েরা! এই আজাবটা তোমরা কে কে সইতে পারবা? কার ক্ষমতা আছে এই আজাব সহ্য করার। হায়রে মানুষ! এত নাফরমানী করে চলছ, দুনিয়াতে কি দোযখ কামাই করতে এসেছিলে? আলেমের কথা মানবে না, পীর ওলীর কথা মানবে না - কুরআন শরীফ হাদীস শরীফের কথা মানবে না, তাহলে তো দোযখেই যাবে। তখন সেই দোযখের আজাবটা কেমনে সইবে? আল্লাহ বলেন, ''দোযখীদের মউত হবে না।'' জাহান্নামের আগুন দেখে তোমরা মউতকে তালাশ করবে। কিন্তু মউত খুঁজে পাবে না। দোযখে পড়ে পিপাসায় ছটফট করবে, আর বলবে-পানি আমাকে পানি খাওয়াও-পানি দাও। যা বলছি হক্ব বলছি। কুরআন শরীফ ধরে বলি। দেখ আল্লাহ বলেন, ''যখন দোযখীরা পানির জন্য ছটফট করবে, তখন তাদেরকে জাহান্নামীদের গলিত গরম পুঁজ খেতে দেয়া হবে।''

আহা! বেহেশ্‌তেতো গেলে না, বেহেশ্‌তের দাওয়াত দিলাম তাও নিলে না। বলতে পার হুযুর কেমনে দাওয়াত নিলাম না। জবাব হলো-দাঁড়ি কামাবা, আর তা করেই বেহেশতে যাবা, এটা কি হয়? বিড়ি খাবা আর বেহেশ্‌তে যাবা, তা কি চলে? বিড়ি খেয়ে তো মসজিদেও যাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

নিষেধ। এই বিড়ি সিগারেট খেয়ে বেহেশতে যাওয়ার অনুমতি পাবে কেমনে?

তুমি মনে করছ - টকি সিনেমা দেখতে দেখতেই বেহেশতে যাবে? পরের মেয়ের সাথে গল্প-আলাপ করতে করতেই বেহেশ্‌তে যাবে? বেশ্যা পাড়ায় গিয়ে নফ্‌সের খাহেশ পুরা করবে, আর এভাবেই বেহেশতে যাবে। নামাজ পড়বে না, রোজা রাখবে না। তাতেও বেহেশ্‌তে যাবে? কিন্তু মনে রেখে, তোমার এমন সব চিন্তা ভাবনা সবই ধোকা। নাফরমানী করে পুরস্কার পাওয়া কোন আইনে নেই। দোযখে থাকতে তো খুবই কষ্ট বুঝ। কিন্তু বলেছিলাম, নাফরমানী থেকে ফিরে আল্লাহর হুকুমের দিকে আস। অন্যায় থেকে ফিরলে না তো। আয় মুসলমান! এখনও সময় আছে, ফিরে আস। আল্লাহ্ পাক সব গুনাহ্ মাফ করে দিতে পারেন। প্রতিদিন মাগরিব নামাজ পড়ে, ফজরের নামাজ পড়ে জিক্‌র কর। যদি মাগরিব পড়ে না পার এশা পড়ে একুশ মিনিট জিকর কর। ফজর পড়ে আল্লাহর জিক্‌র করতে বস এবং এশরাক পড়ে উঠ।

আরে মুর্খ! মা'বুদের দরবারে সকাল সন্ধ্যা দু'বার বসে মা'বুদকে ডাকো, একটু কান্নাকাটি কর। এ অবস্থা দেখে মা'বুদ ফেরেশ্‌তাদের জিজ্ঞাসা করবেনঃ ওহে ফেরেশ্‌তারা! আমার বান্দারা কাঁদে কেন? এই বান্দা তো মুর্খ, কিছুই জানে না, তবুও কাঁদে কেন? ফেরেশতাগণ উত্তর দেন-মা'বুদ আপনার এই বান্দা কেঁদে কেঁদে আপনাকে ডাকে, আপনার তালাশ করে। আল্লাহ্ বলেন, হে ফেরেশ্‌তারা! তোমরা সাক্ষি থাক এই বান্দা এখন কাঁদতেছে আর আমাকে ডাকতেছে, তাঁর চোখের পানি ঝরছে অথচ সে আমাকে দেখেওনি। ওহে ফেরেশ্‌তারা তোমরা সাক্ষি থাক। আমার রাসূল (সাঃ) আখেরী নবী যখন মে'রাজে এসেছিল তখন আমার

Dhaka University Institutional Repository

কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, মা'বুদ। আমার এতিম উম্মতের উপর আপনি কতটুকু মায়া রাখবেন। আমি বলেছিলাম, মা সন্তানের উপর যে মায়া রাখে আপনার উম্মতের উপর আমার মায়া তার চেয়েও সত্তরগুণ বেশী হবে। ফেরেশ্‌তারা যাও, দেখ আমার বান্দা কি পরিমাণ গুনাহ করেছে, তার সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দাও। আমি বান্দার দিকে আমার রহমতের হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে নিয়ে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলাম।

মুনাজাত

আল্লাহুম্মা আমীন, ও মাবুদ! দুনিয়াতে কান্দাইয়া লও, কবরে কান্দাওনা। হাশরে কান্দাইও না, পুলছেরাতে কান্দাইওনা, ও মাবুদরে! মাফ করে দেন গো মাওলা, মাফ করে দেন। কিসের জন্য এসেছিলাম আমি এই ফেরেবের দুনিয়ায়; কি নিয়ে যাব আমি ঐ অন্ধকার কবরে? আল্লাহ তুমি কবরে হাশরে আমাদের ওলী হয়ে যাও। আমাদের কবরকে নূর দিয়ে ভরে দাও, বিনা হিসেবে বেহেশ্‌ত নসীব কর। [৫৬]

---

[৫৬]. মাওয়ায়েযে এছহাকিয়া, সৈয়দ মাওলানা মোঃ মোমতাজুল করীম, মুদ্রনে ঃ মেসার্স করীমিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ১৩/৩, আজিজ মহল্লা, জয়েন্ট কোয়াটার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। প্রকাশকাল-২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ খ্রী.।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে কয়জন অসাধারণ প্রথিতযশা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক অন্যতম। ধর্মীয় জগতে তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, ফকীহ্ ও সূফী। আমৃত্যু তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের সাধনা এবং ধর্ম প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

তাঁর জীবন ছিল সম্পূর্ণ সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক। স্বভাবগতভাবে তিনি শৃংখলা ও সময় নিষ্ঠার প্রতি বিশেষ ভাবে যত্নবান ছিলেন। জ্ঞান অর্জন, আল্লাহর ইবাদত এবং মা'রেফাত অর্জন করার মাধ্যমেই তিনি জীবন শুরু করেন।

তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন, বই-পত্র রচনা এবং ভক্তবৃন্দের মজলিশে শিক্ষা-দীক্ষা দানের জন্য এমনভাবে সময় বেঁছে নিতেন, যেন প্রত্যেক কাজ সহজ এবং শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই সময় নিষ্ঠার প্রতি যত্নবান ছিলেন। তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা, সত্যের নিষ্ঠা, দুর্গত মানবতার সেবার আগ্রহ, জীবনব্যাপী ইসলামের সেবার সংকল্প এবং আল্লাহ পাকের প্রতি অসাধারণ ভয় এবং অনুরক্তি তাঁকে মহিমান্বিত করেছে। তাঁরই বারাকাতে তিনি দ্বীনের অসাধারণ খিদমতের আ ঞ্জাম দিতে পেরেছেন এবং মুসলমানদের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে এমন গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক স্বীয় অনুসারীদেরকে সর্বদাই সময় নিষ্ঠার গুন অর্জনের তাকীদ দিতেন। কেননা এরই মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব হয়। আর এই সময় নিষ্ঠার ফলে নিজের ও অন্য মানুষের এবং বিশেষতঃ আল্লাহ তায়ালার হক সঠিক ও যথাযথভাবে সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তাঁর মাওয়ায়িয ও মাকতুবাত বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য মূল্যবান ধর্মীয় সম্পদ। দেশের মুসলিম জনগৌষ্ঠীসহ সর্বশ্রেণীর মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। এই মহান ব্যক্তিত্বের উপর অভিসন্দর্ভ রচনা করা সত্যিই একটি দূরূহ ব্যাপার। তবুও আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন-এর একান্ত সহযোগিতা পাব এই আশা নিয়েই **'মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক ঃ জীবন ও কর্ম'** সম্পর্কে গবেষনায়ব্রতী হই। বিভিন্ন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত উপকরন সংগ্রহ করে এবং মনীষীদের দেয়া তথ্যানুযায়ী বক্ষমান অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় বলতে হয় যে, আমার এ প্রচেষ্টা ঝিনুকে সমুদ্র সি ঞ্চনর মত। তবে পরবর্তীতে গবেষকবৃন্দ আরও সমৃদ্ধ অবদান এ বিষয়ে রাখতে পারবেন বলে আশা রাখি।

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক তাঁর মাওয়ায়িয এবং মাকতুবাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের যে খিদমত আ ঞ্জাম দিয়ে গেছেন তা কালজয়ী। অতএব, তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আমার এই অভিসন্দর্ভটি সু-সম্পন্ন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ সূত্র

১. আল-কুরআন

২.মিশকাত শরীফ, ওলিউদ্দিন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মেরাজ বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া।

৩. দৈনিক পত্রিকা ঃ দৈনিক ইনকিলাব

৪.সাময়িকী ঃ আল-কারীম স্বরনিকা'৯৯

৫. বাংলার হাদী হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, মাওলানা আবুল বাশার-আল হক প্রকাশনী।

৬. চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেব কেবলার সংক্ষিপ্ত জীবনী-মাওলানা মোঃ ইউসুফ আলী খান, আল-এছহাক প্রকাশনী।

৭. বরিশালে ইসলাম, আজিজুল হক বান্না, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৮. চট্রগ্রামে ইসলাম, এ,কে,এম মহিউদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

৯. সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া দরবেশ।

১০. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১১. হযরত ক্বারী ইব্রাহীম সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক-আল এছহাক প্রকাশনী।

১২. ছারছীনা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ। মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, সবুজ মিনার প্রকাশনী।

১৩. মাওয়ায়েযে এছহাকিয়া, সৈয়দ মাওলানা মোঃ মোমতাজুল করীম, আল-এছহাক প্রকাশনী।